অগ্রদূত প্রকাশনার ৬০ বছর

® বাংলাদেশ স্কাউটস এর মুখপত্র

অগ্রদূত

AGRADOOT

৬০ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, চৈত্র-বৈশাখ ১৪২২-২৩, এপ্রিল ২০১৬

এ সংখ্যায়

বাংলা নববর্ষ ও প্রসঙ্গ কথা

মুক্তিযুদ্ধের বীরত্ব গাথা: ঐতিহাসিক মুজিব নগর

পি এস মূল্যায়ন ক্যাম্প

মেম্বারশীপ গ্রোথ বিষয়ক জাতীয় মূল্যায়ন ওয়ার্কশপ

এপিআর-কনসালটেন্সি ভিজিট

বি পি'র আত্ম কথা

দারুচিনি রক্তের চিনি হ্রাস করে

তথ্য- প্রযুক্তি

সাম্প্রতিক দেশ-বিদেশ

স্কাউট সংবাদ

বাংলাদেশ স্কাউটস

POWER IS YOURS

DHAKA ELECTRIC SUPPLY COMPANY LIMITED (DESCO)

উন্নততর গ্রাহক সেবা প্রদানে ডেসকো অঙ্গীকারাবদ্ধ

- One Point Service এর মাধ্যমে ডেসকো'র সেবা গ্রহণ করুন।
- বিদ্যুৎ বিল সহজতর ও ঝামেলামুক্ত করতে SMS এর মাধ্যমে ডেসকো'র বিল পরিশোধ করুন।
- e-mail অথবা Website এর মাধ্যমে ডেসকো'র নিয়ন্ত্রণাধীন আপনার এলাকার লোড শেডিং এর খবর জেনে নিন।
- গ্রাহক হয়রানী সম্পর্কে অভিযোগ থাকলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অবহিত করুন।
- আপনার এলাকায় অনুষ্ঠিত গ্রাহক শুনানীতে অংশগ্রহণ করে আপনার সমস্যা উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করুন।
- দিনের আলোতে প্রয়োজনীয় কাজ শেষ করুন।
- বিদ্যুৎ স্থাপনা আমাদের জাতীয় সম্পদ; দেশের নাগরিক হিসেবে এগুলো রক্ষা করুন।
- বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি চুরি প্রতিরোধ করুন: বড় ধরনের বিদ্যুৎ বিপর্যয় থেকে দেশকে বাঁচান।
- লোড শেডিং কমাতে রাত ৮টার মধ্যে শপিং মল/দোকানপাটসহ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখুন।
- অবৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হোন।
- বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী যন্ত্রপাতি ব্যবহার করুন; এসি'র তাপমাত্রা ২৫° সে. বা তার উপর রাখুন।
- দোকান, শপিং মল, বাসা-বাড়ীতে অপ্রয়োজনীয় আলোকসজ্জা পরিহার করুন।
- কক্ষ/কর্মস্থল ত্যাগের পূর্বে বৈদ্যুতিক বাতি, পাখা ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি বন্ধ করুন।
- দিনের বেলায় জানালার পর্দা সরিয়ে রাখুন, সূর্যের আলো ব্যবহার করুন।
- এক ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদন অপেক্ষা এক ইউনিট বিদ্যুৎ সাশ্রয় অনেক লাভবান।
- বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হোন; অন্যকে ব্যবহারের সুযোগ দিন।

বিদ্যুৎ খরচ কম হলে - আপনার লাভ তথা দেশের লাভ।

বাংলাদেশ স্কাউটস এর মুখপত্র
অগ্রদূত
AGRADOOT
৬০ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা
চৈত্র-বৈশাখ ১৪২২/২৩
এপ্রিল-২০১৬

প্রধান উপদেষ্টা
ড. মো. মোজাম্মেল হক খান

সম্পাদক
মোহাম্মদ তৌফিক আলী

সম্পাদনা পরিষদ
শফিক আলম মেহেদী
মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম খান
মো. মাহফুজুর রহমান
আখতারুজ জামান খান কবির
মোহাম্মদ মহসিন
মো. মাহমুদুল হক
সুরাইয়া বেগম, এনডিসি
সরোয়ার মোহাম্মদ শাহরিয়ার
মো. আবদুল হক

নির্বাহী সম্পাদক
এ.এইচ.এম শামছুল আজাদ

যুগ্ম সম্পাদক
মো. মশিউর রহমান

সহ-সম্পাদক
আওলাদ মারুফ
ফরহাদ হোসেন

চিত্রশিল্পী
মতুরাম চৌধুরী

অক্ষর বিন্যাস
আবু হাসান মোহাম্মদ ওয়ালিদ

বিনিময় মূল্যঃ বিশ টাকা

বাংলাদেশ স্কাউটস
৬০, আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম রোড,
কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।
ফোন: ৯৩৩৭৭১৪, ৯৩৩৩৬৫১
পিএবিএক্স, সম্প্রসারণ-২৬
মোবাইল: ০১৭১২-৮৬৪১১৫
ই-মেইল: bsagrodoot@gmail.com
ফ্যাক্স: ৮৮০২-৯৩৪২২২৬

মাসিক অগ্রদূত বাংলাদেশ স্কাউটসের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাচ্ছে।

ক্লিক করুন
www.scouts.gov.bd

সম্পাদকীয়

বাঙলা নববর্ষ থেকে বৈশাখ শুরু। এই বৈশাখ বাঙালী জীবনের সংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী ধারক বাহক। বৈশাখে বাঙালীপনার রূপ ফুটে উঠে এ দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার জীবনে। গ্রাম-বাংলার ছোট্ট ছোট্ট গৃহ থেকে নগরায়নের বিশালাকার অট্রালিকায় উৎসবের জোয়ার বইতে থাকে। সামাজিক ভাবেও বৈশাখী আয়োজন উদযাপন হয়ে থাকে। এ বৈশাখী উদযাপন আমাদের গর্ব ও অহংকার।

বাংলাদেশের সীমানা পেরিয়ে ভারতসহ পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বসবাসকারী বাঙালীরা এই বৈশাখী আয়োজনে বাঙালী সংস্কৃতির বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। এখন প্রয়োজন আমাদের বাঙালীত্বকে ধরে রাখা। আমাদের চলনে বলনে কথাবার্তায় বাঙালী সংস্কৃতি চর্চার অনুশীলন প্রয়োজন। নতুন প্রজন্ম বাংলা-বাঙালীকে জানবে হাজার বছরের লালিত ঐতিহ্যকে ধারণ করে আধুনিকতার স্পর্শে অগ্রগামী হবে এই আমাদের কাম্য।

প্রচ্ছদে ব্যবহৃত ছবিটি রাজধানী রাজপথে ১ বৈশাখ উপলক্ষে মঙ্গলশোভা যাত্রার একাংশের ছবি।

বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে অগ্রদূত পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা, প্রতিবেদক, সংবাদদাতা, শুভ্যানুধায়ী, বিজ্ঞাপনদাতা ও সংশ্লিষ্ট পক্ষকে জানাই অভিনন্দন। বাংলা নতুন বছরে আমাদের জীবন হোক সুন্দর ও সফল।

অষ্টম জাতীয় ক্যাম্পুরী

উপলক্ষ্যে প্রকাশিত স্মরণিকা...

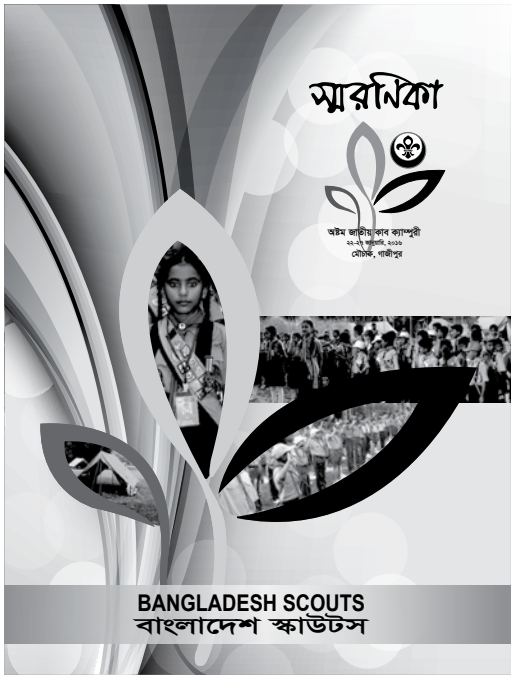

সূচীপত্র

বাঙলা নববর্ষ ও প্রসঙ্গকথা	০৩
মুক্তিযুদ্ধের বীরত্বগাথা: ঐতিহাসিক মুজিবনগর	০৫
আত্মকথা– লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল	০৭
পিএস মূল্যায়ন ক্যাম্প-২০১৬	০৯
এপিআর কনসালটেন্সি ভিজিট	১১
মেম্বারশীপ গ্রোথ বিষয়ক জাতীয় মূল্যায়ন ওয়ার্কশপ	১২
'এগ্রি রোভার্স' এর তিনযুগ উদযাপন	১৩
শিক্ষণ-প্রশিক্ষণ – নেতানিয়োগ	১৪
স্বদেশ-বিবৃতি	১৫
জানা-অজানা	১৬
স্কাউটিং কার্যক্রমের ছবি	১৭
উদ্ভাবন: নতুন খেলা "ফুটকেট"	২৫
ঘুরে এলাম কলকাতা	২৬
ছড়া-কবিতা	২৭
স্বাস্থ্য-কথা	২৮
খেলা-ধুলা	২৯
তথ্য-প্রযুক্তি	৩০
সাম্প্রতিক দেশ-বিদেশ	৩১
স্কাউট সংবাদ	৩২
স্কাউটদের আঁকা ঝোঁকা	৪০

প্রোগ্রাম বুলেটিন

বাংলাদেশ স্কাউটস-এর প্রোগ্রাম বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত হচ্ছে...

অগ্রদূত লেখকদের প্রতি

অগ্রদূত আপনার পত্রিকা। বছরের যে কোন সময়ে অগ্রদূত এর জন্য লেখা পাঠাতে পারেন। আপনার এলাকার যে কোন স্কাউট সংবাদ, স্থানীয়, আঞ্চলিক বা জাতীয় কোন অনুষ্ঠানে স্কাউটদের সম্পৃক্ততার বিষয়ে প্রতিবেদন বা সংবাদ পাঠাতে পারেন। লিখতে পারেন আপনার কোন স্মৃতিকথা, গল্প, কবিতা, ভ্রমণ কাহিনী, প্রবন্ধ বা নিবন্ধ। উত্তম ও দক্ষ, কাব-স্কাউট, রোভার, গার্ল ইন স্কাউট এর সদস্যদের সাক্ষাৎকার অগ্রদূতে প্রকাশ করা হয়। এ সাক্ষাতকার স্কাউট/রোভারবৃন্দের যে কেউ তৈরি করে ছবিসহ পাঠালে তা যত্নের সাথে প্রকাশ করা হবে। লক্ষ্য রাখবেন, আপনার লেখা যেন অগ্রদূত পাঠকদের জন্য উপযোগী হয়। কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার হস্তাক্ষরে বা কম্পিউটার কম্পোজ করে লেখা পাঠাতে হবে। কাগজের উভয় পৃষ্ঠায় লিখে পাঠানো হলে তা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। লেখা বা সংবাদের সাথে ছবি থাকলে ভাল হয়, ছবি অবশ্যই পরিষ্কার হতে হবে। ছবির চারপাশে কোন প্রকার ডিজাইন বা বর্ডার দেবেন না। তবে কেউ ছবি পাঠালে তার সাথে ক্যাপশন বা বিবরণ লিখে দিবেন। সে সাথে আপনার পূর্ণ ঠিকানা এবং ফোন/মোবাইল নম্বর উল্লেখ থাকতে হবে। অসম্পূর্ণ বা ঠিকানাবিহীন কোন লেখা প্রকাশ করা হবে না। অমনোনীত লেখা ফেরৎ দেয়া হয় না।

সম্পাদক, অগ্রদূত

লেখা ই-মেইল করে পাঠানের ঠিকানা: bsagrodoot@gmail.com
ডাকযোগে: সম্পাদক, অগ্রদূত, বাংলাদেশ স্কাউটস
৬০, আগুমান মফিদুল ইসলাম রোড, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।

বাঙলা নববর্ষ ও প্রসঙ্গকথা

চৈত্র সংক্রান্তি ও বৈশাখ শব্দ দু'টির সাথে কৃষকের আগামী বছরের ফসলি পঞ্জিকা তৈরি করা, বৈশাখী মেলা, কাল বৈশাখীর ঝড় ইত্যাদি সমার্থক শব্দের মত। এই দিনকে কেন্দ্র করে ব্যবসা বাণিজ্য ঢেলে সাজানোর উদ্দেশ্যে তথা বিগত বছরের বকেয়া ওঠানোর জন্য হালখাতা অনুষ্ঠান আয়োজন সহ মেয়ে-জামাই ও আত্মীয় স্বজনকে নিমন্ত্রণ করা, আত্মীয় বাড়ি বেড়ানো ইত্যাদিকে বাঙ্গালি গ্রামীন সমাজ ব্যবস্থায় অপরিহার্য অংশ বলে ধরা হয়ে থাকে। বাঙলা পঞ্জিকার প্রথম মাস বৈশাখের ০১ তারিখ হলো- বাংলা নববর্ষ, ১ বৈশাখ বা পহেলা বৈশাখ। যা বাংলা সনের প্রথম দিন। দিনটি বাংলাদেশ এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গে নববর্ষ হিসেবে বিশেষ উৎসবের সাথে পালিত হয়ে থাকে। সে হিসেবে এটি বাঙালিদের একটি সর্বজনীন উৎসব। বিশ্বের সকল প্রান্তের সকল বাঙালি এদিনে নতুন বছরকে বরণ করে নেয়, ভুলে যাবার চেষ্টা করে অতীত বছরের সকল দুঃখ আর গ্লানি। সবার কামনা থাকে যেন নতুন বছরটি সমৃদ্ধ ও সুখময় হয়ে ওঠে। খ্রিস্টীয় সনের ১৪ এপ্রিল এই উৎসব পালিত হয়। বাংলা একাডেমী কর্তৃক নির্ধারিত আধুনিক পঞ্জিকা অনুসারে এই দিন নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এদিন বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের সকল সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকে। বাংলা দিনপঞ্জির সঙ্গে হিজরী ও খ্রিস্টীয় সনের মৌলিক পার্থক্য হলো হিজরী সন চাঁদের হিসাবে এবং খ্রিস্টীয় সন ঘড়ির হিসাবে চলে। এ কারণে হিজরী সনে নতুন তারিখ শুরু হয় সন্ধ্যায়- নতুন চাঁদের আগমনে। ইংরেজি দিন শুরু হয় মধ্যরাতে। ১ বৈশাখ রাত ১২টা থেকে শুরু না সূর্যোদয় থেকে থেকে শুরু এনিয়ে অনেকের দ্বিধাদ্বন্দ্ব আছে। তবে ঐতিহ্যগতভাবে সূর্যোদয় থেকে বাংলা দিন গণনার রীতি থাকলেও ১৪০২ সালের ১ বৈশাখ থেকে বাংলা একাডেমী এই নিয়ম বাতিল করে আন্তর্জাতিক রীতির সাথে সামঞ্জস্য রাখতে রাত ১২.০০টায় দিন গণনা শুরুর নিয়ম চালু করে।

ইতিহাস: হিন্দু সৌর পঞ্জিকা অনুসারে বাংলা বারটি মাস অনেক আগে থেকেই পালিত হত। এই সৌর পঞ্জিকার শুরু হত গ্রেগরীয় পঞ্জিকায় এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি সময় হতে। এখন নববর্ষ নতুন বছরের সূচনার নিমিত্তে পালিত একটি সর্বজনীন উৎসব হলেও পূর্বে তা আর্তব উৎসব তথা ঋতুধর্মী উৎসব হিসেবে পালিত হত। তখন এর মূল তাৎপর্য ছিল কৃষিকাজ। প্রাযুক্তিক প্রয়োগের যুগ শুরু না হওয়ায় কৃষকদের ঋতুর উপরই নির্ভর করতে হত তখন। ভারতবর্ষে মুঘল সম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর সম্রাটরা হিজরী পঞ্জিকা অনুসারে কৃষি পণ্যের খাজনা আদায় করত। কিন্তু হিজরী সন চাঁদের উপর নির্ভরশীল হওয়ায় তাতে কৃষি ফলনের সাথে মিল থাকত না। এতে অসময়ে কৃষকদেরকে খাজনা পরিশোধ করতে বাধ্য করা হত। খাজনা আদায়ে শৃঙ্খলা প্রণয়নের লক্ষ্যে মুঘল সম্রাট আকবর বাংলা সনের প্রবর্তন করেন। তিনি মূলত প্রাচীন বর্ষপঞ্জিতে সংস্কার আনার আদেশ দেন। সম্রাটের আদেশে তৎকালীন বাংলার বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও চিন্তাবিদ ফতেহউল্লাহ সিরাজি সৌরসন এবং আরবি হিজরী সনের উপর ভিত্তি করে নতুন বাংলা সনের নিয়ম বিনির্মাণ করেন। ১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দের ১০ মার্চ বা ১১ মার্চ থেকে বাংলা সন গণনা শুরু হয়। তবে এই গণনা পদ্ধতি কার্যকর করা হয় আকবরের সিংহাসন আরোহণের সময় (৫ই নভেম্বর, ১৫৫৬) থেকে। প্রথমে এই সনের নাম ছিল ফসলি সন, পরে বঙ্গাব্দ বা বাংলা বর্ষ নামে পরিচিত হয়। আকবরের সময়কাল থেকেই বৈশাখ উদযাপন শুরু হয়। তখন প্রত্যেককে চৈত্র মাসের শেষ দিনের মধ্যে সকল খাজনা, মাশুল ও শুল্ক পরিশোধ করতে হত। এরপরের দিন অর্থাৎ বৈশাখের ১ম দিন ভূমির মালিকরা নিজ নিজ অঞ্চলের অধিবাসীদেরকে মিষ্টান্ন দ্বারা আপ্যায়ন করতেন। এ উপলক্ষ্যে বিভিন্ন উৎসবের আয়োজন করা হত। এই উৎসবটি একটি সামাজিক অনুষ্ঠানে পরিণত হয়। যার রূপ পরিবর্তন হয়ে বর্তমান পর্যায়ে এসেছে। তখনকার সময় এই দিনের প্রধান ঘটনা ছিল একটি হালখাতা তৈরি করা। আধুনিক নববর্ষ উদযাপনের খবর প্রথম পাওয়া যায় ১৯১৭ সালে। প্রথম মহাযুদ্ধে ব্রিটিশদের বিজয় কামনা করে সে বছর ১ বৈশাখে কীর্ত্তণ ও পূজার ব্যবস্থা করা হয়। এরপর ১৯৩৮ সালেও অনুরূপ কর্মকান্ডের উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে ১৯৬৭ সনের আগে ঘটা করে ১ বৈশাখ পালনের রীতি তেমন একটা জনপ্রিয় হয়নি।

বাংলাদেশে বৈশাখ উদযাপন: নতুন বছরের উৎসবের সঙ্গে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কৃষ্টি ও সংস্কৃতির নিবিড় যোগাযোগ রয়েছে। গ্রামে মানুষ ভোরে ঘুম থেকে ওঠে, নতুন জামাকাপড় পরিধান করে এবং আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের বাড়িতে বেড়াতে যায়। বাড়িঘর পরিষ্কার করা হয় এবংসুন্দর করে সাজানো হয়। বিশেষ খাবারের ব্যবস্থা করা হয়। কয়েকটি গ্রামের মিলিত এলাকায়, কোন খোলা মাঠে আয়োজন করা হয় বৈশাখী মেলার। মেলাতে থাকে নানা রকম কুঠির শিল্পজাত সামগ্রীর বিপণন, থাকে নানারকম পিঠা-পুলির আয়োজন। অনেক স্থানে ইলিশ মাছ দিয়ে পান্তা ভাত খাওয়ার ব্যবস্থা থাকে।

রমনার বটমূল: বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা শহরে ১ বৈশাখের মূল অনুষ্ঠানের কেন্দ্রবিন্দু সাংস্কৃতিক সংগঠন 'ছায়ানট'-এর গানের মাধ্যমে নতুন বছরের সূর্যকে আহবান জানানো। ১ম বৈশাখ সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ছায়ানটের শিল্পীরা সম্মিলত কণ্ঠে গান গেয়ে নতুন বছরকে আহবান জানান। স্থানটির পরিচিতি বটমূল হলেও প্রকৃতপক্ষে যে গাছের ছায়ায় মঞ্চ তৈরি হয় সেটি বট গাছ নয়, অশ্বত্থ গাছ। ১৯৬০-এর দশকে পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর নিপীড়ন ও সাংস্কৃতিক সন্ত্রাসের

প্রতিবাদে ১৯৬৭ সাল থেকে ছায়ানটের এই বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের সূচনা।

মঙ্গল শোভাযাত্রা: ঢাকায় বৈশাখী উৎসবের এখন একটি আবশ্যিক অঙ্গ হলো- মঙ্গল শোভাযাত্রা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে ১ম বৈশাখে সকালে এই শোভাযাত্রাটি বের হয়ে শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে পুনরায় চারুকলা ইনস্টিটিউটে এসে শেষ হয়। এই শোভাযাত্রায় গ্রামীণ জীবন এবং আবহমান বাংলাকে ফুটিয়ে তোলা হয়। শোভাযাত্রায় সকল শ্রেণী-পেশার বিভিন্ন বয়সের মানুষ অংশগ্রহণ করে। শোভাযাত্রার জন্য বানানো হয় রং-বেরঙের মুখোশ ও বিভিন্ন প্রাণীর প্রতিলিপি। ১৯৮৯ সাল থেকে এই মঙ্গল শোভাযাত্রা বৈশাখের উৎসবের একটি অন্যতম আকর্ষণ।

হালখাতা: বাংলাদেশে বয়স্ক অনেকের স্মৃতিতে 'হালখাতা' শব্দটি আজও অতি যত্নে লালিত হলেও আগের মতো হালখাতার আয়োজন করা, অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার সুযোগ ও পরিবেশ এই ব্যস্ততম নগরায়নের যুগে নেহাতই সীমিত। আর নতুন প্রজন্মের তরুণ-তরুণীদের কাছে হালখাতা শব্দটি একেবারে অপরিচিত হলেও অবাক হওয়ার কিছুই নেই। কারণ এদের কেউ কেউ হালখাতা শব্দটির আভিধানিক অর্থ জানলেও নববর্ষের সঙ্গে তার কী সম্পর্ক তা দেখার বা জানার সুযোগই হয়তো পায়নি। সময়ের পরিবর্তনের সাথে বাংলা নববর্ষে অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও উপভোগ্য হালখাতা পর্বটি এখন বিলুপ্ত হওয়ার পথে।হালখাতার ব্যবহারিক অর্থ বিশেষত বিগত বছরের হিসাবের খাতাকে হাল নাগাদ করা। অর্থাৎ বকেয়া পরিশোধ করে ব্যবসা সংক্রান্ত দেনা-পাওনার পুরানো খাতা বন্ধ করে নতুন বছরের হিসাবের খাতা খোলা।

ঘোড়ামেলা: সোনারগাঁ থানার পেরাব গ্রামের পাশে এ মেলার আয়োজন করা হয়। লোকমুখে প্রচলিত- জামিনী সাধক নামের এক ব্যক্তি ঘোড়ায় করে এসে নববর্ষের এইদিনে সবাইকে প্রসাদ দিতেন এবং তিনি মারা যাওয়ার পর ওই স্থানেই তাঁর স্মৃতিস্তম্ভ বানানো হয়। প্রতিবছর ১ম বৈশাখে স্মৃতিস্তম্ভে সনাতন ধর্মাবলম্বীরা একটি করে মাটির ঘোড়া রাখেন এবং এখানে মেলার আয়োজন করা হয়। এ কারণে লোকমুখে প্রচলিত মেলাটির নাম ঘোড়ামেলা। এ মেলার অন্যতম আকর্ষণ হচ্ছে নৌকায় খিঁচুড়ি রান্না করে রাখা হয় এবং আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সবাই কলাপাতায় আনন্দের সঙ্গে তা ভোজন করে। শিশু-কিশোররা সকাল থেকেই উদগ্রীব হয়ে থাকে মেলায় আসার জন্য। এক দিনের এ মেলাটি জমে ওঠে দুপুরের পর থেকে। হাজারো লোকের সমাগম ঘটে। যদিও সনাতন ধর্মাবলম্বীদের কারণে এ মেলার আয়োজন করা হয়। তথাপি সব ধর্মের লোকজনেরই প্রাধান্য থাকে এ মেলায়। এ মেলায় শিশু-কিশোরদের ভিড় বেশি থাকে। মেলায় নাগরদোলা, পুতুল নাচ ও সার্কাসের আয়োজন করা হয়। নানা রকম আনন্দ উৎসব করে পশ্চিমের আকাশ যখন রক্তিম আলোয় সজ্জিত উৎসবে, যখন লোকজন অনেকটাই ক্লান্ত, তখনই এ মেলার ক্লান্তি দূর করার জন্য নতুন মাত্রায় যোগ হয় কীর্তন। এ কীর্তন চলে মধ্যরাত পর্যন্ত।

বউমেলা: ঈশা খাঁর সোনারগাঁয়ে ব্যতিক্রমী এক মেলা বসে। যার নাম 'বউমেলা'। জয়রামপুর গ্রামের মানুষের ধারণা প্রায় ১০০ বছর আগে বৈশাখের ১ম দিন শুরু হয় এই মেলা। মেলাটি পাঁচ দিনব্যাপী চলে। প্রাচীন একটি বটবৃক্ষের নিচে এই মেলা বসে। যদিও সনাতন ধর্মাবলম্বীরা সিদ্ধেশ্বরী দেবীর পুঁজো করার নিমিত্তে এখানে সমবেত হন। বিশেষ করে কুমারী, নববধূ, এমনকি জননীরা পর্যন্ত তাঁদের মনস্কামনা পূরণের আশায় এই মেলায় এসে পূজা অর্চনা করেন। সন্দেশ, মিষ্টি, ধান ও দূর্বার সাথে মৌসুমি ফলমূল নিবেদন করেন ভক্তরা। পাঠাবলির রেওয়াজও পুরানো। বদলে যাচ্ছে পুরনো অর্চনার পালা। এখন কপোত-কপোতি উড়িয়ে দেবীর কাছ থেকে শান্তির বার্তা পেতে চান ভক্তরা।

চট্টগ্রামে বর্ষবরণ: বন্দরনগরী চট্টগ্রামে বৈশাখের উৎসবের মূল কেন্দ্র ডিসি পাহাড় পার্ক। সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের আয়োজনে এখানে পুরোনে বছরকে বিদায় ও নতুন বছরকে বরণ করার জন্য দুই দিনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। মুক্তমঞ্চে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি থাকে নানা গ্রামীণ পণ্যের পশরা। থাকে পান্তা ইলিশের ব্যবস্থাও। চট্টগ্রামে সম্মিলিতভাবে বৈশাখ উদযাপনের উদ্যোগ ১৯৭৩, ১৯৭৪ ও ১৯৭৫ সালে নেয়া হয়। ইস্পাহানী পাহাড়ের পাদদেশে এই অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। প্রথম দিকে প্রত্যেক সংগঠন থেকে দুই জন করে দিয়ে একটি স্কোয়াড গঠন করা হত। সেই স্কোয়াডই সম্মিলিত সঙ্গীত পরিবেশন করত। তবে ১৯৮০ সাল থেকে সংগঠনগুলো আলাদাভাবে গান পরিবেশন শুরু করে। পরে গ্রুপ থিয়েটার সমন্বয় পরিষদ সম্পৃক্ত হওয়ার পর অনুষ্ঠানে নাটকও যুক্ত হয়েছে। নগরীর অন্যান্য নিয়মিত আয়োজনের মধ্যে রয়েছে শিশু সংগঠন ফুলকীর তিনদিন ব্যাপী উৎসব যা শেষ হয় বৈশাখের প্রথম দিবসে। নগরীর মহিলা সমিতি স্কুলে একটি বর্ষবরণ মেলা হয়ে থাকে। এই দিনের একটি পুরনো সংস্কৃতি হলো গ্রামীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন। এর মধ্যে থাকে নৌকাবাইচ, লাঠি খেলা আর কুস্তি। বাংলাদেশে এরকম কুস্তির সবচেয়ে বড় আসরটি হয় ১২ বৈশাখ, চট্টগ্রামের লালদিঘী ময়দানে। এটি 'জব্বারের বলি' খেলা নামে পরিচিত। পার্বত্য জেলায় বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার প্রধান তিনটি ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বা রয়েছে। যাদের প্রত্যেকেরই বছরের নতুন দিনে উৎসব আছে। ত্রিপুরাতে বৈশুক, মারমাদের সাগ্রাই ও চাকমাদের বিজু উৎসব। বর্তমানে তিনটি জাতিসত্ত্বা একত্রে এই উৎসবটি পালন করে। যৌথ এই উৎসবের নাম বৈসাবি। উৎসবের নানা দিক রয়েছে। এর মধ্যে একটি হলো মার্মাদের পানি উৎসব। সীমানা পেরিয়ে বাংলাদেশ এবং ভারত ছাড়াও পৃথিবীর আরো নানান দেশে বৈশাখ উদযাপিত হয়ে থাকে। ইংল্যান্ডে অবস্থানকারী প্রবাসী বাঙালিরা স্ট্রিট ফেস্টিভ্যাল (পথ উৎসব) আয়োজন করে। উৎসবটি লন্ডনে আয়োজন করা হয়ে থাকে। ইউরোপে অনুষ্ঠিত সর্ববৃহৎ এশীয় উৎসব এটি এবং বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া সর্ববৃহৎ বাঙালি উৎসবও বটে। তবে বৈশাখে বাঙ্গালি জাতি সত্ত্বার নিজস্বতা প্রকাশে অনেক সময় বিড়ম্বনা ও পাশ্চাত্যের চর্চা বর্তমানে অনেককেই ভাবিয়ে তুলেছে। সাম্প্রতিক বিচ্ছিন্ন বেশ কয়েকটি ঘটনা সাধারণের মনে উদ্বেগের কারণ হিসেবে প্রতিফলিত হয়েছে। অশুভ চিন্তা ও পদক্ষেপ যেকোন কার্যক্রমকে বাঁধাগ্রস্থ করার জন্য যথেষ্ট। যা অনাকাঙ্খিত ও অনভিপ্রেত। আমাদের সকলের উচিত একদিনের জন্য লোক দেখানো বাঙ্গালিয়ানা চর্চা না করে বরং প্রতিটি দিনের জন্য মনে প্রাণে বাঙ্গালি হওয়ার চেষ্টা করা। তবেই বাঁচবে ঐতিহ্য। মাথা উঁচু করে জানান দেবে বাঙ্গালি সংস্কৃতির অনন্যতা। শুভ দিনের প্রত্যাশা থাকুক সকলের অন্তরে। বিশ্ববাসী নব নব বিশেষণে আবিষ্কার করুক বাঙ্গালীদের।

[ইন্টারনেট থেকে তথ্য সংগ্রহ অবলম্বনে]

■ লেখক: স্কাউটার ফরহাদ হোসেন
সহ-সম্পাদক, অগ্রদূত

মুক্তিযুদ্ধের বীরত্বগাথা: ঐতিহাসিক মুজিবনগর

আমাদের দেশবাসী সুদীর্ঘ দুই শতাব্দীরও অধিককাল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ এবং পাকিস্থানের শাসনে শৃংখলিত ছিল। উপমহাদেশের জনগণ যুগ যুগব্যাপী সংগ্রামের মাধ্যমে ১৯৪৭ সালে উৎখাত করেছে বৃটিশ ও উপনিবেশিক শাসন। পরবর্তীকালে পাকিস্থান আমলে আমাদের দেশবাসী গড়ে তোলে গণতন্ত্র এবং জাতীয় স্বাধিকারের জন্য এক গৌরবময় সংগ্রাম। অবশেষে ১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল বর্তমান মেহেরপুর জেলার মুজিবনগরের বৈদ্যনাথতলা আম্রকাননে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার ঘোষণা ও শপথ গ্রহনের মাধ্যমে ত্রিশ লাখ শহীদের রক্ত আর হাজার হাজার মা-বোনের ইজ্জত, অশ্রু এবং কোটি জনতার আত্নত্যাগের সুমহান ঐতিহ্য সৃষ্টি করে এক বীরত্বপূর্ণ ৯ মাস সশস্ত্র মুক্তি সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে আমাদের দেশবাসী প্রতিষ্ঠা করেছিল স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। ২০০ বছর আগে ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশীর আম্রকাননে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার স্বাধীনতা সুর্য অস্ত যাওয়ার পর ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল আবার সেই তৎকালিন প্রাচীন জেলা নদীয়ার আর এক অংশে মেহেরপুর মুজিবনগরের আম্রকাননে স্বগর্বে আত্মপ্রকাশ করে ছিল বাংলাদেশ-এর স্বাধীনতার সুর্য। আর সেই থেকে পালিত হয়ে আসছে ১৭ এপ্রিল মুজিবনগর দিবস। এ কারণে মুজিবনগর বাংলাদেশের প্রথম রাজধানী নামে ব্যাপক পরিচিত।

ইতিহাসের পাতা থেকে: ১০ এপ্রিল ভারতের মাটিতে সরকার গঠন করলেও বৈধতার প্রশ্নে দেশের মাটিতে শপথ গ্রহণ করার জন্য প্রথমে আখাউড়া পরে চুয়াডাঙ্গা শেষে নিরাপত্তার জন্য বেছে নেওয়া হয় মেহেরপুর সিমান্তবর্তী বৈদ্যনাথ তলার আমবাগান। ১৭ এপ্রিল, শনিবার, ১৯৭১ সাল, সকাল বেলা তদানীন্তন কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুর মহকুমার বৈদ্যনাথতলা গাঁয়ের নাম বদলে গিয়ে নতুন নাম হল মুজিবনগর। বিশাল আম্যকাননের ছায়াতলে আত্মপ্রকাশ করল গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রথম প্রবাসী বিপ্লবী সরকার। নিশ্চিত হল স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশের অভ্যুদয়। তৎকালীন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি তাজউদ্দিন আহমেদ সেখানে আবেগ প্রবণ কণ্ঠে ঘোষনা করেছিলেন, পলাশীর আম্রকাননে ১৭৫৭ সালে বাংলাদেশের যে স্বাধীনতার সুর্য অস্ত গিয়েছিল আজ তার নিকটবর্তী আরেক আম্রকাননে সেই স্বাধীনতার সুর্য পুনরায় উদিত হলো। প্রকাশ্যে বাংলাদেশের মুজিবনগর মুক্তাঙ্গনে শতাধিক দেশী-বিদেশী সাংবাদিক, প্রেস ফটোগ্রাফার, বেতার ও টিভি সাংবাদিকদের সম্মুখে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষনাপত্র পাঠ ও প্রথম মন্ত্রীসভার শপথ গ্রহণের ঘটনা বাংলাদেশের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। তৎকালীন মেহেরপুর মহাকুমার এসডিও ছিলেন তৌফিক-ই-এলাহী। তিনি জানতে পারলেন ১৭ এপ্রিল ভবের পাড়ার জমিদার বৈদ্যনাথ এর আমবাগানে একটি হাই কমান্ডের সভা অনুষ্ঠিত হবে। সেই মোতাবেক মঞ্চ সজ্জাসহ সার্বিক ব্যবস্থা করলেন তিনি। নেতৃবৃন্দের জন্য আশে পাশের গ্রাম থেকে চেয়ার টেবিল আনা হলো। চেয়ার গুলো ছিল হাতল বিহীন। বর্তমানে চেয়ার টেবিলগুলো ঢাকা মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘরে সংরক্ষিত। সকাল ৮ টার দিকে প্রধান মন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ, অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, মুক্তি বাহিনীর সর্বাধিনায়ক কর্ণেল মোহাম্মদ আতাউল গনি ওসমানি, পররাষ্ট্র ও আইন মন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমেদ, স্বরাষ্ট্র, ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী, এ এইচ এম কামরুজ্জামান ও অর্থ মন্ত্রী ক্যাপ্টেন মনসুর আলীসহ নেতৃবৃন্দ মুজিবনগর পৌছালেন। কলকাতার প্রেস ক্লাব থেকে সাংবাদিকদের গাড়ির মিছিল নিয়ে মুজিবনগর পৌছাতে প্রায় চার ঘন্টা সময় লেগেছিল ঐতিহাসিক আমবাগানে পৌছাতে। আমবাগানের মাঝামাঝি পশ্চিমপ্রান্তে বর্তমানে যেখানে স্মৃতিসৌধ নির্মান করা হয়েছে। ঠিক তার মাঝখানে সভা মঞ্চ তৈরী করা হয়েছিল। যে ভিতের উপর সেদিন বাংলাদেশের পতাকা উঠানো হয়েছিল ঠিক সেখানে একটি স্তম্ভ তৈরী করা হয়েছিল। আর ঐ স্তম্ভটিকে স্মৃতিসৌধের মাঝখানে রেখে বর্তমান স্মৃতিসৌধটি নির্মাণ করা হয়েছে। প্রথমে সাদা টুপি, চেক লুঙ্গি ও সাদা শার্ট পরে স্থানীয় যুবক বর্তমানে মুজিবনগর ডিগ্রী কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক বাকের আলী পবিত্র কোরআন শরীফ থেকে তেলওয়াত করে সভার শুভ উদ্বোধন করেন। নতুন রাষ্ট্র সার্বভৌম বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত পরিবেশন করলেন প্রয়াত প্রভাষক আসাদুল ইসলাম সহ স্থানীয় মিশনারির শিল্পীবৃন্দ। জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও নবগঠিত স্থানীয় ১২ জন আনসারের বাহিনীর একটি দল কর্তৃক গার্ড অব অনার গ্রহনের পর অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম সভামঞ্চে প্রধান অতিথি হিসেবে আসন গ্রহণ করার পর অন্যান্য নেতৃবৃন্দ আসন গ্রহণ করেন। নেতৃবৃন্দের সকলের পরনে ছিল সাদা পায়জামা ও পাঞ্জাবি। একমাত্র পররাষ্ট্র মন্ত্রীর পরনে ছিল গাঁঢ় রং এর লম্বা কোর্ট প্যান্ট এবং টুপি। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সাবেক মন্ত্রী আব্দুল মান্নান এম.এন.এ। তিনি প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে তথ্য, প্রচার ও বেতারের দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন। অধ্যাপক মোহাম্মদ ইউসুফ আলী (সাবেক মন্ত্রী) বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষনা পত্র পাঠ করলেন ও শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করলেন। বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হলেন শেখ মুজিবুর রহমান, তবে তাঁর অনুপস্থিতিতে উপ-রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়ীত্ব নিলেন। প্রধান মন্ত্রীর দায়ীত্ব পেলেন তাজউদ্দীন আহমেদ, মুক্তি বাহিনীর সর্বাধি নায়ক কর্ণেল মোহাম্মদ আতাউল গনি ওসমানী, খন্দকার মোস্তাক আহমেদ পররাষ্ট্র ও আইন মন্ত্রী এবং ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী অর্থ মন্ত্রীর অস্থায়ী দায়ীত্ব পেলেন। শপথ গ্রহনের পর প্রথমে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম সংক্ষিপ্ত ভাষন দিলেন। এভাবে অন্যান্য নেতৃবৃন্দের বক্তব্য শেষে প্রধান মন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ ৮ পৃষ্ঠার এক বিবৃতি পাঠ করলেন এবং ঐ স্থানে বৈদ্যনাথ তলার নাম রাখলেন মুজিবনগর। বিবৃতিতে তিনি উল্লেখ করলেন ইয়াহিয়া খান গণ হত্যা চালিয়ে নিজেই পাকিস্থানের কবর খুঁড়েছেন। বাংলাদেশের নতুন সরকারকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য জনবহুল রাষ্ট্র বাংলাদেশ বিশ্ব সভায় স্থান করে নেবেই। প্রধান মন্ত্রীর ভাষন শেষে বাংলার ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে নাম লেখা হলো ভবের পাড়ার বৈদ্যনাথতলা থেকে মুজিবনগরের। গঠিত হলো মুজিবনগর সরকারের প্রথম রাজধানী ও মুক্তিযুদ্ধের সুতিকাগার।

শপথের স্থান বৈদ্যনাথতলা কেন: তৎকালিন নেতারা বিশ্বকে দেখাতে চেয়েছিলেন যে, বাংলাদেশের বুকেই বাংলাদেশের সরকার গঠিত হয়েছে এবং বাংলার মাটি থেকেই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। তাছাড়াও স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রশ্নে এ অঞ্চলের আপসহীন মনোভাব এবং পাকিস্থানী হানাদার বাহিনীকে তীব্র প্রতিরোধের মুখে রাখাকে তৎকালীন সরকারের নেতারা গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেছিলেন। সেই ফলশ্রুতিতে বৈদ্যনাথতলাকে নিরাপদ হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছিল নিম্ন লিখিত কারনে– প্রথমত: মেহেরপুর সদর থেকে বেশ দুরে বৈদ্যনাথতলার অবস্থান। এখান থেকে যোগাযোগের ব্যবস্থা ছিল খুব খারাপ। সড়ক পথে হানাদার বাহিনী আক্রমণ করতে চাইলে সময় লাগবে

এবং তাদের প্রতিরোধ করা সহজ হবে। দ্বিতীয়ত: বৈদ্যনাথতলা থেকে ভারতের কলকাতা পর্যন্ত সরাসরি যাতায়াতের জন্য প্রশস্ত রাস্তা ছিল, যা প্রথম সরকার এবং দেশ-বিদেশের সাংবাদিকদের শপথ গ্রহন স্থানে আসা-যাওয়াকে নিরাপদ ও শঙ্কামুক্ত করেছিল। তৃতীয়ত: বৈদ্যনাথতলা ভারত সীমান্ত এলাকা থেকে দুরত্ব মাত্র ১০০ গজের মতো। শপথ গ্রহনের বিষয়টি হানাদার বাহিনী আগাম জেনে প্লেন হামলার চেষ্টা করলে তা কার্যকর করতে পারবে না। কেননা বৈদ্যনাথতলাকে টার্গেট করে বোমা হামলা করতে হলে ভারতের আকাশসীমার মধ্যে ঢুকতে হবে, যা আন্তর্জাতিক আকাশ সীমা লঙ্ঘন করবে। এমন ঝুঁকি পাকিস্থান সরকার নেবে না বলেই স্থানটিকে উপযুক্ত ও নিরাপদ মনে করা হয়েছে।

স্মৃতি সৌধের অবকাঠামোর ইতিহাস: স্বাধীনতার সুতিকাগার-এই ঐতিহাসিক স্থানটিকে বাঙ্গালীর নিকট চির স্মরণীয় ও গৌরবোজ্জ্বল করে রাখার জন্য স্বাধীনতার পরপরই ১৯৭৪ সালের ১৭ এপ্রিল মুজিবনগর স্মৃতি মিউজিয়ামের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তদানীন্তন মাননীয় শিল্পমন্ত্রী সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং একই দিনে বঙ্গবন্ধু তোরনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন তদানীন্তন মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী। এরপর স্থানটিতে দীর্ঘদিন কোন উন্নয়ন মুলক কার্যক্রম গ্রহন করা হয়নি। পরবর্তীতে ১৯৮৭ সালে তৎকালীন এরশাদ সরকার সেখানে মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ এবং রেষ্ট হাউজ নির্মাণ করেন। এরশাদ সরকার ক্ষমতায় আসার পরে মুজিবনগরের উন্নয়নের কাজ শুরু হয়। সে আমলে ১৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৩ স্তম্ভ বিশিষ্ট একটি স্মৃতি সৌধ নির্মীত হয় । ৩৯.৩৭ একর জমির উপর প্রায় ১৩০০টি বৃক্ষ শোভিত আম্রকাননের নিরিবিলি সবুজ শান্ত পরিবেশে এক গর্বিত অহংকার নিয়ে মাথা উচুঁ করে দাঁড়িয়ে আছে স্মৃতিসৌধটি। ২৩টি কংক্রিটের ত্রিকোণ দেয়ালের সমন্বয়ে উদীয়মান সূর্যের প্রতিকৃতিকে পটভূমি করে মুজিবনগর স্মৃতিসৌধটি নির্মীত হয়েছে। গত ৩৭ বছরে চড়ায় উৎরায় পেরিয়ে বৈদ্যনাথতলার সেই আম্রকাননকে ঘিরে গড়ে উঠেছে মুজিবনগর কমপ্লেক্স। ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত এই ২৩টি বছর পাকিস্থানীদের নিপীড়ন, শোষন আর নির্যাতনের প্রতীক এই ২৩টি স্তম্ভ, পাশাপাশি বীর বাঙ্গালীর ক্রমবর্ধমান প্রতিরোধের প্রতীক এই ২৩টি দেয়াল। ১৬০ ফুট ব্যাসের গোলাকার স্তম্ভের অর্ধাংশের উপর নির্মীত বেদীকে কেন্দ্র করে ভূতল থেকে ৩ ফুট ৬ ইঞ্চি উচচতায় দেয়ালগুলী দন্ডায়মান। সমকোণী ত্রিভূজ আকৃতির দেয়াল প্রথমটির উচচতা ৯ ফুট এবং দৈর্ঘ্য ২০ ফুট। পরবর্তীতে প্রতিটি দেয়াল ক্রমাগত উচচতায় ৯ ইঞ্চি এবং দৈর্ঘ্য ১ ফুট করে বৃদ্ধি পেয়ে ২৩তম দেয়ালের উচ্চতা হয়েছে ২৫ ফুট ৬ ইঞ্চি এবং দৈর্ঘ্য ৪২ ফুট। গোলাকার বেদী ভূতল থেকে নিম্নে উচ্চতায় ৩টি চত্বরে বিভক্ত। প্রথমটির ভূমি থেকে ২ ফুট ৬ ইঞ্চি, দ্বিতীয়টি ৩ ফুট এবং তৃতীয়টি ৩ ফুট ৬ ইঞ্চি। ২ ফুট ৬ ইঞ্চি উচ্চতার বেদীটিতে অসংখ্য গোলাকার বৃত্ত দ্বারা স্বাধীনতা যুদ্ধে ৩০ লক্ষ শহীদের স্মৃতিচিহ্ন প্রতিফলিত করা হয়েছে। ৩ ফুট উচ্চতার অপর বেদীটির অসংখ্য নুড়ি পাথর মুক্তিযদ্ধকালীন সাড়ে সাত কোটি ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামী জনতার প্রতীক। যেখানে প্রথম বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার শপথ গ্রহণ করেছিলেন, স্মৃতিসৌধের বেদীতে সেই স্থানকে লাল সিরামিক ইট দিয়ে আয়তকার রণক্ষেত্র চিহিত করা হয়েছে। স্মৃতিসৌধের বেদীতে আরোহনের জন্য রয়েছে একটি র‍্যাম্প ও বের হবার জন্য ৯টি সিঁড়ি, যা ৯ মাসের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রতীক।

মেহেরপুর স্মৃতিসৌধের নকসা করেন ইঞ্জিনিয়ার তানভীর কবির: মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি মানচিত্রের নির্দিষ্ট কোন নক্সাকারক নেই। সরকারের পক্ষ থেকে গণপূর্তমন্ত্রণালয় বুয়েটের ডিজাইন ও আর্কিটেক্ট বিভাগ এবং চারুকলা একাডেমিকে এই মানচিত্রের ডিজাইন করার দায়িত্ব দেন। এরপর এই দুই বিভাগের ১০/১২ জন ডিজাইন বিশেষজ্ঞ মানচিত্রের ডিজাইন করে গণপূর্তমন্ত্রণালয়কে দিলে এই মন্ত্রণালয় টেন্ডারের মাধ্যমে মানচিত্রের কাজ শুরু করে।

মানচিত্রের বর্তমান অবস্থা: নির্মিত গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ও তার অবস্থা: শত শত কোটি টাকা ব্যায়ে এখানে নানা অবকাঠামো উন্নয়ন সহ মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক বাংলাদেশের স্মৃতি মানচিত্র ও জাদুঘর নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়াও এখানে কিছু বহুতল আধুনিক ভবন নির্মান হয়েছে ১১ বছর আগে। যেমন, পর্যটন মটেল ও শপিং মল, শিশু পল্লী, মসজিদ, পোস্ট অফিস ও টেলিফোন অফিস। এছাড়াও আভ্যন্তরীন রাস্তা ও হেলিপ্যাড এবং ৬ দফা ভিত্তিক গোলাপ বাগান যেগুলি রক্ষনাবেক্ষন ও সংস্কারের অভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে পর্যটনমোটেলের আসবাবপত্র, জানালা দরজা নষ্ট হয়ে গেছে। একেবারেই মরে শুকিয়ে গেছে কোটি টাকা ব্যয়ে ৬ দফা ভিত্তিক মনোরম গোলাপ বাগান।

নির্মিত মানচিত্র ও জাদুঘরে যা কিছু আছে: এখানে নির্মিত সবুজ বুকের উপর উঠে এসেছে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক বাংলাদেশের স্মৃতি মানচিত্র। মানচিত্রের বুকে মুক্তিযুদ্ধের ১১ টি সেক্টরকে পৃথক করে দেখানো হয়েছে মুক্তিযুদ্ধে পাক সেনাদের হাতে উল্লেখযোগ্য ধ্বংসযজ্ঞ। তার মধ্যে তুলে ধরা হয়েছে মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে দেশের বেনাপোল, বনগাঁও, বিরল, নেত্রকোনা সহ বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে ভারতের উদ্দেশ্যে শরনার্থী গমন, হার্ডিঞ্জ ব্রীজ ধ্বংস, আসম আব্দুর রবের পতাকা উত্তোলন, শাহজাহান সিরাজের ইশতেহার পাঠ, শালদাহ নদীতে পাকবাহিনীর সাথে মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মুখ যুদ্ধ, কাদেরীয়া বাহিনীর জাহাজ দখল ও যুদ্ধ, পাক বাহিনীর সাথে কামালপুর, কুষ্টিয়া ও মীরপুরের সন্মুখ যুদ্ধ, শুভপুর ব্রীজের দুপাড়ের মুখোমুখি যুদ্ধ, চালনা ও চট্টগ্রাম বন্দর ধ্বংস, পাহাড়তলী ও রাজশাহীতে পাক বাহিনীর হত্যাযজ্ঞ, জাতীয় শহীদ মিনার ধ্বংস, জাতীয় প্রেস ক্লাবে হামলা, সচিবালয়ে আক্রমন, রাজারবাগ পুলিশ লাইন ও জগন্নাথ হলের ধ্বংসযজ্ঞ, তৎকালীন ইপিআর পিলখানায় আক্রমন, রায়ের বাজার বধ্যভূমি, বুদ্ধিজীবি হত্যার বিভিন্ন চিত্র। এছাড়া মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের মধ্যে আছে তৎকালীন সেনাপ্রধান, উপপ্রধান, বীর উত্তম, বীর বিক্রম, জাতীয় চার নেতা, তারামন বিবি ও সেতারা বেগমের মূর্তমান ছবি সহ ব্রঞ্চের তৈরী ২৯ টি অবক্ষ ভাস্কর, জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ৩০ নেতার তৈলচিত্র রয়েছে। যা কিছু দেখলে বুঝা যাবে মুক্তিযুদ্ধে পাক বাহিনীর বর্বরতা, মুক্তিযোদ্ধাদের সাহসী অবদান ও জীবনবাজি এবং মুক্তিযুদ্ধে তৎকালীন নেতাদের দেশপ্রেম। কিন্তু আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন না হওয়ায় নির্মানের ৫ বছর পরও এই ঐতিহাসিক মূহুর্তগুলির মূর্তমান নিদর্শন গুলি সর্বসাধারণের জন্য আজও খুলে দেয়া হয়নি।

বর্হিরাংশ সাজানো হয়েছে যেভাবে: মানচিত্রের বাইরে বড় ম্যুরালে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ, ২৫ মা র্চের কালো রাত্রির হত্যাযজ্ঞ, পাক বাহিনীর হাতে নারী নির্যাতন ও সম্ভ্রমহানী, মুক্তিযোদ্ধাদের বাড়িতে অগ্নি সংযোগ, ৭১ এর ১৭ এপ্রিল এই মুজিবনগরে দেশের প্রথম সরকারের শপথ ও সালাম গ্রহণ, মেহেরপুরের স্থানীয় ১২ আনসার সদস্য কর্তৃক প্রথম সরকার প্রধান সৈয়দ নজরুল ইসলাম সহ সরকার প্রধানদের গার্ড অব অনার প্রদান, সিলেটের তেলিয়াপাড়ায় ১১ জন সেক্টর কমান্ডারদের গোপন বৈঠক, মুক্তিযুদ্ধে সেক্টর কমান্ডারদের সেক্টর বন্টন সভা ছাড়াও অরোরা নিয়াজী ও একে খন্দকারের উপস্থিতিতে পাক বাহিনীর আত্বসর্মপনের চিত্র নির্মিত ভাস্কর্যে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। যেগুলি (লাইফ সাইজের) মানুষ সমান আকৃতির।

■ লেখক: মো. আবু লায়েছ লাবলু
প্রধান শিক্ষক, বন্দর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
মেহেরপুর সদর, মেহেরপুর

আত্মকথা

লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল

■ পূর্ব প্রকাশের পরঃ

নাচ

নাচ আমার খুব প্রিয়। আমি সবসময় বিশ্বাস করি নাচ শিখতে গিয়ে আমি যা চর্চা করেছি তা আমাকে রোডেশিয়ার মতোপো পাহাড়ে মাতাবেলি যোদ্ধাদের দূরে রাখতে সাহায্য করেছিল। নাচ আমার পায়ের ভারসাম্য রক্ষা করা ও পরিচালনার সুযোগ দিয়েছিল। তাই মাতাবেলিদের আক্রমণের সময় এক পাথর থেকে অন্য পাথরে লাফিয়ে যাওয়া নিশ্চিত ছিল। মাতাবেলিরা ছিল সমতলের লোক। তারা এ ধরনের পরিস্থিতিতে অভ্যস্ত ছিল না। তারা কষ্টে পাহাড়ে আরোহণ করে আর হোঁচট খেয়ে খেয়ে আমার পেছনে ধাওয়া করে শুধুই পরিশ্রম করেছে। তাই স্কাউটিংয়ে নাচ কাজে লেগেছে দরকারি প্রস্তুতির জন্য।

বিদ্যালয় সংগীতঃ যন্ত্রসংগীত

চার্টার হাউস বিদ্যালয়ে থাকার সময় আমি বিউগল বাদক হিসেবে ক্যাডেট দলে যোগ দিয়েছিলাম। তখন আমি ব্যান্ডে শিঙা বাজাতাম এবং অর্কেস্ট্রাতে ভায়োলিন বাজাতাম। আমাদের অর্কেস্ট্রায় এমন একটা সুন্দর পদ্ধতি ছিল, যাতে প্রত্যেকেই অংশগ্রহণের সুযোগ পেত।

আমি যখন সেনাবাহিনীতে যোগদান করলাম তখন এ শিক্ষা থেকে দুটো দরকারি ফল পেলাম। ব্যান্ডসংগীত চর্চার ফলে আমি ব্যান্ডে যথেষ্ট দক্ষ হয়ে উঠলাম। ফলে ব্যান্ড-মাষ্টারের সঙ্গে আমার প্রায়ই খিটিমিটি লেগে যেত। তবুও তিনি যখন ছুটিতে থাকতেন তখন আমি তাঁর স্থান দখল করতাম এবং আমাদের বাহিনীর অর্কেস্ট্রা পরিচালনা করতাম।

তাছাড়া বিউগল বাজাতে অভ্যস্থ হওয়ায় আমি নিজস্ব বিউলের সুর তুলতেও সক্ষম চিলাম। তাই বাহিনীকে আদেশ দানের সময় আমি তাৎক্ষণিকভাবে বিউলে সুর তুলে ফেলতাম। অন্য কোনো বাদককে বলার দরকার পড়ত না।

বিদ্যালয়ে কণ্ঠ যন্ত্রসংগীতে আমার এই প্রাথমিক উদ্যোগ আমার পরবর্তী জীবনে বেশ কাজে লেগেছিল।

হোম সুইট হোম

চার্টার হাউস বিদ্যালয়ে জন হুলা ছিলেন আমাদের গানের মাস্টার। আমি যেদিন প্রথম বিদ্যালয়ে গিয়েছিলাম সেদিনই তিনি আবিষ্কার করলেন যে, তাঁর মতই আমার চড়া-গলা।

জন হুলা এবং তাঁর গানের কথা বলতে গিয়ে একজন সুপরিচিত সংগীতজ্ঞ পাউলো টোস্টির কথা মনে পড়ল। তিনি প্রায়ই আমাদের বাড়ি আসতেন। যদিও তাঁর গলা ভাল ছিল না এবং গানে তাঁর আবেগও যথেষ্ট ছিল না, তবুও তাঁর গানে আমরা আনন্দ পেতাম।

আমি মনে করি, এডেলিন পেটির সে অতুলনীয় গান 'হোম সুইট হোম' যারা শুনেছিল আমি তাদের একজন।

জনতার মাঝে গান গাওয়া থেকে অবসর নেওয়া অনেক দিন পর একবার তাঁর বাড়ীতে নৈশাভোজে আমরা তাঁকে গান গাওয়ার অনুরোধ জানালাম। তখন তাঁর গানের গলা অনেকটা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তুব তিনি আমাদের বিস্মিত করলেন। তাঁর গান শেষে আমরা নিশ্চুপ হয়ে রইলাম। এই গানের গীতিকারকে খুব কম লোকই জানেন। আমি একাধিকবার তাঁর কবর দেখেছি। তিউনিসের এক সড়কের ধারে কিছুটা জনবহুল গোরস্থানে তা অবস্থিত। পাইনি ছিলেন আমেরিকান দূতাবাসের একজন কেরানি।

তিনি অজানাভাবেই মারা গেছেন। কিন্তু তাঁর গান বেঁচে আছে। সংগীতের শাসন কখনও কখনও পৃথিবীকে ছাড়িয়ে যায়। তা বিশ্ব ভ্রহ্মান্ডকে প্রভাবিত করে। এই শব্দ আর গতির যুগে তা শেষ হয়ে যাওয়া কথা। তবে জাজ সংগীতে ড্রাম এসে তাকে রক্ষা করেছে। জাজসংগীত এই ড্রামের অস্তিত্ব কিছু অনুভব করা যায়।

মেলবার ড্রামবাদক

ড্রামের কথা বলতে গেলে অস্ট্রেলিয়ায় মেলবার চমৎকার বাড়ির কথা মনে হয়। সেখানে অন্যান্য অভিজ্ঞতার সঙ্গে একটি বয় স্কাউট দল পরিদর্শনের অভিজ্ঞতাও হয়েছিল। আমাকে তখন বলা হয়, দলে এমন একজন আছে যে দেবদূতের মত ড্রাম বাজাতে পারে। আমার মনে হয়েছিল দেবদূতের কথাটা বাহুল্য মাত্র। কিন্তু ছেলেটি যখন বাজনা শুরু করল তখন আমি প্রথম বারের মত বুঝতে পারলাম যে, এটা শুধু হাতের চাপড় দেওয়া নয় বা সংগীত নয়, এটা একটা চমৎকার বাজনা।

শিল্পচর্চার উপকারিতা

আগের কথাগুলো থেকে ধারণা হতে পারে যে আমার শিল্পচর্চা তেমন উন্নত মানের নয়। ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলছি।

আমি কমিকগান বা অভিনয় বা নাচের ভূমিকা পালনের পক্ষে যে কথা বলেছি তাতে আমাকে ধোকাবাজ হিসেবে শ্রেণীভুক্ত করা যায়। তখন হয়ত বলা হবে, আপনার কি কোনো আত্মমর্যাদা নেই।

কিন্তু আমার কোনো আফসোস নেই। আমি হোরেস ওয়ালপোলের

কথায় জোর দিয়ে বলতে পারি। তিনি বলেছেন- 'হেলাফেলা করে মাঝে মধ্যে বাজে গান গাওয়া রাজার জন্যও অশোভন নয়'।

এখানেও এমন হয়েছে। আমার ভাল মন্দ রুচির ব্যাপার আমি যে খোলাখুলি সব স্বীকার করেছি তার জন্য আমাকে ক্ষমা করবেন। এগুলো আমার সৈনিক জীবন, স্কাউটিং আর সুখী জীবনযাপনের জন্য কাজে লেগেছে। আমি আগেই বলেছি, সুখ কেবল জীবনের ভাল দিক বা প্রকৃতির সৌন্দর্য ও বিস্ময় থেকেই আসে না, বরং অনেক বেশি আসে অপরকে সুখী করার মাধ্যমে।

আমার শিল্পচর্চার অনেকটা অনেকের কাছে তুচ্ছ মনে হতে পারে, কিন্তু তা অপরের প্রয়োজনের সময় বিনোদন সময় বিনোদন দেওয়ার ব্যাপারে অকাজের ছিল না।

খেলা-ধুলা ও শিকার

আমি একবার রুডয়ার্ড কিপলিংকে অনুরোধ করেছিলাম তাঁর জঙ্গলের গল্পে দুটি বিশাল বন্য চরিত্র যোগ করার জন্য। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁর জাঙ্গল বুকে সে চরিত্র দুটো বাদ পড়েছে। তারা হল বন্য শূকর ও এক ধরনের বুনো হাঁস। দুটোই ছিল বিশিষ্ট চরিত্রের প্রাণী।

বন্য শূকরকে গুরুত্ব দিয়ে জঙ্গলের রাজা বলা উচিত। সে এমন একটি পশু যাকে সম্ভবত গন্ডার ছাড়া আর কেউ মোকাবিলা করতে পারে না। সে যখন কোনো গর্তে পানি পান করার জন্য নিচে নেমে আসে তখন বাঘ মহিষ ও হাতিসহ সব পশু চোরের মত পালিয়ে যায়। মনে হয় তারা যেন খুব তৃষ্ণার্ত নয়। অথবা অন্য কোথাও তাদের পানি পান করলেও চলবে। সেটা তার দুর্গন্ধ বা মুখের লালার জন্য নয়। বরং সেটা তার জঘন্য দাঁতের জন্য। সে-ই একমাত্র প্রাণী যে কারও দিকে প্রথমে বিক্ষুব্ধ না হয়ে অগ্রসর হয়। কারণ সেই একমাত্র পশু যে স্বভাবতই ভয়ঙ্কর।

আফ্রিকার মহিষ বা কানাডার বাইসনও ভয়ঙ্কর। কিন্তু বন্য শূকর সবসময় কোনো না কোনোভাবে বিরক্তিকর।

বন্য শূকর খুব সাহসী ও শক্তিশালী। ঘোড়ার মতই দ্রুতগামী। ঘোড়া যেখানে লাফ দিতে পারে সেও সেখানে লাফ দিতে পারে। সে পা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে। তার শরীর পেশিবহুল। নদীতে সাঁতরাতে সে দ্বিধা করে না। এমনকি নদীতে কুমির থাকলেও তার ভয় নেই। সে মনে করে চাষীরা তরমুজ, আখ আর শস্য উৎপাদন করে কেবল তার গোগ্রাসে খাওয়ার জন্য। সে ব্যাপকভাবে তা করেও থাকে। কোনো লোক যদি তাকে বাধা দেয় তাহলে তাকে আঘাত করে মাটিতে ফেলে তার ভয়ঙ্কর দাঁত দিয়ে ভুঁড়িটা বের কওে ফেলতে চায়।

এই প্রাণীটিকে আমরা ভারতে ঘোড়ার চড়ে বর্শা দিয়ে শিকার করেছি। শূকর শিকারের মত উত্তোজনাকর বা মূল্যবান প্রশিক্ষণ আর কোনো শিকারে লাভ করা যায় না।

শিকার

তিন চার জন অশ্বারোহী মিলে এক একটি দল গঠন করা হয়। খেদানোর লোকেরা জঙ্গলের গর্ত থেকে তাড়িয়ে শূকরকে বের করে আনে । তখন অশ্বরোহী দল তার পেছনে ধাওয়া করে। তবে প্রথমে মাইল খানেক তারা পেছনেই পড়ে থাকে। সেই শিকারিই প্রথম গৌরবের অধিকারী হয় যে প্রথম তাকে বর্শায় বিদ্ধ করে। তবে শূকর যখন দেখে যে শিকারি তাকে পার হয়ে যাচ্ছে তখন সে পাশে সরে যায় অথবা চারদিকে ঘুরতে থাকে। হয়ত বা শিকারিকে হামলা করে।

ঠিকমত বর্শা বিদ্ধ না হলে শূকর আরও হিংস্র হয়ে ওঠে। তখন উভয় পক্ষের আক্রমণ প্রবল হয়। এক্ষেত্রে শূকর অনেক সময় পরাজিত নাও হতে পারে।

দাঁতের দ্রুত ও কার্যকর প্রয়োগের বিস্ময়কর ক্ষমতা আছে শূকরের। অনেক ঘোড়া শূকর শিকার করতে গিয়ে পায়ে মারাত্মকভাবে জখম হয়েছে।

ভারতীয় রাজকুমার ও অশ্বারোহী বাহিনীর অধিনায়কদের মধ্যে অনেক ভাল শূকর-শিকারী রয়েছেন। ক্রীড়াজগতের এই ক্ষেত্রটির কারণে আমাদের ব্রিটিশ ও ভারতীয় বাহিনীর কর্মকর্তাদের মধ্যে ভাল বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে।

শূকর শিকারে একজন বড় ব্যক্তিত্ব ছিলেন লর্ড উইলিয়াম বেরেসফোর্ড। তিনি তখন ভাইসরয়ের সামরিক সচিব। আমার মনে আছে, একবার সাহারনপুরে এক প্রতিযোগিতায় একটি শূকর তাড়া করার সময় একজন সাধারণ লোককে প্রায় মেরেই ফেলেছিলেন।

অনুশীলনী মাঠের চারদিকে শক্ত খুঁটি ও বেড়া দিয়ে ঘেরাও করা ছিল ।তার ছিল একটা কাঠের দরজা। তিনি যে শূকরটিকে তাড়া করছিলেন সেটা বেড়া ডিঙানোর বদলে দরজা দিকে ছুটে এসে নিচের কাঠটি ভেঙে দরজা উপড়ে ফেলল। বেরেসফোর্ডের ঘোড়া এর ওপর লাফিয়ে উঠল। আর তিনি রাস্তার ওপর ছিটকে পড়লেন।

বেরেসফোর্ড ছিলেন একজন আইরিশ। তাঁর কোনো ক্ষতি হল না।

■ চলবে।

■ অনুবাদক: মরহুম অধ্যাপক মাহবুবুল আলম
প্রাক্তন জাতীয় কমিশনার, বাংলাদেশ স্কাউটস

পিএস মূল্যায়ন ক্যাম্প ২০১৬

স্কাউটিং জীবনে সাধারণত ক্যাম্প বলতে বোঝায় এক ঝাঁক তরুণের প্রাণোচ্ছল সমাগম মিলনমেলা। যেখানে একে অপরের সাথে মিলে আনন্দের মাধ্যমে কর্ম সম্পাদন করে, খেলার ছলে অজানা বিষয় শেখে, নতুনে নতুনে মিলে তৈরী করে বন্ধুত্ব। কিন্তু এ আবার কেমন ক্যাম্প? সবাই বইয়ের পাতা ওল্টাতে ব্যস্ত! চোখে-মুখে চিন্তার ছাপ। কেমন যেন উদ্বিগ্নতা আর তাড়না সকলকে করে রেখেছে তটস্থ। কথায় কথায় চটপট সম্মতি 'জ্বী জনাব' আর দাঁড়ানো, হাঁটা কিংবা বসা সবসময়ই ছিল 'স্কাউট সালাম' দিয়ে সম্মান জানানোর এক মনোমুগ্ধকর ভ্রাতৃত্ববোধের বহিঃপ্রকাশ। ব্যক্তিগত ও স্কাউট দক্ষতা প্রদর্শনের মাঝে এমন করেই শাল-গজারী ঘেরা মৌচাকে চলে প্রেসিডেন্ট'স স্কাউট অ্যাওয়ার্ড প্রার্থীদের মূল্যায়ন ক্যাম্প ২০১৬। বাংলাদেশ স্কাউটসের স্কাউট বয়সীদের সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড যথাক্রমে - 'প্রেসিডেন্ট'স স্কাউট'। সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তির লক্ষ্যে যে ক্যাম্পে আগমন, যে অ্যাওয়ার্ড মহামান্য রাষ্ট্রপতি প্রদান করেন, যে অ্যাওয়ার্ডের ফলে স্কাউট কার্যক্রমে যুক্ত থাকার আগ্রহ হয় আরো বেগবান, তা যেকোন ক্যাম্প বা সমাবেশ থেকে মানের দিক থেকে স্বতন্ত্র ও বিশেষ গুণসম্পন্ন হতে বাধ্য।

৩০ মার্চ হতে ০২ এপ্রিল, ২০১৬ পর্যন্ত গাজীপুরের মৌচাকে অবস্থিত বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয় - জাতীয় পর্যায়ের প্রেসিডেন্ট'স স্কাউট অ্যাওয়ার্ড প্রার্থীদের মূল্যায়ন ক্যাম্প। ক্যাম্পের উদ্বোধনী সেশনে জাতীয় কমিশনার, প্রোগ্রাম ও ক্যাম্প চীফ- স্কাউটার মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম খান বলেন 'অ্যাওয়ার্ড কাউকে দেয়া যায় না। অর্জন করে নিতে হয়। আশা করি তোমরা তোমাদের অর্জিত জ্ঞান ও নৈপুন্যতা প্রদর্শন করতে সমর্থ্য হবে। তবে শুধু অ্যাওয়ার্ড অর্জন করলেই হবে না সবাইকে ভাল মানুষ হতে হবে। প্রেসিডেন্ট'স স্কাউট অ্যাওয়ার্ড প্রার্থীদের মূল্যায়ন ক্যাম্পের কো-অর্ডিনেটর ও জাতীয় উপ-কমিশনার (প্রোগ্রাম), স্কাউটার মো. আবু হান্নান বলেন 'ক্যাম্পের দু'টি অংশ যথাক্রমে - মূল্যায়নকারী ও অ্যাওয়ার্ড প্রার্থী, তবে উদ্দেশ্য এক। তা হল- অভীষ্ঠ লক্ষ্যে পৌঁছা। মূল্যায়ন ক্যাম্পের কো-অর্ডিনেটর ও জাতীয় উপ-কমিশনার (প্রোগ্রাম), স্কাউটার এডভোকেট খান মো. পীর-ই-আযম আকমল বলেন 'দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত সেরা স্কাউটদের মিলন মেলায় আছি আমরা। তোমাদের সকল কাজে প্রমান করবে তোমরাই সেরা'।

প্রেসিডেন্ট'স স্কাউট (পিএস) মূল্যায়ন ক্যাম্পঃ ১৩৪ জন গার্ল-ইন-স্কাউট সহ মোট ৫৫২ জন পিএস অ্যাওয়ার্ড প্রার্থীকে ভাগ করা হয়েছিল ৩০টি উপদলে। আর প্রতিটি উপদলের দায়িত্বে ছিলেন একজন করে দক্ষ কাউন্সিলর। যাঁরা অ্যাওয়ার্ড প্রার্থীদের আচার-ব্যবহার ও দলীয় শৃঙ্খলাবোধকে পর্যবেক্ষণ করেছেন খুব কাছ

এক নজরে
প্রেসিডেন্ট'স স্কাউট (পিএস) অ্যাওয়ার্ড প্রার্থীদের মূল্যায়ন ক্যাম্প-২০১৬

পিএস অ্যাওয়ার্ড প্রার্থী	: ৫৮৯ জন (উপস্থিত ৫৫২ জন)
মূল্যায়নকারী	: ৭০ জন
ক্যাম্প অফিসিয়াল	: ১৫ জন
ইউনিট লিডার	: ১৩১ জন
অভিভাবক	: ১১ জন
স্বেচ্ছাসেবক রোভার স্কাউট	: ১৫ জন
সাপোর্ট স্টাফ	: ৩০ জন

পিএস মূল্যায়ন ক্যাম্পে অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

থেকে। উপদলগুলোর নাম ছিল- মোহনচূড়া, নীলকান্ত, মাছরাঙ্গা, পাপিয়া, শ্যামা, ফিঙ্গে, কোকিল, টিয়া, চন্দনা, ধনেশ, কবুতর, সারস, দোয়েল, বসন্তবৌরী, ময়ূর, পানকৌড়ি, চড়ুই, ময়না, কোয়েল, কাকাতুয়া, ঘুঘু, বক, শালিক, টুনটুনি, বুলবুলি, মুনিয়া, বাবুই, ডাহুক, কাঠঠোকরা ও তিতির। সদস্য, স্ট্যান্ডার্ড, প্রোগ্রেস, সার্ভিস ও পিএস এর জন্য ৩টি করে ১৫টি; ব্যক্তিগত সাক্ষাতকারের জন্য ১০টি ও ব্যক্তিগত দক্ষতা প্রদর্শনের জন্য ৫টি সহ মোট ৩০টি স্টেশনের মধ্যে ৭টি স্টেশনে গিয়ে একজন স্কাউটকে তার দক্ষতা প্রদর্শন করতে হয়েছে। স্টেশনগুলোতে বাদ যায়নি কোন কিছু। ব্যাজ ভিত্তিক দক্ষতা ও পারদর্শিতাসহ প্রায় সকল বিষয়েই নেওয়া হয়েছে অ্যাওয়ার্ড প্রার্থীদের যোগ্যতা ও দক্ষতার নমুনা। অ্যাওয়ার্ড প্রার্থীদের থাকতে হয়েছে তাঁবুতে। স্বল্প সময়ের মধ্যেই দলীয় উপস্থাপনা তৈরী করতে হয়েছে তাঁবু জলসায় উপস্থাপনের জন্য। ব্যস্তময় সময়েও হেরফের হয়নি 'ক্যাম্প সিডিউল'। প্রতিকূল আবহাওয়া থাকলেও নির্ধারিত সময় মেনে দলীয়ভাবে উপস্থিত হতে হয়েছে এক স্টেশন হতে আরেক স্টেশনে।

অভিভাবক ও স্কাউট লিডার: বিগত বছরের ন্যায় এবারের পিএস ও মূল্যায়ন ক্যাম্পে অ্যাওয়ার্ড প্রার্থীদের স্কাউট লিডারদের ক্যাম্পে অবস্থানের অনুমতি প্রদান করা হয়। এতে করে তাঁরা মূল্যায়ন কর্মকান্ডের সাথে যুক্ত হতে না পারলেও ক্যাম্পে অবস্থান করে কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা মেনে মূল্যায়নের বিষয়াদি দূর থেকে অবলোকন করতে পেরেছেন।

ক্যাম্প ফায়ার: মূল্যায়ন ক্যাম্পের দ্বিতীয় দিন, বৃহস্পতিবার। পিএস অ্যাওয়ার্ড প্রার্থীদের মূল্যায়ন প্রক্রিয়া প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পৃথক পৃথক এলাকায় পরিচালিত হলেও তাঁবু জলসা একসাথে মনযূর উল করীম অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। এতে ক্যাম্প চীফ, কো-অর্ডিনেটর, মূল্যায়নকারীসহ স্কাউট লিডার ও অভিভাবকরা উপস্থিত ছিলেন। স্বল্প সময়ের প্রস্তুতিতে প্রতিটি উপদল মনোমুগ্ধকর দলীয় নাচ, গান ও অভিনয় প্রদর্শন করে।

ক্যাম্প সমাপনি: মূল্যায়ন ক্যাম্পের ৩য় দিন, শুক্রবার। সকল অ্যাওয়ার্ড প্রার্থীর মুখের উদ্বিগ্নতার ছাপ কেটে চোখে-মুখে ক্লান্তি দৃশ্যমান। অনেকের প্রশ্ন- কবে পাওয়া যাবে 'কাঙ্খিত ফলাফল'। অভিজ্ঞতা ব্যক্তকরণ পর্বে সদালাপী, আন্তরিকতা ও দক্ষতার জন্যে বারবারই প্রশংসিত হয়েছেন শাখা ভিত্তিক দায়িত্বপ্রাপ্ত মূল্যায়নকারীরা। সুচারুরূপে মূল্যায়ন ক্যাম্প পরিচালনার জন্য প্রোগ্রাম বিভাগকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন অনেকেই। প্রোগ্রাম বিভাগ থেকেও সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানানো হয়েছে। মূল্যায়ন ক্যাম্পের ৪র্থ দিন শনিবার সকালে অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তির প্রত্যাশা নিয়ে সকলেই নিরাপদে ফিরেছে স্বজনদের কাছে। যা অ্যাওয়ার্ড প্রার্থীদের পরবর্তী যেকোন প্রতিযোগিতামূলক মূল্যায়নে সাহসের সঞ্চার ঘটাবে।

সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড অর্জনকারীদের সংগঠনে যুক্ত হওয়ার হাতছানি: বিশ্বব্যাপী সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড অর্জনকারীদের সংগঠন হলো- Association of Top Achiever Scout বা ATAS। আর বাংলাদেশ স্কাউটস হতে সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড অর্জকারীদের সংগঠন হলো- Bangladesh- Association of Top Achiever Scout বা B-ATAS। এই ক্যাম্পে দক্ষতার স্বাক্ষর রেখে যারা পিএস অ্যাওয়ার্ড অর্জন করবে তারা এই দুটি সংগঠনের সদস্য হতে পারবে। সাধারণত প্রতিটি জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ের ক্যাম্প বা সমাবেশে এই সংগঠনের সদস্যদের নিয়ে রি-ইউনিয়ন আয়োজন করা হয়ে থাকে। এছাড়া অনেক সময় সাধারণ সভা, বিশেষ দিবস উদযাপন ও কার্যক্রমে অংশগ্রহণের মত কর্মকান্ডও গ্রহণ করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় সদর দফতরে যোগাযোগ করলে সহজেই দুটি সংগঠনের সদস্য হওয়া যায়। তবে বড় প্রাপ্তির কথা হলো- যাঁরা পিএস ও পিআরএস অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেন তাঁদের নামের তালিকা মৌচাক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে মার্বেল পাথরে খোদাই করে লেখা থাকে। যা একজন মানুষের জীবনে বেশ গুরুত্ব বহন করে এবং সৃজনশীল কাজ করতে অনুপ্রেরণা যোগায়। তবে সবশেষে নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে স্কাউট আন্দোলন একজন স্কাউটের জীবনকে আত্মবিশ্বাস ও সৃজনশীলতার মননে বদলে দেয় চমৎকারভাবে। পিএস হল প্রতিটি স্কাউটের সর্বোচ্চ আরাধনা যা অর্জন করতে তারা হয়ে থাকে ব্যাকুল। স্কাউট প্রোগ্রামে সন্নিবেশিত কার্যক্রমের ভিত্তিতে (তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক) পিএস অ্যাওয়ার্ড অর্জনের সম্মান স্কাউটিং জীবনে স্বীকৃতি স্মারক হিসাবে কাজ করে এবং তা ভবিষ্যত জীবনে পথ চলতে অফুরন্ত প্রেরণা দেয়। প্রোগ্রামে সন্নিবেশিত সকল বিষয়াদি সম্পন্ন হওয়ার পরেও সামান্য অসচেতনতার জন্য অনেকেই অভীষ্ট গন্তব্যে পৌঁছতে পারেনা। ফলে সমগ্র স্কাউটিং জীবনের লালিত স্বপ্ন নিঃমিষেই চূর্ণ হয়ে যায়। যে কারণে অনেকেই স্কাউটিংকে তথা পিএস অ্যাওয়ার্ডকে কিংবা অ্যাওয়ার্ডীদের দোষারোপ করেন 'আঙ্গুর ফল টক' প্রবাদের মতই। যা নিঃসন্দেহে অস্কাউট সুলভ আচরণ এবং অনাকাঙ্খিত।

স্কাউট আন্দোলন শুধু অ্যাওয়ার্ড অর্জনের পথ না হয়ে বরং লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল অনুশ্রিত পন্থায় চৌকষ, সাবলীল ও সু-নাগরিক গড়ার প্রত্যয়ে বিকশিত হোক। গড়ে ওঠুক হিংসা-বিভেদ মুক্ত সুন্দর ভবিষ্যত। যেখানে ন্যায়বোধ, জাগ্রত বিবেক, স্বস্তি আর ভ্রাতৃত্ববোধ একে অপরের সাথে বন্ধুত্ব করবে।

■ প্রতিবেদক: মুহাম্মদ আবু সালেক
পরিচালক (প্রোগ্রাম), বাংলাদেশ স্কাউটস

কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী ও পরিচালকগণ

এপিআর কনসালটেন্সি ভিজিট
সুপারিশমালা বাস্তবায়ন বিষয়ক কর্মশালা

বাংলাদেশ স্কাউটস এর অ্যাডাল্ট রিসোর্সেস বিভাগের আয়োজনে ৭ থেকে ৮ এপ্রিল ২০১৬ বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় সদর দফতরে এপিআর কনসালটেন্সি ভিজিট, বাংলাদেশ এর সুপারিশমালা বাস্তবায়ন বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালা পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন প্রফেসর মো. সায়েদুর রহমান, জাতীয় কমিশনার (অ্যাডাল্ট রিসোর্সেস), বাংলাদেশ স্কাউটস। কর্মশালায় বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় সদর দফতরের প্রফেশনাল স্কাউট এক্সিকিউটিভ, জাতীয় অ্যাডাল্ট রিসোর্সেস কমিটির সদস্য, বিভিন্ন অঞ্চলের সম্পাদক, আঞ্চলিক উপ কমিশনার, আঞ্চলিক পরিচালক, প্রতিশ্রুতিশীল উডব্যাজার ও রোভারসহ ৬২ জন অংশগ্রহণ করেন।

কর্মশালার উদ্বোধনঃ বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রধান জাতীয় কমিশনার ও সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ড. মো. মোজাম্মেল হক খান প্রধান অতিথি হিসেবে কর্মশালার উদ্বোধন করেন। তিনি বলেন সুপারিশমালা বাস্তবায়নে সকলকে সম্মিলিতভবে কাজ করতে হবে। এই সুপারিশমালা বাংলাদেশ স্কাউটসের জন্য যতটুকু উপযোগী এবং বাস্তবায়নের যৌক্তিক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। পরিকল্পনা মাফিক জাতীয় সদর দফতর থেকে ইউনিট পর্যায় পর্যন্ত বাস্তবায়ন করতে হবে। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন প্রফেসর মো. সায়েদুর রহমান, জাতীয় কমিশনার (অ্যাডাল্ট রিসোর্সেস), বাংলাদেশ স্কাউটস। শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন প্রফেসর ডা. মোহাম্মদ সৈয়দুল ইসলাম মল্লিক; সভাপতি, জাতীয় অ্যাডাল্ট রিসোর্সেস কমিটি ও জনাব ফেরদৌস আহমেদ, জাতীয় উপ কমিশনার (মেম্বারশীপ গ্রোথ), বাংলাদেশ স্কাউটস। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন জনাব মো. মজিবর রহমান মান্নান, নির্বাহী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), বাংলাদেশ স্কাউটস।

কি নোট পেপার উপস্থাপনঃ কর্মশালায় কি নোট পেপার উপস্থাপন করেন প্রফেসর ডা. মোহাম্মদ সৈয়দুল ইসলাম মল্লিক, সভাপতি, জাতীয় অ্যাডাল্ট রিসোর্সেস কমিটি, বাংলাদেশ স্কাউটস।

প্রথম সেশনঃ How to implement the recommendation of "APR Consultancy Visit, Bangladesh" এই বিষয়ের উপর বিস্তারিত আলোচনা করেন প্রফেসর ডাঃ মোহাম্মদ সৈয়দুল ইসলাম মল্লিক, সভাপতি, জাতীয় অ্যাডাল্ট রিসোর্সেস কমিটি, বাংলাদেশ স্কাউটস।

দ্বিতীয় সেশনঃ "Code of Conduct" and "Appraisal System" এই বিষয়ের উপর বিস্তারিত আলোচনা করেন প্রফেসর ডাঃ মোহাম্মদ সৈয়দুল ইসলাম মল্লিক, সভাপতি, জাতীয় অ্যাডাল্ট রিসোর্সেস কমিটি, বাংলাদেশ স্কাউটস।

তৃতীয় সেশনঃ "Sectional Objectives of Youth Programme" এই বিষয়ের উপর বিস্তারিত আলোচনা করেন জনাব মো. মজিবর রহমান মান্নান, নির্বাহী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), বাংলাদেশ স্কাউটস।

চতুর্থ সেশনঃ "National Training Scheme" এই বিষয়ের উপর বিস্তারিত আলোচনা করেন জনাব মো. মহসিন, জাতীয় কমিশনার (প্রশিক্ষণ), বাংলাদেশ স্কাউটস।

গ্রুপ আলোচনাঃ এপিআর কনসালটেন্সি ভিজিট, বাংলাদেশ এর সুপারিশমালা বাস্তবায়ন করার কৌশল এবং বিভিন্ন অঞ্চলে আগামী কর্ম পরিকল্পনা বিষয়ে গ্রুপ আলোচনার আয়োজন করা হয়। এই পর্ব পরিচালনা করেন জনাব ফেরদৌস আহমেদ, জাতীয় উপ কমিশনার (মেম্বারশীপ গ্রোথ), বাংলাদেশ স্কাউটস এবং সহায়তা করেন জনাব মো. আরিফুজ্জামান, জাতীয় উপ কমিশনার (অ্যাডাল্ট রিসোর্সেস)। গ্রুপ আলোচনা শেষে সুপারিশসমূহ উপস্থাপন করা হয়।

সমাপনীঃ প্রফেসর মো. সায়েদুর রহমান, জাতীয় কমিশনার (অ্যাডাল্ট রিসোর্সেস), বাংলাদেশ স্কাউটস সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে কর্মশালার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

■ **অগ্রদূত প্রতিবেদন**

মেম্বারশীপ গ্রোথ বিষয়ক জাতীয় মূল্যায়ন ওয়ার্কশপ

বাংলাদেশ স্কাউটস, মেম্বারশীপ গ্রোথ বিভাগের ব্যবস্থাপনায় ৭ এপ্রিল ২০১৬ বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় সদর দফতরের শামস হলে দিনব্যাপী মেম্বারশীপ গ্রোথ বিষয়ক তৃতীয় জাতীয় মূল্যায়ন ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ স্কাউটস এর সকল অঞ্চলের প্রতিনিধিগণ ও রোভার স্কাউটসসহ মোট ৭১ জন এই ওয়ার্কশপে যোগদান করেন।

প্রধান জাতীয় কমিশনার ড. মো. মোজাম্মেল হক খানকে ওয়ার্কশপের স্যুভেনির প্রদান করছেন জাতীয় উপ কমিশনার (গ্রোথ)

সকাল ৯:৩০ মিনিটে মেম্বারশীপ গ্রোথ বিষয়ক তৃতীয় জাতীয় মূল্যায়ন ওয়ার্কশপের শুভ উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর কোষাধ্যক্ষ জনাব মো. আব্দুস সালাম খান, বিশেষ স্কাউট ব্যক্তিত্ব হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব সরোয়ার মোহাম্মদ শাহরিয়ার, জাতীয় কমিশনার (জনসংযোগ ও মার্কেটিং)। ওয়ার্কশপের অংশগ্রহণকারীদের 'Growth, Quantity, Quality, Retention' নামে মোট ৪টি গ্রুপে ভাগ করে দেয়া হয়। অংশগ্রহণকারীগণ গ্রুপ ভিত্তিক সকল সেশনে অংশগ্রহণ করেন।

সকালে ওয়ার্কশপের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা করেন জাতীয় উপ কমিশনার (মেম্বারশীপ গ্রোথ) জনাব ফেরদৌস আহমেদ, 'বিশ্ব স্কাউট সংস্থা ও বাংলাদেশ স্কাউটস এর গ্রোথ প্লান' বিষয়ক সেশন পরিচালনা করেন জাতীয় উপ কমিশনার (আন্তর্জাতিক) জনাব মোহাম্মদ আতিকুজ্জামন, 'স্কাউট সদস্য বৃদ্ধির প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে করণীয়' বিষয়ক সেশন পরিচালনা করেন নির্বাহী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) জনাব মো. মজিবর রহমান মান্নান এবং 'স্ট্রাটেজিক প্লানিং সম্পর্কে ধারণা' বিষয়ক সেশন পরিচালনা করেন যুগ্ম নির্বাহী পরিচালক (প্রশিক্ষণ) জনাব আরশাদুল মুকাদ্দিস। মধ্যাহ্ন বিরতির পর আঞ্চলিক প্রতিনিধিগণ স্ব স্ব অঞ্চলের ২০১৪ ও ২০১৫ সালের সদস্য বৃদ্ধির হার উপস্থাপন করেন এবং অংশগ্রহণকারীবৃন্দ তা পর্যালোচনা করেন। এর পর অংশগ্রহণকারীবৃন্দ অঞ্চলভিত্তিক নিজের অঞ্চলের ২০১৬ সালের গ্রোথ টার্গেট ৮% বৃদ্ধির পরিকল্পনা প্রস্তুত করে উপস্থাপন করেন।

ওয়ার্কশপে নিম্নোক্ত সুপারিশ গ্রহণ করা হয়-

১. ইউনিট লিডারদের মান উন্নয়ন (উচ্চতর প্রশিক্ষণ, কার্যকর যোগাযোগ), দায়িত্ব সচেতনতা বৃদ্ধি এবং যথাযথ মূল্যায়ন (অ্যাওয়ার্ড প্রদান, বিভিন্ন ইভেন্ট/ওয়ার্কশপে দেশে-বিদেশে অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান) করা।

২. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র/ছাত্রী প্রতি স্কাউট ফি এর হার বৃদ্ধি এবং স্কাউট তহবিল পৃথকীকরণ নিশ্চিত করা।

৩. সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন স্তর থেকে ইউনিট, উপজেলা, জেলা, ও অঞ্চল এর কার্যক্রম নিয়মিত পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যকরভাবে অব্যাহত রাখা।

৪. ২০২১ সালে মেম্বারশীপ গ্রোথের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের স্বার্থে সকল সরকারি-বেসরকারি প্রাথমিক, মাধ্যমিক, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় এর পাশাপাশি বিশেষভাবে কিন্ডারগার্টেন, ইংলিশ মিডিয়াম, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়, পার্বত্য জেলা/অনগ্রসর/সুবিধাবঞ্চিত শিশু ও কমিউনিটিতে পূর্ণ সংখ্যক সদস্য নিয়ে স্কাউট দল গঠনের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৫. প্রতি জেলা-উপজেলায় নিজস্ব স্কাউট ভবন স্থাপন/উন্নয়ন ও জেলা পর্যায়ে একজন করে সহকারি পরিচালক নিয়োগ নিশ্চিত করা।

বিকাল ৫:০০ টায় বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রধান জাতীয় কমিশনার ড. মো. মোজাম্মেল হক খান আনুষ্ঠানিকভাবে মেম্বারশীপ গ্রোথ বিষয়ক তৃতীয় জাতীয় মূল্যায়ন ওয়ার্কশপের সমাপনী ঘোষনা করেন। সমাপনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় কমিশনারবৃন্দ, জাতীয় উপ কমিশনারবৃন্দ এবং প্রফেশানল স্কাউট এক্সিকিউটিভগণ উপস্থিত ছিলেন।

■ প্রতিবেদক: শর্মিলা দাস
সহকারী পরিচালক (মেম্বারশীপ গ্রোথ)
বাংলাদেশ স্কাউটস

'এগ্রি রোভার্স' এর তিনযুগ উদযাপন

ঢাকার প্রাণকেন্দ্র শেরেবাংলা নগরে অবস্থিত ''শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় রোভার স্কাউট গ্রুপ'' বা সংক্ষেপে ''এগ্রিরোভার্স'' এর তিনযুগ পুর্তি দিনব্যাপী নানা আয়োজনের মাধ্যমে গত ২৩ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে উদযাপিত হয়েছে। এ উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস সাজানো হয়েছিল বর্ণিল সাজে। তিনযুগের কয়েকশত পুরাতন আর নতুন রোভার স্কাউটদের দিনব্যাপী মিলনমেলায় মূখরিত ছিল এই স্মৃতি বিজড়িত রোভার ডেন, আমবাগান আর অডিটোরিয়াম। পুরাতন রোভারবৃন্দ স্মৃতিচারণে ফিরে পেয়েছিল জীবনের অনেক মধুময় ঘটনা। রোভার লিডার আর রোভার স্কাউটগন বিভেদ ভুলে একাকার হয়ে অনুষ্ঠান আয়োজন এবং উপভোগ করেছেন।

এগ্রিরোভার্স এর তিনযুগ উদযাপন উপলক্ষে একটি মনোরম স্মরণিকা প্রকাশিত হয়েছে। স্মরণকিায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ এর মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ আবদুল হামিদ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খাঁন এমপি, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এর মেয়র আনিসুল হক, কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ এর সভাপতি কৃষিবিদ আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম এমপি, বাংলাদেশ স্কাউটস এর সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রীর মূখ্যসচিব মো. আবুল কালাম আজাদ, বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রধান জাতীয় কমিশনার ও সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ড. মো. মোজাম্মেল হক খান বিশেষ বাণী প্রদান করেছেন।

সকাল দশটায় আগারগাঁওয়ে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা কর্মসুচীর উদ্বোধন করেন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এর মেয়র আনিসুল হক। সেখানে রোভার স্কাউটবৃন্দ ঝাড়ু দিয়ে রাস্তার ময়লা-আবর্জণা পরিস্কার কাজে অংশগ্রহণ করেন। সকাল এগারোটায় পুরাতন ও বর্তমান রোভার, রোভার লিডার, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর শাদাত উল্লাহ, উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. মোঃ শহীদুর রশীদ ভুইয়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অনুষদের ডিন, রোভার লিডার বৃন্দ, শিক্ষকমন্ডলী একযোগে বর্ণাঢ্য আনন্দ র‍্যালীতে অংশগ্রহণ করেন। এসময় শান্তির প্রতীক কবুতর উড়িয়ে দিনব্যাপী কর্মসূচীর শুচনা হয়।

বেলা বারোটায় অডিটোরিয়ামে আলোচনা পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। মধ্যাহ্ন বিরতির পরে অডিটোরিয়ামে পুরাতন রোভারদের নিয়ে স্মৃতিচারণ এবং র‍্যাফেল ড্র অনুষ্ঠিত হয়। পুরাতন রোভারগণ তাদের মনের মণিকোঠায় জমেথাকা অনেক ঘটনার স্মৃতিচারণ করেন। স্মৃতিচারণ এবং র‍্যাফেল ড্র অনুষ্ঠানে পুরাতন রোভারদের মধ্যে এগ্রিরোভার্স এর প্রতিষ্ঠাতা সিনিয়র রোভার মেট এবং বর্তমানে বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় কমিশনার কৃষিবিদ এস,এম, শাহরিয়ার, সাবেক সিনিয়র রোভার মেট এবং বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় কমিশনার কৃষিবিদ মাহমুদুল হক বাবলু এবং সাবেক সিনিয়র রোভার মেট ও বাংলাদেশ স্কাউটস এর সাবেক জাতীয় উপ-কমিশনার কৃষিবিদ আবদুল আউয়াল বুলবুলসহ অনেকে অংশগ্রহন করেন। সন্ধ্যে বেলায় রোভারদের পরিবেশনায় জমকালো ক্যাম্পফায়ার ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয় যা উপস্থিত সুধীবৃন্দ উপভোগ করেন।

বিশেষ স্কার্ফ, ওয়াগেল, স্মারক ক্রেস্ট, টি-শার্ট, ক্যাপ, ব্যাগ ইত্যাদি অনুষ্ঠানকে আরো সৌন্দর্যমন্ডিত করেছে। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের লাইটিং মনে থাকবে চিরদিন। ক্যাম্পাসের ঐতিহ্যবাহী আমবাগানে প্রদর্শনী পল্লী পুরাতন রোভারদের অনেক স্মৃতি জারগরিত করেছে। পুরাতন রোভারদের রোভার ডেনে আড্ডা দেয়া দেখে নতুন ও বর্তমান রোভারবৃন্দ হয়ত ভেবেছিল রোভার ডেন বড় ভাইয়েরা দখল করে নিয়েছে। এছাড়া তিনবেলা আপ্যায়ন এর কথা সবাই মনে রাখবে। সবমিলে এক সুন্দর আয়োজনে উদযাপিত হলো এগ্রিরোভার্স এর তিনযুগ অনুষ্ঠান।

এগ্রিরোভার্স এর পূর্বেকার কিছু কথা না বললেই নয়। ১৯ মার্চ ১৯৮০ সাল, শুধুমাত্র একটি দিন কিংবা তারিখ নয়, তৎকালীন বাংলাদেশ কৃষি ইনস্টিটিউটের জন্য একটি স্মৃতিময় ঐতিহাসিক সময়। এস,এম শাহরিয়ার এর উদ্যোগে কয়েকজন উদ্যোগী ছাত্র মিলে নানাবিধ প্রতিকুলতার মাঝে এই প্রতিষ্ঠানে রোভার স্কাউট দল গঠন করেন। ২৪ জন সম্পূর্ণ নতুন ছাত্র নিয়ে এগ্রি রোভার্সের অগ্রযাত্রা শুরু হয়। ১৯৮০ সালে ঢাকা জেলা রোভার এর ৩৫তম রোভার দল হিসাবে এগ্রিরোভার্স কার্যক্রম শুরু করে। রোভার দলের ১ম রোভার ক্যাম্প চট্টগ্রামের কাপ্তাই কলেজ প্রাঙ্গনে আয়োজন করা হয়েছিল। এগ্রিরোভার্স এর কার্যক্রমে বাংলাদেশ কৃষি ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ, শিক্ষকমন্ডলী, কর্মচারীবৃন্দ সর্বোপরি সাধারণ ছাত্র/ছাত্রীবৃন্দের মাঝে আশানুরুপ সাড়া পাওয়ায় ৩৯তম রোভার দল হিসাবে এগ্রিরোভার্সের ২য় দল চালু করা হয়। বর্তমানে ছেলেদেও দুটি এবং মেয়েদের ১টি রোভার ইউনিট চালু আছে। রোভার দল গঠনের পর দলের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য তেমন কোন তহবিল ছিল না। কিন্ত রোভার দলের সদস্যদের অক্লান্ত পরিশ্রম আর সেবামূলক কাজের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ দিয়েই রোভার দলের কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। গাড়ীর হেড লাইট রং করা এবং প্রতিষ্ঠানের এগ্রোনমি ডিপার্টমেন্টের খামারের শস্য কাটা থেকে অর্জিত অর্থ দিয়ে রোভাররা দলের কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। এগ্রিরোভার্স এর রোভারদের মধ্য থেকে ঢাকা জেলা রোভার এর সম্পাদক, বাংলাদেশ স্কাউটস এর কয়েকজন জাতীয় উপ-কমিশনার, ২জন জাতীয় কমিশনার হিসাবে স্কাউটিংয়ে নের্তৃত্ব প্রদান করেছেন এবং এখনও করছেন।

■ প্রতিবেদক: কৃষিবিদ আবদুল আউয়াল বুলবুল
সাবেক সিনিয়র রোভার মেট, এগ্রিরোভার্স

নেতানিয়োগ

একজন কাব স্কাউট বা স্কাউটকে জানতে হয় ইউনিট পরিচালনায় ইউনিট লিডারকে কিভাবে কাব স্কাউট ও স্কাউট সদস্যরা সহযোগিতা করে। এবারের সংখ্যায় প্রশিক্ষণ গ্রহণ শেষে কীভাবে নেতা নিয়োগ করা হয় আলোচনা করা হলো।

কাব স্কাউট শাখা: ছয় বছরের বেশি ও এগার বছরের কম বয়সের বালক/বালিকা নিয়ে কাব স্কাউট ইউনিট কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকেন। সাধারণত 'দ' থেকে চারটি ষষ্ঠক (সিক্স) নিয়ে একটি কাব স্কাউট ইউনিট হয়। চারের অধিক ষষ্ঠকে (সিক্স) হলে একাধিক ইউনিট গঠন করতে হয়। প্রত্যেক ষষ্ঠকে (সিক্স) একজন ষষ্ঠক নেতা, একজন সহকারী ষষ্ঠক নেতা ও চার জন কাব স্কাউট থাকবে।

ষষ্ঠক নেতা: ষষ্ঠকের (সিক্সার) কার্যক্রম পরিচালনায় সুষ্ঠু নেতৃত্ব দানের জন্য কাব স্কাউট লিডার প্রত্যেক ষষ্ঠক (সিক্স) থেকে দক্ষ, অভিজ্ঞ ও চটপটে একজন কাব স্কাউটকে ষষ্টক নেতা (সিক্সার) নিয়োগ করেন। ষষ্ঠক নেতা বিধান অনুসারে ষষ্ঠক নেতা ব্যাজ পরিধান করবে।

সহকারী ষষ্ঠক নেতা: ষষ্ঠক নেতার কার্যাবলী পরিচালনায় সহায়তাদান এবং তার অনুপস্থিতিতে ষষ্ঠকের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য তার সংঙ্গে আলোচনাক্রমে কাব স্কাউট লিডার ষষ্ঠকের অবশিষ্টদের মধ্য থেকে দক্ষ, অভিজ্ঞ ও চটপটে একজন কাব স্কাউটকে সহকারী ষষ্ঠক নেতা নিয়োগ করবেন। সহকারী ষষ্ঠক নেতা বিধান অনুসারে সহকারী ষষ্ঠক নেতা ব্যাজ পরিধান করবে।

ষষ্ঠক নেতা পরিষদ: সংশ্লিষ্ট দলের কাব স্কাউট লিডার, সহকারী কাব স্কাউট লিডার, ষষ্ঠক নেতা এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সহকারী ষষ্ঠক নেতাদের নিয়ে ষষ্ঠক নেতা পরিষদ গঠিত হয়। অভন্তরীণ প্রশাসন এবং কাব স্কাউট কার্যক্রম পরিচালনায় নেতৃত্বদানের প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন ষষ্ঠক নেতা পরিষদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। কাব স্কাউট লিডার এ পরিষদের সভাপতি ও সহকারী কাব স্কাউট লিডার এর সম্পাদক থাকেন।

সিনিয়র ষষ্ঠক নেতা: কাব স্কাউট লিডার ও সহকারী কাব স্কাউট লিডারদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দান ও ষষ্ঠক নেতাদের সঙ্গে কাব স্কাউট লিডারদের যোগসূত্র রক্ষার জন্য ষষ্ঠক নেতা পরিষদের সাথে আলোচনা ক্রমে কাব স্কাউট লিডার একজন সিনিয়র ষষ্ঠক নেতা (সিনিয়র সিক্সার) মনোনীত করেন। সিনিয়র ষষ্ঠক নেতাবিধান অনুসারে সিনিয়র ষষ্ঠক নেতা ব্যাজ পরিধান করবে।

স্কাউট শাখা: এগার বছরের বেশি ও সতের বছরের কম বয়সের বালক/বালিকা নিয়ে স্কাউট ইউনিট কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকেন। সাধারণত 'দ' থেকে চারটি উপদল (প্যাট্রোল) নিয়ে একটি স্কাউট ইউনিট হয়। চারের অধিক উপদল হলে একাধিক ইউনিট গঠন করতে হয়। প্রত্যেক উপদলে একজন উপদল নেতা, একজন সহকারী উপদল নেতা ও চার থেকে ছয়জন স্কাউট থাকবে।

উপদল নেতা: উপদল কার্যক্রম পরিচালনা, উপদল পতাকা বহন ও উপদল সদস্যদের বিভিন্ন স্কাউটকলায় ব্যবহারিক সাহায্য সহ নেতৃত্বদানের জন্য স্কাউট লিডার প্রত্যেক উপদল থেকে দক্ষ, অভিজ্ঞ ও নেতৃত্বদানে সক্ষম স্কাউটকে নিয়ম মোতাবেক উপদল নেতা (প্যাট্রোললিডার) নিয়োগ করবেন। উপদল নেতাগণ বিধান অনুসারে উপদল নেতা ব্যাজ পরিধান করবে।

সহকারী উপদল নেতা: উপদল নেতার কার্যাবলী পরিচালনায় সহায়তাদান এবং তার অনুপস্থিতিতে উপদল কার্যক্রম পরিচালনার জন্য স্কাউট লিডারের অনুমোদন ক্রমে উপদল নেতা তার সহকারী উপদল নেতা নির্বাচন করবে। সহকারী উপদল নেতা বিধান অনুসারে সহকারী উপদল নেতা ব্যাজ পরিধান করবে।

উপদল পরিষদ: উপদলের সদস্যদের নিয়ে উপদল পরিষদ গঠিত হবে। উপদল নেতা পরিষদের সভাপতি ও সহকারী উপদল নেতা সম্পাদক হবে। স্কাউট প্রোগ্রামের যাবতীয় কার্যক্রম ও অভ্যন্তরীণ প্রশাসনিক কার্যক্রম উপদল পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরিচালিত হবে।

সিনিয়র উপদল নেতা: ইউনিটের কার্যক্রম পরিচালনায় স্কাউট লিডার ও সহকারী স্কাউট লিডারকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দান এবং ইউনিটের উপদল নেতাদের সঙ্গে স্কাউটারের যোগসূত্র রক্ষার জন্য উপদল নেতা পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে স্কাউট লিডার সিনিয়র উপদল নেতা নিয়োগ করবেন। সিনিয়র উপদল নেতা উপদল নেতা পরিষদের সভাপতিত্ব করবে এবং সকল অনুষ্ঠানে ইউনিট পতাকা বহন করবে। সিনিয়র উপদল নেতা বিধান অনুসারে সিনিয়র উপদল নেতা ব্যাজ পরিধান করবে।

উপদল নেতা পরিষদ: ইউনিটের সকল উপদল নেতার সমন্বয়ে উপদল নেতা পরিষদ গঠিত হবে। সিনিয়র উপদল নেতা পরিষদের সভাপতি ও পরবর্তী সিনিয়র উপদল নেতা সম্পাদক হবে। স্কাউট লিডার ও সহকারী স্কাউট লিডারগণ এ পরিষদের উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করবেন। ইউনিটের অভ্যন্তরীন প্রশাসন ও স্কাউট প্রোগ্রাম সম্পর্কিত কার্যক্রম এ পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরিচালিত হবে।

■ লেখক: আওলাদ মারুফ
সহ-সম্পাদক, অগ্রদূত, বাংলাদেশ স্কাউটস

নতুন যুগে বিচার বিভাগ

২ মার্চ ২০১৬ সিলেটের ২০টি আদালতে বিচারকদের হাতে লেখা সাক্ষ্যগ্রহণের পদ্ধতি বদলে Digital Evidence Recording-এর উদ্বোধন করা হয়। এ পদ্ধতি উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে নতুন যুগে পা রাখে দেশের বিচার বিভাগ। ফৌজদারি ও দেওয়ানি মামলায় বিচার প্রক্রিয়ার শুরু থেকেই সাক্ষীর সাক্ষ্য হাতে লিখে লিপিবদ্ধ করতেন বিচারকরা। উপমহাদেশে বিচার বিভাগের ইতিহাসে এভাবেই তারা সাক্ষ্যগ্রহণ করে আসছিলেন। সাক্ষীর সাক্ষ্যগ্রহণের পর চলে জেরা। আসামিপক্ষের আইনজীবীরা দীর্ঘ সময় ধরে সাক্ষীকে জেরা করেন। আর এ জেরাও বিচাকদেরকে হাতে লিখে লিপিবদ্ধ করতে হয়। ফলে প্রচুর সময় ব্যয় হয়। এছাড়া বাদী বা আসামিপক্ষও নানা সময়ে অভিযোগ করে থাকেন যে, যথাযথভাবে সাক্ষ্যগ্রহণ লিপিবদ্ধ হয়নি।

বিদেশিদের নাগরিকত্ব ফি দ্বিগুণ

২১ মার্চ ২০১৬ মন্ত্রিসভা জাতীয় শিল্পনীতি সংক্রান্ত আইন অনুমোদন করে। নতুন এ শিল্পনীতি অনুযায়ী কোনো বিদেশি নাগরিককে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব নিতে হলে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে ১০ লাখ মার্কিন ডলার জমা দিতে হবে। ২০১০ সালের শিল্পনীতিতে এর পরিমাণ ছিল ৫ লাখ ডলার। এছাড়া কোনো স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বাংলাদেশে ২০ লাখ মার্কিন ডলার স্থানান্তরের মাধ্যমে কোনো বিদেশি নাগরিকত্ব পেতে পারেন। আগের শিল্পনীতিতে যা ছিল ১০ লাখ মার্কিন ডলার। পাঁচ বছরের জন্য কোনো বিদেশি বাংলাদেশে বৈধভাবে বসবাস করতে চাইলে, এর জন্য তাদের ফি দিতে হতো ৭৫ হাজার ডলার। বর্তমানে এর জন্য ফি দিতে হবে দুই লাখ মার্কিন ডলার।

বাণিজ্য পোর্টাল চালু

১৩ মার্চ ২০১৬ 'বাংলাদেশ বাণিজ্য বাতায়ন' বা Bangladesh Trade Portal নামের একটি ওয়েবসাইট আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করা হয়। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে তৈরি এ বাণিজ্য পোর্টালে পণ্য রপ্তানি ও আমদানি সম্পর্কিত সব প্রাসঙ্গিক তথ্যের হালনাগাদ সংস্করণ পাওয়া যাচ্ছে। এ ওয়েবসাইটে আমদানি করা পণ্যের ওপর আরোপিত শুল্ক, বিভিন্ন অনুমোদন, লাইসেন্স এবং কাস্টমস ক্লিয়ারেন্সের জন্য আবেদনের পদ্ধতিসহ রপ্তানি ও আমদানি-সংক্রান্ত যে কোনো তথ্যের বিস্তারিত রয়েছে।

WCIT ২০২১ : আয়োজক বাংলাদেশ

তথ্যপ্রযুক্তি খাতে বিশ্বের সবচেয়ে বড় আন্তর্জাতিক ইভেন্ট World Congress on Information Technology (WCIT)। ১১ মার্চ ২০১৬ অস্ট্রেলিয়ার ক্যানবেরায় World Information Technology & Services Alliance(WITSA)-এর পরিচালনা পরিষদের সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ পরিচালকদের ভোটে আয়োজক দেশ হিসেবে বাংলাদেশের প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং ২০২১ সালে WCIT আয়োজনের জন্য বাংলাদেশকে স্বাগতিক দেশ হিসেবে মনোনীত করা হয়। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল অস্ট্রেলিয়া। ২০২১ সালের আয়োজক দেশ নির্বাচনের ভোটাভুটিতে মোট ২৭ জন পরিচালক অংশ নেয়। WITSA-এর বিশেষজ্ঞ কমিটি ২০২০ সাল পর্যন্ত WCIT অনুষ্ঠানের জন্য বিভিন্ন দেশকে আগেই নির্বাচন করে রেখেছে।

DTH সেবা চালুর ঘোষণা

ক্যাবল সংযোগ ছাড়াই স্যাটেলাইট টিভি দেখার উন্নত প্রযুক্তি হচ্ছে Direct To Home (DTH)। সম্প্রতি দেশের প্রথম প্রতিষ্ঠান হিসেবে এ সেবা চালুর ঘোষণা দেয় বেক্সিমকো কমিউনিকেশন্স লিমিটেড (BCL)। রিয়েল ভিউ ব্র্যান্ড নামে সেবাটি চালু করবে প্রতিষ্ঠানটি। এপ্রিলে বাণিজ্যিকভাবে এ সেবার বিপণন কার্যক্রম শুরু হবে। দর্শকদের টিভি দেখার অভিজ্ঞতায় আমূল পরিবর্তন আনবে এ সেবা। প্রচলিত অ্যানালগ ক্যাবল টিভির তুলনায় রিয়েল ভিউয়ের মাধ্যমে উন্নত ছবি ও শব্দ উপভোগ করতে পারবে দর্শক। এবিএস স্যাটেলাইট বিম প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে শুরুতে মেট্রোপলিটন এলাকাগুলোয় এ সেবা দেয়া হবে। পর্যায়ক্রমে সার দেশে তা ছড়িয়ে দেয়া হবে।

মোবাইলে শেয়ারবাজার

৯ মার্চ ২০১৬ দেশের প্রধান পুঁজিবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (DSE) মোবাইলে অ্যাপ্লিকেশন 'ডিএসই মোবাইল'-এর উদ্বোধন করা হয়। সেবাটি চালুর ফলে মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে বিনিয়োগকারীরা এখন থেকে নিজেদের স্মার্টফোন ব্যবহার করে নিজেরাই শেয়ার কেনাবেচা করতে পারবেন। এছাড়া নিজের পোর্টফোলিওর অবস্থা জানতে পারবেন। এছাড়া নিজের পোর্টফোলিওর অবস্থা জানতে এবং বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ার দর পর্যবেক্ষণ করতে পারবেন। এমনকি পছন্দের শেয়ার ক্রয়ের মনস্থির করলে যে দরে শেয়ারটি কিনতে চান তা নির্ধারণ করে দিলে নির্দিষ্ট ঐ দরে শেয়ারদর উঠলে স্বয়ংক্রিয় অ্যালার্ট বার্তাও পেয়ে যাবেন।

■ অগ্রদূত ডেস্ক

নতুন প্রজাতির ফুল

সম্প্রতি ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলার উত্তরে লুজন দ্বীপের রেইন ফরেস্টের ভেতর ৩.৮ ইঞ্চি ব্যাসের নতুন প্রজাতির একটি ফুলের সন্ধান পান এক উদ্ভিদবিজ্ঞানী। এটা বিশ্বের সবচেয়ে বড় আকারের এবং পচা মাংসের তীব্র দুর্গন্ধযুক্ত ফুলের জ্ঞাতি ভাই। *Rafflesia Consueloae* নামের এ পরজীবী ফুলটি তার প্রজাতির সবচেয়ে ছোট ফুল। এটি নিজ প্রজাতির ৩১তম সদস্য।

দেশে নতুন প্রজাতির প্রজাপতি

সম্প্রতি মৌলভীবাজার জেলায় সন্ধান পাওয়া গেছে Spotless oakblue ও Shinning Plushblue নামের নতুন দুই প্রজাতির প্রজাপতি। জীবন বিকাশ কার্যক্রম নামের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এ নতুন প্রজাতির প্রজাপতিগুলোর সন্ধান পায়। ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অব ন্যাচারের (IUCN) রেড লিস্ট অনুযায়ী, বাংলাদেশে ৩০৫ প্রজাতির প্রজাপতি রয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে বিরল প্রাণীর সন্ধান

পার্বত্য চট্টগ্রামের গহীন অরণ্যে বিরল বন্যপ্রাণীর 'বিশাল ভান্ডারের' খোঁজ পান ক্রিয়েটিভ কনজারভেশন অ্যালায়েন্স (সিসিএ) নামের একটি সংস্থার প্রকৃতি সংরক্ষণবিষয়ক বিশেষজ্ঞরা। সেখানে বাঘের অস্তিত্ব রয়েছে বলেও দাবি করেন তারা। ঐ সংস্থার জরিপের বরাত দিয়ে ১ মার্চ ২০১৬ এক প্রতিবেদনে এ কথা জানায় যুক্তরাজ্যের প্রভাবশালী পত্রিকা *দ্য গার্ডিয়ান*। ৩ মার্চ বিশ্ব বন্যপ্রাণী দিবস উপলক্ষে প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয়। প্রতিবেদনে বলা হয়, পার্বত্য চট্টগ্রামের জঙ্গলে বাঘ ঘুরে বেড়ায়। তারা সেখানে বাঘ ছাড়াও সূর্য ভল্লুক, বড় বড় বুনো ষাঁড় বুনো কুকুর আর বিশেষ রঙের চিতার অস্তিত্ব পান। পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের প্রায় ১০ শতাংশ এলাকা জুড়ে অবস্থিত। সেখানে রয়েছে ১১টি ভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠির বসবাস।

গভীর সাগরে এলিয়েন মাছ

সম্প্রতি কানাডার ব্রিটিশ কলাম্বিয় রাজ্যের উপকূলীয় অঞ্চলে গভীর সাগরে আবিষ্কৃত হয় অদ্ভুত আকারের এক মাছ। বনি-ইয়ার্ড অ্যাসফিস (bony-eared assfish) নামের এ মাছটি দেখতে ব্যাঙাচি ও বান মাছের মাঝামাঝি। সাধারণত তিন থেকে চার ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় মাছটি বাস করে। মাছটি দ্রুত সাঁতার কাটতে পারে।

প্রথম মানবীয় অনুভূতিসম্পন্ন রোবট

প্রথমবারের মতো মানবীয় অনুভূতসম্পন্ন তৈরি করেন সিঙ্গাপুরের একদল বিজ্ঞানী। এ রোবটটির চিন্তা, অনুভূতি ও মানুষ চেনার ক্ষমতা থাকবে বলে দাবি করেন তারা। বিশ্বে মানব আকৃতির প্রথম রোবট এটি। বিজ্ঞানীরা মনে করছেন এ রোবটটি সহজেই ব্যক্তিগত সহকারী কিংবা বৃদ্ধদের দেখাশোনার জন্য কাজে লাগানো যাবে।

১.৭ মিটার উচ্চতার রোবটটির নাম রাখা হয়েছে 'নাদিন'। এটির উদ্ভাবক সিঙ্গাপুরের নানইয়াং প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিজিটিং প্রফেসর ও প্রতিষ্ঠানটির ইনস্টিটিটিউট অব মিডিয়া ইনোভেশন বিভাগের পরিচালক নাদিয়া থালমান। তার নামের সাথে মিল রেখেই রোবটটির নামকরণ করা হয়। রোবট নাদিনের শারীরিক আকৃতিও বেশ আকর্ষণীয়। ধূসর চুল ও কোমল ত্বকের সাথে রয়েছে অভিব্যক্তিপূর্ণ মুখাবয়ব।

সবচেয়ে দূরবর্তী ছায়াপথ

হাবল টেলিস্কোপ একটি ছায়াপথ শনাক্ত করেছে, যা ১৩৪০ কোটি আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত। টেলিস্কোপের মাধ্যমে সন্ধান পাওয়া এ যাবতকালের মধ্যে এ ছায়াপথের দূরত্ব সবচেয়ে বেশি। এ ছায়াপথের নাম দেয়া হয়েছে GN-z11।

মহাকাশে দীর্ঘসময় বাস

১ মার্চ ২০১৬ মহাকাশে ৩৪০ দিন অবস্থানের পর পৃথিবীতে ফিরে আসেন নাসার ৪৬তম অভিযান কমান্ডার স্কট কেলি ও রুশ মহাকাশচারী মিখাইল কোরনিয়েনকো। পৃথিবী থেকে ২৩ কোটি কিলোমিটার বা প্রায় ১৫ কোটি মাইল দূরে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে ছিলেন তারা। ২৭ মার্চ ২০১৫ তারা মহাকাশে পাড়ি দিয়েছিলেন। মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসার পক্ষ থেকে এতদিন যারা মহাকাশে গিয়েছেন, তার মধ্যে স্কট কেলি ও কোরনিয়েনকোই সবচেয়ে বেশি দিন মহাকাশে কাটান। নাসার এ দুই বিজ্ঞানী মহাকাশে গত এক বছরে ১৪৪ মিলিয়ন মাইল ভ্রমণ করেন, পৃথিবীর চারপাশে ঘুরেন মোট ৫,৪৪০ বার। এছাড়া এ দীর্ঘ সফরে ১০,৮৮০ বার সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয় দেখেন তারা।

শব্দের ছয়গুণ গতির প্লেন

মার্কিন মহাকাশ, প্রতিরক্ষা, নিরাপত্তা ও উন্নতর প্রযুক্তিবিষয়ক প্রতিষ্ঠান লকহিড মার্টিন প্রতি ঘন্টায় প্রায় ৭৬২ মাইল বা ১২২৬ কি.মি. বেগে উড়তে সক্ষম একটি মিলিটারি প্লেন নির্মাণ করছেন, যা শব্দের তুলনায় ছয়গুণ এবং কনকর্ডের তুলনায় তিনগুণ দ্রুতগতির। এ প্লেনগুলোর সাধারণ জেটের মতো বায়ু সংকোচনে ফ্যান ব্লেইডের ব্যবহারের পরিবর্তে প্লেনের সম্মুখগতির ফলে সৃষ্ট ধাক্কায় সংকুচিত বায়ুর মধ্যে জ্বালানি ব্যবহারের মাধ্যমে উড়বে।

■ তথ্য সংগ্রাহক: সালেহীন সিরাত

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

ম্যানেজমেন্ট কোর্সের উদ্বোধন করছেন বাংলাদেশ স্কাউটসের সভাপতি জনাব মো. আবুল কালাম আজাদ

বাংলাদেশ স্কাউটস, কুমিল্লা অঞ্চলের স্কাউট ভবন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান জাতীয় কমিশনার

ঢাকা মেট্রোপলিটনের মাল্টিপারপাস ওয়ার্কশপে জাতীয় কমিশনার (প্রশিক্ষণ)

ঢাকা মেট্রোপলিটনের পিএস অ্যাওয়ার্ড মূল্যায়ন

নীলফামারী জেলার স্বাস্থ্য ও পুষ্টি র‍্যালী

স্বাস্থ্য সচেতনতা র‍্যালী

এগ্রি রোভার্সের আনন্দ র‍্যালী

কাপ্তাই নৌ স্কাউট লিডার বেসিক কোর্সের অংশগ্রহণকারী ও প্রশিক্ষকগণ

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রধান জাতীয় কমিশনার ড. মো. মোজাম্মেল হক খান

কর্মশালার সেশনে অংশগ্রহণকারীগণ

সেশন পরিচালনা করছেন প্রফেসর ডা. এস.আই মল্লিক, লিডার ট্রেনার, বাংলাদেশ স্কাউটস

সেশন পরিচালনা করছেন জনাব মো. মহসিন, জাতীয় কমিশনার (প্রশিক্ষণ)

সেশন পরিচালনা করছেন জনাব মো. মজিবর রহমান মান্নান, নির্বাহী পরিচালক

সেশনে অংশগ্রহণকারীগণ

প্রধান জাতীয় কমিশনার এর সাথে কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী, পরিচালক ও অতিথিগণ

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

পিএস অ্যাওয়ার্ড মূল্যায়নে অংশগ্রহণকারী স্কাউটদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখছেন জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম) জনাব মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম খান

পিএস অ্যাওয়ার্ড মূল্যায়নে পাইনিয়রিং কার্যক্রম

পিএস অ্যাওয়ার্ড মূল্যায়নে অংশগ্রহণকারীদের পূর্ব প্রস্তুতি

পিএস অ্যাওয়ার্ড মূল্যায়নে অংশগ্রহণকারীদের ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার

পিএস অ্যাওয়ার্ড মূল্যায়নে অংশগ্রহণকারীদের ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

সমাপনী অনুষ্ঠান শেষে প্রধান জাতীয় কমিশনার এর সাথে অতিথি ও অংশগ্রহণকারীগণ

উদ্বোধনীর পর অতিথিদের সাথে অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

কোষাধ্যক্ষ, বাংলাদেশ স্কাউটসকে শুভেচ্ছা স্মারক প্রদান করছেন জাতীয় উপ কমিশনার (গ্রোথ)

অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

অংশগ্রহণকারীদের আলোচনায় অংশগ্রহণ

গ্রুপ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ

সমাপনী অনুষ্ঠানে অতিথি ও অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

মিডিয়া প্রতিনিধিদের সাথে

মতবিনিময়

মতবিনিময় সভায় বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় নেতৃবৃন্দ

সাংবাদিকদের একাংশ

স্কাউটিং সম্পর্কে জানতে আগ্রহ প্রকাশ করছেন একজন সাংবাদিক

মতবিনিময় সভায় সাংবাদিক ও বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় নেতৃবৃন্দ

আত্মপরিচয় দিচ্ছেন 'অগ্রদূত' পত্রিকার সম্পাদক

মতবিনিময় সভায় সাংবাদিক ও বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় নেতৃবৃন্দ

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

এগ্রি রোভার্সের তিনযুগ পূর্তিতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচির উদ্বোধন করেন ঢাকা উত্তরের মাননীয় মেয়র

এগ্রি রোভার্সের তিনযুগ পূর্তির স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠান

ইন্দোনেশিয়ায় অনুষ্ঠিত এশিয়া প্যাসিফিক আঞ্চলিক কমিটির সভায় অংশগ্রহণকারীগণ

কিশোরগঞ্জে রোভার লিডার বেসিক কোর্সের অংশগ্রহণকারী ও প্রশিক্ষকগণ

দিল্লীতে এমওপি কার্যক্রমে বাংলাদেশ স্কাউটসের এমওপি কান্ট্রি কো-অর্ডিনেটর

ষোড়শ রোভার অ্যাডভেঞ্চার ক্যাম্পে অংশগ্রহণকারীগণ

ফেনী জেলা রোভারদের অংশগ্রহণে দক্ষতা ব্যাজ কোর্সে অংশগ্রহণকারী ও প্রশিক্ষকগণ

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

বাংলাদেশ স্কাউটসের সভাপতিকে শুভেচ্ছা স্মারক দিচ্ছেন জাতীয় কমিশনার (আন্তর্জাতিক)

পঞ্চগড় জেলার রোভার মুটে জাতীয় কমিশনার (গার্ল-ইন-স্কাউটিং)

ইন্দোনেশিয়ায় অনুষ্ঠিত এপিআরসি'র সভায় অন্যদের সাথে বাংলাদেশের প্রতিনিধিগণ

দিল্লীতে এমওপি কার্যক্রমে বাংলাদেশ স্কাউটসের এমওপি কান্ট্রি কো-অর্ডিনেটর

শান্তি কামনায় কাব স্কাউটগণ

রাজশাহী বিভাগীয় সিনিয়র রোভার মেট ওয়ার্কশপের অংশগ্রহণকারীগণ

বাংলাদেশ স্কাউটস রাজশাহী অঞ্চলে সিআরভি প্রতিনিধিদল

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

সেশন পরিচালনা করছেন প্রশিক্ষক জনাব মো. তৌহিদুল ইসলাম রিফাত

অংশগ্রহণকারী ও প্রশিক্ষকগণের গ্রুপ ছবি

সেশন পরিচালনা করছেন প্রশিক্ষক জনাব ইউসুফ আলী (লিপন)

সমাপনী অনুষ্ঠানে জাতীয় কমিশনার (জনসংযোগ ও মার্কেটিং)

উদ্ভাবন: নতুন খেলা "ফুটকেট"

ফুটবল এর 'ফুট' এবং ক্রিকেট এর 'কেট' মিলে ফুটকেট। স্কুল জীবনে ফুটবল ও ক্রিকেট দুটোই খেলেছি, তবে তেমন নামী খেলোয়ার ছিলাম না। ছত্রিশ বছরের শিক্ষকতা জীবন শেষে এখন অবসর জীবন-যাপন করছি। স্কুলের যাবতীয় খেলাধুলা ও বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় সংগঠক হিসেবে কাজ করেছি। বার্ষিক ক্রীড়ায় ১৯৭৯ সাল থেকে ঝিলটুলী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একটি নতুন Sports আইটেম সংযোজন করেছি। যার নাম ছিল '৭১ এর দৌড়' এটা ছিল ১০০ মিটার দৌড়। এ খেলায় অংশ নিত বড় ল 'ক' গ্রুপের একজন বালক/বালিকা একটি বড় আকারের কাপড়ের ঝোলা নিয়ে এবং ছোট দল 'ঙ' গ্রুপের একটা ছোট বালক/বালিকাকে ঘাড়ে নিয়ে দৌড়। খেলাটি খুবই আনন্দদায়ক এবং একই সাথে ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধকে মনে করিয়ে দেয়। খেলাটি দর্শকদের বেশ আকর্ষণ সৃষ্টি করেছিল। ফরিদপুর জেলার ঝিলটুলী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের 'ফুটবল টিমকে' ইউনিয়ন পর্যায় থেকে থানা পর্যায়ে, মহাকুমা পর্যায়ে, জেলা পর্যায়ে এবং ঢাকা বিভাগীয় পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ান হয়ে জাতীয় পর্যায়ে ১৯৮০ এবং ১৯৮১ সালে পরপর দুই বছর 'প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্ণামেন্ট' প্রতিযোগিতায় জাতীয় রানার আপ ও ৪র্থ স্থান অর্জন করেছি। ১৯৯৬ সালে জাতীয় কাব ক্যাম্পুরীতে কর্মকর্তা হিসেবে অর্থাৎ ফরিদপুর জেলা কন্টিনজেন্ট লিডার হিসেবে এবং ২০০০ সালে জাতীয় কাব ক্যাম্পুরীতে নিজ বিদ্যালয় টেপাখোলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কাব দল/ইউনিট নিয়ে অংশগ্রহণ করেছি।

এই সব জীবনের স্মৃতিই আমার ঘুমহীন রাতে চিন্তা ঘুরপাক খায়। এর মধ্যে চিন্তা ছিল নতুন কিছু করা। একটা নতুন খেলা উদ্ভাবন করা। অবশেষে ২৫ জানুয়ারি ২০১৬ রাতে আমার মাথায় এসে গেল একটা নতুন খেলা যার নাম এই 'ফুলকেট'। ফুলকেট ও ক্রিসেন্ট এর সংমিশ্রণে খেলাটি খেলা যাবে।

খেলার নিয়ম: ফুটকেট খেলা উভয় পক্ষে নয় জন করে খেলোয়ার থাকবে এবং অতিরিক্ত আরও তিন জন করে খেলোয়াড় মাঠের বাইরে স্ট্যান্ডবাই থাকবে। দল গঠনের সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন ১২জন খেলোয়াড়ের মধ্যে চার জন সেরা KICKER চার জন সেরা BALLER ও চার জন সেরা ALL ROUNDER থাকে। খেলাটি হবে ২০০মিটার দৌড়ের বৃত্তের মধ্যে। মাঝখানে ক্রিকেট পিচের মত জায়গায় (২২ গজ) দুই প্রান্তে তিনটি করে ক্রিকেট ফুটবলের ব্যাসের পরিমাপের সমান। এখন যে দল বল করবে তাদের একজন থাকবে উইকেট রক্ষক। একজন BALLER বল করবে। বাকি ৭ জন ক্রিকেটের ফিল্ডারের মত বিভিন্ন পজিশনে ফিল্ডার হিসেবে দাঁড়াবে। বিপক্ষের দুইজন KICKER দুই প্রান্তের স্ট্যাম্পের পপিং ক্রিজের দাগের উর স্ট্যাম্প আগলে দাঁড়াবে। ফিলডিং পক্ষের একজন BALLER একটি ৩ নং সাইজের ফুটবল (বলটি টিউবলেস/ব্লাডারলেস সম্পূর্ণ রাবারের বল হলে ভাল হয়) দিয়ে ক্রিকেটের BALLER এর মতো তবে একটু ভিন্ন কায়দায় অর্থাৎ স্ট্যাম্পের ৩/৫ স্টেপ পিছন থেকে দৌড়ে এসে স্ট্যাম্পের দাগ বরাবর থেকে জোড়া পায়ে লং থ্রু করে বল ছুড়বে। বলটি যেন অবশ্যই KICKER এর ২/৩ স্টেপ সামনে একটা ড্রপ পড়ে। এখন KICKER সেই বলটি সজোড়ে KICK, করে বাউন্ডারী লাইনের বাইরে পাঠাতে চেষ্টা করবে। KICKER ডান/বাম উভয় পা-ই ব্যবহার করতে পারবে। বলটি যদি গড়িয়ে বাউন্ডারী লাইন পার হয় তবে চার রান হবে এবং যদি কোন ড্রপ না পড়ে বলটি বাউন্ডারী লাইনের বাইরে পড়ে তাহলে ছয় রান হবে। তাছাড়া বলটি বাউন্ডারী লাইনের ভিতরে থাকা অবস্থায় KICKER দুইজন দৌড়ে নিজের জায়গা বদল করে ½ রান সংগ্রহ করার সুযোগ গ্রহণ করে রান করতে পারবে। KICKER কোনভাবে হাত দ্বারা বল ঠেকাতে পারবে না। যদি কোনভাবে বল KICKER এর হাতের কুনুই এর নিচে লাগে এবং কাস্ট্যাম্প বরাবর থাকে তাহলে H. B. W অর্থাৎ Hand Before Wicket হবে। সেক্ষেত্রে ৩য় অ্যাম্পায়ারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সিদ্ধান্ত হবে। যদি Baller বল নিক্ষেপের সময় স্ট্যাম্প লাইনের দাগ পার করে বল করে সেটি হবে No Ball । সেক্ষেত্রে পরের বলটি Free Hit এর সুযোগ পাবে KICKER বলার যদি পিচের নির্দিষ্ট লাইনের বাইরে দিয়ে বল নিক্ষেপ করে সে ক্ষেত্রে হবে Wide বল এবং নিয়ম অনুযায়ী একটি বল বেশি করতে হবে ও KICKER পক্ষ একটি রান পাবে। তাছাড়া KICKER এর গায়ের অন্য কোন জায়গায় বল লেগে চলে গেলে তারা জায়গা বদল করে 'বাই' রান করার সুযোগ পাবে।

আউট হওয়ার নিয়ম: উভয় পক্ষ ২০ Over করে বল থ্রু করে বল করবে (৬ বলে ১ Over)। একজন Baller সর্বোচ্চ পাঁচ Over বল করতে পারবে। বলার লং থ্রু করে বল ছুড়ে বল করে সরাসরি স্ট্যাম্পে লাগালে হবে Bold Out আর KICKER এর KICK করা বল মাটিতে পরার আগে কোন ফিল্ডার বলটি লুফে নিলে হবে Catch Out. এছাড়া KICKER বলটি KICK করতে ব্যর্থ হলে এবং পপিং ক্রিজের দাগের বাইরে চলে এলে উইকেট রক্ষক বলটি ধরে স্ট্যাম্প ভাঙ্গলে হবে স্ট্যাম্পিং আউট। KICKER দুই জন জায়গা বদল করে রান করার সময়ও রান আউট করার সুযোগ থাকবে।

পোশাক: দুই দলের খেলোয়ার আলাদা দুই রং এর পোশাক পড়বে। পায়ে থাকবে ক্যানভাস কাপরের হকি বুট। KICKER এর দুই পায়ে থাকবে ক্রিকেট ব্যাটসম্যানের হাতের প্যাডের মতো দুইটি প্যাড হাটুর নিচ পর্যন্ত বাধা থাকবে। উইকেট রক্ষকের হাতে থ াকবে ফুটবল গোল রক্ষকের মতো একজোড়া হ্যান্ড গ্লাভস। খেলাটি পরিচালনার জন্য মাঠে থাকবে দুই জন অ্যাম্পায়ার। একজন বল ছুড়ার জায়গায়, অন্য জন লেগ অ্যাম্পায়ারের জায়গায়। জয় পরাজয় হবে রান অথবা উইকেটের ভিত্তিতে। অর্থাৎ বেশি রান করে অথবা পরে সেই রান চেজ করে উইকেট হাতে রেখে এক রান বেশি করলে। যেমন করে ফুটবল থেকে হ্যান্ডবলের সৃষ্টি হয়েছে, একটি স্ট্যাম্প ও একটি ডান্ডা মেরে সৃষ্টি হয়েছিল ক্রিকেটের। এখনতো আবার ক্রিকেট খেলা ইনডোরেও শুরু হয়ে গেছে। তেমনি পুটবল এবং ক্রিকেট এর সংশিশ্রনে আজ সৃষ্টি হল 'ফুলকেট'। আশাকরা যায় এই খেলাটির আয়োজন করতে পারলে অন্যান্য খেলার মত এই 'পুলকেট' খেলাটিও একদিন সকলের দৃষ্টি আকর্ষন করে জনপ্রিয়তা পাবে। আর সার্থক হবে আমার এই নতুন ভাবনা বা উদ্ভাবনা।

■ লেখক: মো. ইউনুস হোসেন তালুকদার
উড ব্যাজার

ভ্রমণ কাহিনী

ঘুরে এলাম কলকাতা

বাংলাদেশ স্কাউটস এক্সটেনশন স্কাউটিং বিভাগের উদ্দোগে গত ২ থেকে ১০ জানুয়ারী ২০১৬ পর্যন্ত ভারতের কলকাতায় শিক্ষা সফরে যায় ১৫ সদস্যের একটি দল। এই শিক্ষ সফরের সকল ব্যয় বাংলাদেশ স্কাউটস বহন করে। সেবাব্রতী মুক্ত স্কাউট গ্রুপের ইউনিট লিডার স্কাউটার আব্দুল্লাহ আল মামুনের নেতৃত্বে সিলেট সরকারী বাক-শ্রবন প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের শরীরচর্চা শিক্ষক স্কাউটার আবু তাহের মোহাম্মদ ইবনে সাইম খান, জাতীয় বিশেষ শিক্ষা কেন্দ্র, মিরপুরের সহকারী শিক্ষক স্কাউটার মোসাঃ তাহমিনা পারভীন, ব্র্যাক শিক্ষা কর্মসূচীর ইউনিট লিডার খন্দকার মুক্তি, স্কাউট সুষমা রানী, সাদিয়া খাতুন, চাদঁপুর সরকারী বাক-শ্রবন প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের স্কাউট রাব্বী গাজী, মো. বিশাল, সিলেট সরকারী বাক-শ্রবন প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের স্কাউটরোকন মিয়া, সাগর আহমেদ, জাতীয় বিশেষ শিক্ষা কেন্দ্র, মিরপুরের স্কাউট তানিয়া মোস্তাকিন, সম্মিলিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী চুয়াডাঙ্গার স্কাউট আব্দুল করিম, সুইড বাংলাদেশের স্কাউট মোহাইমিনাল ইসলাম, সোহেল শিকদার, মির্জা তানজিয়া ইথু ও ময়মনসিংহ পলিটেকনিকের মেহেদী হাসান অংশগ্রহন করেন।

১ জানুয়ারী জাতীয় সদর দপ্তর থেকে বাসে রওয়ানা হয়ে আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষন কেন্দ্র, পুলেরহাট, যশোরে রাত্রি যাপন করে ২ তারিখ দুপুরে বেনাপোলে স্থলবন্দর হয়ে ভারতে প্রবেশ করে এবং কলকাতার স্টেট ট্রেনিং সেন্টারে অবস্থান করে। পরবর্তী সকল দিনগুলো সেখানেই অবস্থান করে দলটি। ১৫ জনের জন্য একটি ল্যান্ড ক্রুজারকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতার বিভিন্ন স্থান ভ্রমন করে দলটি। ৩ তারিখে কলকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ভিজিটে যায় টিমটি। ৪ তারিখে ভারত স্কাউট এন্ড গাইডসের স্টেট হেড কোয়ার্টার ভিজিটে যায় টিমটি এবং সেখানে বিভিন্ন স্কাউট ব্যক্তিত্বের সাথে মতবিনিময় করে স্কাউটরা। ৪ তারিখে ভারত স্কাউট এন্ড গাইডসের পরিচালনায় একটি প্রতিবন্ধী স্কুল পরিদর্শনে যায় দলটি। সেখানে সারাদিন বিদ্যালয়ের আরো বিশেষ শিশুদের সাথে সময় কাটায় বাংলাদেশের বিশেষ শিশুরা। ৫ তারিখে সাইন্স সিটি ও স্থানীয় একটি মেলায় অংশগ্রহন করে দলটি। ৬ তারিখ স্থানীয় ইকো পার্ক সহ বেশ কিছু এলাকা, ব্রীজ এবং গাড়িতে করে রাতের কলকাতা পরিদর্শন করা হয়। এই ট্যুরে স্কাউটরা সবচেয়ে বেশি উপভোগ করে।

পরিশেষে, ৭ তারিখে মার্কেটে যাওয়া হয় এবং সবার জন্য কেনাকাটা করা হয়। প্রত্যেকের কেনাকাটা করার জন্য প্রতিজনকে ২০০০ (দুই হাজার টাকা) এবং প্রত্যেককে একটি করে ট্রলি ব্যাগ উপহার দেয়া হয়। ৯ তারিখ সকালে কলকাতা হতে রওয়ানা হয়ে পেট্রোপোল স্থল বন্দর হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষন কেন্দ্র, পুলেরহাট, যশোরে রাত্রি যাপন করে ৯ তারিখে সদর দপ্তরে গিয়ে ভ্রমন সমাপ্তি করা হয়। ভিসা সংক্রান্ত জটিলতায় একদিন কলকাতার ভিসা অফিসে গিয়ে তার সমাধান করা হয়।

■ লেখক: মেহেদী হাসান
রোভার স্কাউট, ময়মনসিংহ পলিটেকনিক

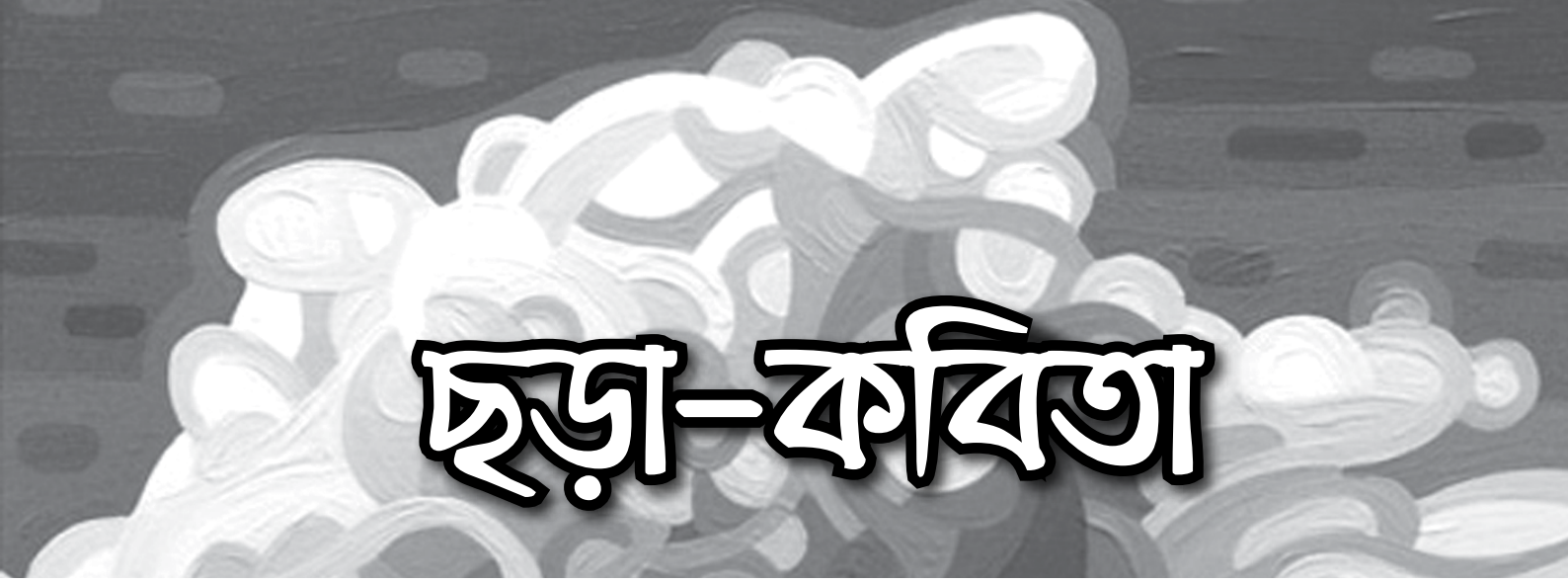

ছড়া-কবিতা

নববর্ষ

মো. নূর-আল-ফাইয়াজ

নববর্ষের হর্ষপানে যাতা যখন বাড়ছিলো
মরমী মন কৃষকশ্রেনীর কষ্টের কথা ভাবছিলো
রৌদ্রতাপে কিংবা ঝড়ে চাষীর এখন দিন যাবে
তবুও সে বেজায় খুশী নবান্নের এই উৎসবে
শহর জুড়ে ইলিশ-পান্তা বিষাদ হয়ে নামছে যে
খুবলে খাওয়া সংস্কৃতি অদূর থেকে কাঁদছে যে
বন্ধ এবার দাও করে হে! অশ্লীলতার দ্বারগুলো
নতুন দিনের নতুন ক্ষনে শিষ্টাচারের হাঁক তুলো।

স্বাধীনতায় বঙ্গবন্ধু

মো. সায়েদ বাসিত

সেদিন ছিল ৭ ই মার্চ ১৯৭১
বিকাল ঘনিয়ে আসে
লাখো জনতার কণ্ঠ ধ্বনি
ভেসে আসছে রেসর্কোস ময়দান থেকে
তোমার নেতা আমার নেতা
শেখ মুজিব, শেখ মুজিব,
হঠাৎ করে মুজিব আসে
জয় বাংলার ডাক নিয়ে
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।
মুজিব কণ্ঠে ভেসে এল
স্বাধীনতার ডাকের কথা,
বীর বাঙালি অস্ত্র ধর
বাংলাদেশ কে মুক্ত কর।
সেদিন ছিল সবার মুখে
জয় বাংলা জয় বাংলা।
স্বাধীনতার সূচনা হলো
মুজিব নতুন নাম পেল
কৃষক শ্রমিক ছাত্র থেকে
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব।
নয় মাস যুদ্ধ শেষে
ত্রিশ লাখ বাঙালী শহীদ হলো
স্বাধীন বাংলার আশা নিয়ে
বেচে আছে আজও তারা,
কোটি মানুষের হৃদয় মাঝে
লাল সবুজের সোনার দেশে।

দারুচিনি রক্তের চিনি হ্রাস করে

প্রাকৃতিক মসল্লা দারুচিনি উৎকৃষ্ট গ্লুকোজ হ্রাসকারী। প্রতিদিন অল্প পরিমাণে দারুচিন খাওয়ায় রক্তে চিনি হ্রাস হয়, ইনসুলিন স্পর্শকাতরতা বৃদ্ধি হয় এবং প্রদাহ হ্রাস হয়। আমাদের চা, কফি, টক দই বা ডিম পোচে কিছু পরিমাণ দারুচিনি খেলে আমারা তার উপকার পেতে পারি। মার্কিন চিকিৎসক ড. স্টেফান রিপিচ তাঁর 'ডায়াবেটিক উপশম খাবার' বইতে গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যে উল্লেখ করেছেন যে, দারুচিনি গ্লুকোজ শক্তিতে রুপান্তর ত্বরান্বিত করে। রক্তের প্রবাহ থেকে এবং কোষ থেকে দ্রুত অতিরিক্ত চিনি বের করে দেয়। যাদু রয়েছে একটি যৌগের মধ্যে তাকে বলে 'মিথাইল হাইড্রক্সি চালকোন পলিমার' (এমএইচসিপি) যা কিনা ইনসুলিন গ্রহণকারীকে উত্তেজিত করে ঠিক তেমনভাবে যেমনটা আমাদের নিজস্ব ইনসুলিন করে থাকে। প্রতিদিন অর্ধ-চা চামুচ পরিমাণ দারুচিনি টাইপ-২ ডায়বেটিস রোগীদের রক্তে চিনির মাত্রা হ্রাস করে। সাথে সাথে স্বাস্থ্যের অন্যান্য উপকারিতাও রয়েছে। এন্টি অক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ দারুচিনি ক্ষতিকারক ফ্রি-রেডিক্যাল গঠন প্রতিহত করতে সহায়তা করে। ফ্রি-রেডিক্যাল শরীরব্যাপী প্রদাহ সৃষ্টির জন্য দায়ী যা কিনা হৃদরোগ, ডিমেনশিয়া ও ক্যানসারের মত রোগের দিকে নিয়ে যায়। প্রদাহ বিরোধী শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে থাকে এন্টি-অক্সিডেন্ট । প্রকৃতপক্ষে দারুচিনি এবং লবঙ্গে রয়েছে বেশী পরিমাণে এন্টি-অক্সিডেন্ট 'ফেনোলস' যা সমপরিমাণ কালোজামের চেয়ে বেশী। কালোজাম প্রকৃতিতে শক্তিশালী একটি এন্টি-অক্সিডেন্ট উৎস। যখন কারো দীর্ঘ সময়ব্যাপি রক্তে চিনি বেশী থাকে তার ধমনি, টিস্যু এবং নার্ভে প্রায় ক্রমাগত প্রদান হয়ে থাকে। কিন্তু দারুচিনি আর্কিডনিক এসিড নিঃসরণে বাধা প্রদান করে। আর্কিডনিক এসিড হচ্ছে উচ্চমাত্রার ফ্যাটি এসিড যা রক্ত সরবরাহ নালিতে প্লাক জমা করে। এতে হৃদরোগ, স্ট্রোক সাথে সাথে বাত রোগ, এ্যালজেইমারের মত দারুন সমস্যার দিকে চালিত করে। কিন্তু প্রতিদিন অল্প পরিমাণ দারুচিনি আমাদের রক্ষা করতে পারে। এটা কেবল রক্তে চিনিই হ্রাস করেনা এটা কোলেস্টরল এবং ট্রাইগ্লিসারাইডের মাত্রাও হ্রাস করে। গবেষণা থেকে এটা জানা গিয়েছে যে, টাইপ-২ ডায়বেটিস রোগী যারা প্রতিদিন এক গ্রাম (চা চামুচের চার ভাগের একভাগ) থেকে তিন গ্রাম দারুচিনি খেয়েছে তাদের (ক) খালি পেটে রক্তের মাত্রা ২৯ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে; (খ) ট্রাইগ্লিসারাইড ৩০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে এবং (গ) মোট কোলেস্টরল ২৬ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। ডাচ বিজ্ঞানীরা প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে যে, যারা প্রতিদিন তিন গ্রাম (এক চা চামুচের কম) দারুচিনি খেয়েছে তাদের খালিপেটে রক্তের মাত্রা ৩০০ শতাংশ ভাল হয়েছে যারা খায়নি তাদের তুলনায়। আমরা যারা টাইপ-২ ডায়বেটিস রোগী তারা প্রতিদিন এক চামুচ পরিমাণ দারুচিনি খেয়ে দ্রুত রক্তে চিনির বিপাক প্রক্রিয়া ভারসাম্যপূর্ণ করতে পারে।

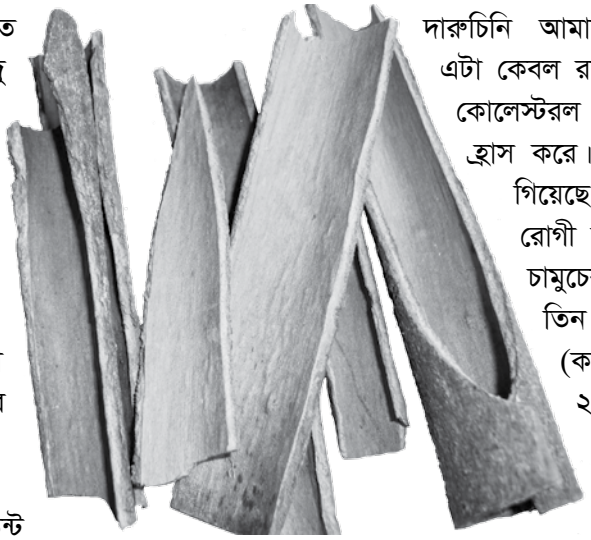

■ লেখক: মো. আশারাফ হোসেন

এশিয়া কাপ টি২০

বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হল ২৪ ফেব্রুয়ারি থেকে ৬ মার্চ ২০১৬ এয়োদশ এশিয়া কাপ টি২০ ॥ অংশগ্রহণকারী দেশ : ৫টি– বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকা ও সংযুক্ত আরব আমিরাত ॥ মোট খেলা : ১১টি ॥ চ্যাম্পিয়ন : ভারত ॥ রানার্সআপ : বাংলাদেশ ॥ সর্বোচ্চ রান : সাব্বির রহমান; ১৭৬ রান ॥ সর্বাধিক উইকেট : আল-আমিন হোসেন; ১১ উইকেট।

- ভারত ষষ্ঠবারের মত শিরোপা লাভ করে।
- প্রথমবারের মতো টি২০ ফরম্যাটে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

সেরা একাদশ

জনপ্রিয় ক্রিকেট ওয়েবসাইট 'ক্রিকইনফো'-এর করা এশিয়া কাপের সেরা একাদশ– সৌম্য সরকার (বাংলাদেশ), রোহিত শর্মা (ভারত), বিরাট কোহলি (ভারত), সাব্বির রহমান (বাংলাদেশ), শোয়েব মালিক (পাকিস্তান), মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ (বাংলাদেশ), মহেন্দ্র সিং ধোনি (ভারত), আমজাদ জাভেদ (সংযুক্ত আরব আমিরাত), মোহাম্মদ আমির (পাকিস্তান), যশপ্রিত বুমরাহ (ভারত) ও আল আমিন হোসেন (বাংলাদেশ)।

বিশ্ব একাদশ

অস্ট্রেলিয়ার জনপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল ফক্স স্পোর্টস তৈরি করেছে ক্রিকেটের বিশ্ব একাদশ। তাদের নির্বাচিত একাদশ হলো– মার্টিন গাপটিল (নিউজিল্যান্ড), মোহাম্মদ শাহজাদ (উইকেটরক্ষক-আফগানিস্তান), বিরাট কোহলি (ভারত), কেন উইলিয়ামসন (নিউজিল্যান্ড-অধিনায়ক), ডেভিড মিলার (দ. আফ্রিকা), গ্লেন ম্যাক্সওয়েল (অস্ট্রেলিয়া), সাকিব আল হাসান (বাংলাদেশ), রবিচন্দন অশ্বিন (ভারত), মোহাম্মদ আমির (পাকিস্তান), আল আমিন হোসেন (বাংলাদেশ) ও কাগিসো রাবাদা (দ. আফ্রিকা)।

রেকর্ড কর্নার

- ৮ মার্চ ২০১৬ ষষ্ঠ টি২০ বিশ্বকাপের প্রথম পর্বে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ৪৪ বছর ৩০ দিন বয়সে খেলতে নামেন হংকং-এর অস্ট্রেলীয় উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান রায়ান ক্যাম্পবেল। এর মাধ্যমে ক্যাম্পবেল আন্তর্জাতিক টি২০-তে সবচেয়ে বেশি বয়সে অভিষেক এবং সবচেয়ে বেশি বয়সী খেলোয়াড় হিসেবে রেকর্ড গড়েন। দুই রেকর্ডেই তিনি পেছনে ফেলেন সংযুক্ত আরব আমিরাতের মোহাম্মদ তৌকিরকে। অবশ্য টেষ্ট খেলুড়ে দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি বয়সে টি২০ অভিষেক হয় পাকিস্তানের রেফাতউল্লাহ মোহাম্মদের; ৩৯ বছর ২০ দিন।
- ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ ত্রয়োদশ এশিয়া কাপে সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে ২১টি ডট বল করে টি২০ ক্রিকেটে সর্বাধিক ডট বল করার রেকর্ড গড়েন পাকিস্তানের ফাস্ট বোলার মোহাম্মদ আমির। তার আগে এ রেকর্ড ছিল হংকং-এর আইজাজ খানের।

বর্ষসেরা অভিষিক্ত মুস্তাফিজ

২০১৫ সালের ESPN Cricinfo বর্ষসেরা অভিষিক্ত ক্রিকেটার নির্বাচিত হন বাংলাদেশের বোলিং-বিস্ময় 'কাটার মাস্টার' মুস্তাফিজুর রহমান।

২০১৫ সালের জুনে ভারতের বিপক্ষে ওয়ানডে অভিষেকেই বিশ্বব্যাপী সাড়া ফেলে দেন মুস্তাফিজ। অভিষেক লগ্নেই ৫ উইকেট নিয়ে ম্যাচ জেতান। দ্বিতীয় ম্যাচে নেন ৬ উইকেট। ভারতের বিপক্ষে প্রথমবারের মতো ওয়ানডে সিরিজ জয়ে ওটাই রাখে সবচেয়ে বড় ভূমিকা। অভিষেক সিরিজের তিন ম্যাচে সব মিলিয়ে তার উইকেট ছিল ১৩টি। মোট ৯টি ওয়ানডে ম্যাচে এখনো পর্যন্ত ১২.৩৪ গড়ে তার উইকেট ২৬টি। টেস্ট অভিষেকেও মুস্তাফিজ ছিলেন অনন্য। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে অভিষেক টেস্টেই এক ওভারে নেন তিন উইকেট, পান ম্যাচ সেরার পুরস্কার।

■ অগ্রদূত ডেস্ক

উড়োজাহাজ কিভাবে উড়ে

আমরা প্রায়শই আকাশে প্লেন উড়তে দেখি। সভ্যতার ধারক বাহক নিদর্শন এসব প্লেন। সাধারণ ATP থেকে বোয়িং বোংে জাম্বো আর কনকর্ডের কথাতো বলাই যায়। মনকাড়া সৌন্দর্য দৃষ্টিনন্দন নির্মাণ শৈলী আর মুক্ত আকাশে প্রশ্ন জাগে কিভাবে এটি আকাশে তার এই প্রকান্ড দেহ নিয়ে ভেসে বেড়ায়। ব্যাপারটি অতি সাধারণ অথচ রহস্যময়। একবার উকি মেরে দেখাই যাকনা পেলনের উড্ডয়নের এই রহস্যের গুহায়।

প্রত্যেক উড়োজাহাজ গ্যাস ইঞ্জিন জেট ইঞ্জিন অথবা রকেট ইঞ্জিন যে ইঞ্জিনেই চালিত হোকনা কেন তার চার প্রকার বলে ক্রিয়াশীল হয়। সেগুলো হলো- উড্ডয়ন, ধাক্কা, মধ্যকর্ষন এবং পেছন ধাক্কা বা টান।

উড্ডয়নঃ প্রবাহ পদার্থের প্রবাহিত হবার গতি যত বাড়ে প্রবাহ পদার্থের চাপ তত কমে। পদার্থের এই ধর্মই উড়োজাহাজের মূলনীতি। প্লেনের বায়ুপাত বা Airfoils অর্থাৎ ডানা ও লেজের উপরিতল কিছুটা বক্র কিন্তু এদের নিম্নতল সমতল বা সমান। যেহেতু প্লেন সামনের দিকে ধাক্কা দিয়ে এগিয়ে চলে সেহেতু যে বায়ু ডানা ও লেজের উপরে থাকে তা ডানা ও লেজের নীচের বায়ু অপেক্ষা অনেক দূর পর্যন্ত ও অধিক বেগে ধাবিত করে, উভয় বায়ু প্রবাহ একই সাথে একই সময়ে ডানা ও লেজের পেছনের সীমানায় পৌছে, তাই উপরের বায়ু চাপ অপেক্ষা নীচের বায়ু চাপ বেশী থাকে। এই উপরিতল ও নিম্নতলের বায়ু চাপের পার্থক্যের কারণেই সৃষ্টি উধচাপন উড্ডয়ন বা লিফট এর সৃষ্টি করে। যা প্লেনকে আকাশে ধরে রাখে।

হেলিকপ্টারের Airfoils হচ্ছে এর দিগন্ত সমান্তরাল বা আনুভূমিক ঘূর্ণকের ফলক (Blade) গুলো, হেলিকপ্টার তার উড্ডয়নের উন্নয়ন ঘটায় Airfoils এর বায়ুর মধ্যে সোজা ধাবিত না করে অনবরত ঘূর্ণনের মাধ্যমে।

হেলিকপ্টারের লেজের শীর্ষদেশে অবস্থিত ঘূর্ণকটি যা প্রধান ঘূর্ণকে সমকোনে ঘোরে তা হেলিকপ্টারের দিক নিয়ন্ত্রণ করে এবং প্রধান ঘূর্ণকের সাথে এর দেহের ঘূর্লন প্রতিরোধ করে।

ধাক্কা (Thrust): প্লেনের সম্মুখছেদী অগ্রসরণকে বলা হয় Thrust। Thrust প্লেনের গতিসঞ্চার করে, প্রস্থচ্ছেদী দৈর্ঘের সঙ্গে সমকোন করে গোটা প্লেনের প্রপেলার এর আকৃতি অনেকটা এর ডানার মতো এর সম্মুখ তল (Leading Swrface) বক্র এবং পিছনতল সমান। যখন ইঞ্জিনের মাধ্যমে প্রপেলার ঘুরানো হয় তখন প্রপেলার এর পিছনে কার্যরত বায়ুচাপ সামনের দিক থেকে বেশী থাকে। যার ফলে প্রপেলার দিকে এই ধাক্কাকে বলা হয় Thrust । জেট প্লেনের ক্ষেত্রে লেজের পাইপ দিয়ে সাজোরে পিছনে ধাবমান ইঞ্জিনের গ্যাসের প্রতিক্রিয়া হলো জেটপ্লেনের Thrust ।

হেলিকপ্টারের ক্ষেত্রে পাইলট যেদিকে যেতে চায় সেদিকে এর ঘুর্নককে কিছুটা নত অবস্থায় রেখে এর সামনের পেছনের ও পার্শ্বের Thrust সৃষ্টি করে।

মাধ্যকর্ষণঃ ভূপৃষ্ঠের মাধ্যাকর্ষন প্লেনের উড্ডয়নের বিপরীতে কাজ করে ও প্লেনকে মাটিতে নামিয়ে ফেলতে চায়।

পিছুটান (Drag): পিছুটান বা Drag প্লেনের সম্মুখে অগ্রসরের ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করে। অন্যান্য পদার্থের মতো বাবুরও বিশেষ সত্তা রয়েছে। প্লেনকে যেহেতু সম্মুখদিকে অগ্রসর হতে হয় তাকে অবশ্যই বায়ুকে কেপাশে ধাক্কা বা ঠেলে দিতে হয়। বায়ু প্রতিবন্ধকতা প্লেনের সম্মুখ গতিকে রোধ করে। প্লেনের পিছনের প্রত্যেক উম্মুক্ত অংশ এদের পিছনে ঘুর্নিবায়ু সৃষ্টি করে থাকে zddy current বলা হয়ে থাকে। যা অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রে অপর একটি বাধা। বায়ুর এই মোট প্রতিবন্ধকতার ফলাফল যা প্লেনের সামনের ও পেছনের উম্মুক্ত অংশের পেছনের ঘূর্ণমান বায়ু প্রবাহের মোট রোধ Drag বা পিছুটানের সৃষ্টি করে।

প্লেনের যখন আকাশে উড়ে চলে একটি সুস্থির বাতিতে তখন চারটি বলই সুষমভাবে ক্রিয়া করে তখন উড্ডয়ন মাধ্যাকর্ষণের জন্য পর্যাপ্ত ও সম্মুখ ধাক্কা Thrust পিছুটানের Drag জন্য পর্যাপ্ত থাকে। প্লেনের পিছনের Turning rudder প্লেনের দিক নিয়ন্ত্রণ করে।

■ লেখক: মোহাম্মদ রিফাই চৌধুরী
প্রেসিডেন্ট'স স্কাউটস

সাম্প্রতিক দেশ-বিদেশের সংক্ষিপ্ত খবর

দেশ

০১.০৩.২০১৬ ॥ মঙ্গলবার
– বাংলাদেশ ইথিওপিয়ায় নতুন আবাসিক মিশন খুলে।

০২.০৩.২০১৬ ॥ বুধবার
– সিলেটের ২০টি আদালতে 'ডিজিটাল এভিডেন্স রেকর্ডিং' চালুর মধ্য দিয়ে নতুন যুগে পা রাখে দেশের বিচার বিভাগ।
– দেশের ১২৫টি উপজেলা আইসিটি ট্রেনিং অ্যান্ড রিসোর্স সেন্টার ফর এডুকেশন (UITRCE) উদ্বোধন করা হয়।

০৭.০৩.২০১৬ ॥ সোমবার
– বাংলাদেশ ব্যাংক আনুষ্ঠানিকভাবে গণমাধ্যমকে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ চুরির ঘটনা জানায়।

০৯.০৩.২০১৬ ॥ বুধবার
– পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ সংঘটিত। বাংলাদেশে দেখা যায় আংশিক সূর্যগ্রহণ।
– ভারতের সাতে ২০০ কোটি ডলারের চূড়ান্ত ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

১২.০৩.২০১৬ ॥ শনিবার
– এশীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের এইডস বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের তিনদিনব্যাপী ১২তম অধিবেশন ঢাকায় শুরু হয়।

১৩.০৩.২০১৬ ॥ রবিবার
– বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড বিল, কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বিল এবং পেট্রোলিয়াম করপোরেশন বিলে সম্মতি স্বাক্ষর করেন রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ। ফলে বিল তিনটি আইন হিসেবে কার্যকর হয়।

১৪.০৩.২০১৬ ॥ সোমবার
– বাংলাদেশে পাঁচদিনের সফরে আসেন ভূটানের সাবেক রাজা জিগমে সিংগে ওয়াংচুকের তৃতীয় স্ত্রী ও বর্তমান রাজা জিগপে থেসার নামগায়েল ওয়াংচুকের মা শেরিং গেম ওয়াংচুক।

১৫.০৩.২০১৬ ॥ মঙ্গলবার
– বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভের অর্থ চুরির ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে গভর্নর ড. আতিউর রহমানের পদত্যাগ।

১৭.০৩.২০১৬ ॥ বৃহস্পতিবার
– বাংলাদেশের স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯৬তম জন্মবার্ষিকী পালিত হয়।

২০.০৩.২০১৬ ॥ রবিবার
– ২০১৬ সালের হজযাত্রীদের প্রাক-নিবন্ধন কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়।

২২.০৩.২০১৬ ॥ মঙ্গলবার
– ছয় ধাপের ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) নির্বাচনের প্রথম ধাপে ৭২১টি ইউনিয়নে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়।

২৩.০৩.২০১৬ ॥ বুধবার
– ভারতে ব্যান্ডউইথ রপ্তানি এবং ভারত থেকে বিদ্যুৎ আমদানির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ ও ভারতের দুই প্রধানমন্ত্রী।

২৫.০৩.২০১৬ ॥ শুক্রবার
– সংবাদভিত্তিক টেলিভিশন চ্যানেল 'নিউজ২৪'-এর পরীক্ষামূলক সম্প্রচার শুরু হয়।

২৬.০৩.২০১৬ ॥ শনিবার
– মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস পালিত হয়।

৩০.০৩.২০১৬ ॥ বুধবার
– মগবাজার-মৌচাক উড়াল সড়কের সাত রাস্তা থেকে হলি ফ্যামিলি হাসপাতাল পর্যন্ত অংশ যানবাহন চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করা হয়।

বিদেশ

০১.০৩.২০১৬ ॥ মঙ্গলবার
– মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৫৮তম প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে দলীয় মনোনয়ন লাভের মহারণ 'সুপার টুয়েসডে'তে ১২টি অঙ্গরাজ্যে রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাটদের প্রাইমারি বা দলীয় সমর্থকদের ভোট অনুষ্ঠিত হয়।

০২.০৩.২০১৬ ॥ বুধবার
– উত্তর কোরিয়ার ওপর এ যাবৎকালের সবচেয়ে কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপের ব্যাপারে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য দেশগুলোর সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
– মহাকাশে ৩৪০ দিন অবস্থানের পর পৃথিবীতে ফিরে আসেন নাসার ৪৬তম অভিযান কমান্ডার স্কট কেলি ও রুশ মহাকাশচারী মিখাইল কোরনিয়েনকো।

০৩.০৩.২০১৬ ॥ বৃহস্পতিবার
– নিউজিল্যান্ডের জাতীয় পতাকা পরিবর্তনে চূড়ান্ত গণভোট শুরু হয়।

০৫.০৩.২০১৬ ॥ শনিবার
– স্লোভাকিয়ায় পার্লামেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

০৭.০৩.২০১৬ ॥ সোমবার
– দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর শরণার্থীদের নিয়ে সবচেয়ে বড় সংকটের মুখে পড়া ইউরোপকে টেনে তোলার লক্ষ্যে বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলসে ইউরোপীয় নেতাদের শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

১০.০৩.২০১৬ ॥ বৃহস্পতিবার
– ভারত তাদের ষষ্ঠ নেভিগেশন উপগ্রহ IRNSS-1F সফলভাবে উৎক্ষেপণ করে।

১১.০৩.২০১৬ ॥ শুক্রবার
– লেবাননের সশস্ত্র শিয়া রাজনৈতিক দল হিজবুল্লাহকে 'সন্ত্রাসী সংগঠন' ঘোষণা করে ২২ জাতির আরব লিগ।

১৪.০৩.২০১৬ ॥ সোমবার
– সিরিয়ায় আইএস বিরোধী অভিযান শুরুর পাঁচ মাসের মধ্যে আকস্মিক এক ঘোষণায় মধ্যপ্রাচ্যের দেশটি থেকে সৈন্য প্রত্যাহারের ঘোষণা দেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন।
– মহানবী (স)-কে নিয়ে ধৃষ্টতাপূর্ণ মন্তব্য করায় মিসরীয় বিচারমন্ত্রী আহমদ আল-জিন্দকে বরখাস্ত করে দেশটির প্রধানমন্ত্রী শরিফ ইসমাইল।

১৫.০৩.২০১৬ ॥ মঙ্গলবার
– মিয়ানমারের সংসদে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন। ১৯৬২ সালের পর মিয়ানমারে প্রথম বেসামরিক প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত।

১৮.০৩.২০১৬ ॥ শুক্রবার
– বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলসে শরণার্থী সংকট নিরসনে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU) ও তুরস্কের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত।

২০.০৩.২০১৬ ॥ রবিবার
– আফ্রিকার বেনিন, কেপভার্দে, সেনেগাল, কঙ্গো, নাইজার ও জাঞ্জিবারে (তাঞ্জানিয়া) সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।
– তুরস্ক ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের (EU) মধ্যকার বহুল প্রতীক্ষিত অভিবাসী চুক্তি আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যকর।

২৪.০৩.২০১৬ ॥ বৃহস্পতিবার
– বসনীয় যুদ্ধের সময় গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধের জন্য কুখ্যাত সার্ব নেতা রাদোভান কারাদজিচকে ৪০ বছরের কারাদণ্ড দেয় জাতিসংঘের ট্রাইব্যুনাল।

■ সংকলক: তৌফিকা তাহসিন
রেড এন্ড গ্রীণ ওপেন স্কাউট গ্রুপ, ঢাকা

বন্ধু ফাউন্ডেশনের সাথে বাংলাদেশ স্কাউটস এর এমওইউ স্বাক্ষর

কার্বন নিঃসরণ হ্রাস, জ্বালানী সাশ্রয়ী ও উন্নত চুলা ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে বন্ধু ফাউন্ডেশন এর উদ্যোগে স্কুলে কলেজে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে জনসচেতনা বৃদ্ধি করার জন্য "PROMOTION OF IMPROVED COOK-STOVE (BONDHUCHULA)" শিরোনামে বাংলাদেশ স্কাউটস ও বন্ধু ফাউন্ডেশন ২০ এপ্রিল ২০১৬ তারিখ বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় সদর দফতরের শামস হলে MOU স্বাক্ষর করে। MOU এ বাংলাদেশ স্কাউটস এর পক্ষ থেকে স্বাক্ষর করেন জনাব মোঃ মজিবর রহমান মান্নান, নির্বাহী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), বাংলাদেশ স্কাউটস। বন্ধু ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে স্বাক্ষর করেন ড. অনিমেশ কুমার সরকার, সিইও, বন্ধু ফাউন্ডেশন। বন্ধু ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে দেশের ১৬ টি জেলায় যথাক্রমে সুনামগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, শেরপুর, সাতক্ষীরা, পটুয়াখালী, নেত্রকোনা, নড়াইল, কুড়িগ্রাম, খুলনা, খাগড়াছড়ি, জামালপুর, হবিগঞ্জ, কক্সবাজার, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, ভোলা, বাগেরহাট জেলায় আগামী ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত মোট ৭৬১ টি স্কুলে ক্যাম্পিং এর মাধ্যমে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হবে। সচেতনতা বৃদ্ধির কাজে উপজেলা ও জেলা স্কাউটস এবং সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ে স্কাউটরা সহযোগিতা প্রদান করবে।

উল্লেখ্য যে, গ্রামাঞ্চলে বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠী এখনো সনাতনী চুলা ব্যবহার করে থাকে। এসব চুলা থেকে নির্গত ধোঁয়ায় বিশেষ করে মহিলা ও শিশুরা ধোঁয়া জনিত বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত ও মৃত্যুবরণ করছে। তাছাড়া সনাতনী চুলা থেকে পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর ব্যাপক হারে কার্বন নিঃসরণ হচ্ছে এবং জ্বালানির অপচয় হচ্ছে। তাই সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা এব্যাপারে সচেতন ও প্রয়োজনীয় জ্ঞান আরোহন করলে তাদের পরিবার, আত্মীয় স্বজন ও পাড়া প্রতিবেশীগণ জ্বালানী সাশ্রয় করতে সক্ষম হবে এবং পরিবেশ দূষণ হ্রাস পাবে।

অনলাইন নিউজ লেটার প্রশিক্ষণ বিষয়ক কোর্স

বাংলাদেশ স্কাউটসের জনসংযোগ ও মার্কেটিং বিভাগের উদ্যোগে ২২ এপ্রিল ২০১৬ শুক্রবার দিনব্যাপী অনলাইন নিউজ লেটার প্রশিক্ষণ বিষয়ক কোর্স বাস্তবায়ন করা হয়। কোর্সে বাংলাদেশ স্কাউটসের বিভিন্ন অঞ্চল/জেলার ১৫ রোভার স্কাউট ও লিডার অংশগ্রহণ করেন। কোর্স পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন জনাব সরোয়ার মোহাম্মদ শাহরিয়ার, জাতীয় কমিশনার (জনসংযোগ ও মার্কেটিং), বাংলাদেশ স্কাউটস। রিসোর্স পার্সন হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন স্কাউটার মো. তৌহিদুল ইসলাম রিফাত এবং স্কাউটার মো. ইউসুফ আলী লিপন। কোর্সে ফটোশফ, ইলাস্ট্রেটর ও ইন হাউজ ডিজাইনিং সম্পর্কে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

মিডিয়া সাংবাদিকগণের সাথে স্কাউটিং বিষয়ক মতবিনিময়

বাংলাদেশ স্কাউটসের জনসংযোগ ও মার্কেটিং বিভাগের উদ্যোগে ২৪ এপ্রিল ২০১৬ সন্ধ্যায় বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় সদর দফতরের শামস হলে ইলেক্ট্রনিকস, প্রিন্ট ও অন লাইন মিডিয়ার সাংবাদিকগণের সাথে স্কাউটিং বিষয়ে এক মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। মতবিনিময় সভায় বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিকস, প্রিন্ট ও অন লাইন মিডিয়ার সাংবাদিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব আবদুল কাদের সরকার, সভাপতি, জাতীয় জনসংযোগ ও মার্কেটিং বিষয়ক কমিটি, বাংলাদেশ স্কাউটস ও মাননীয় সচিব, পাট ও বস্ত্র মন্ত্রণালয়। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন জনাব মোঃ মজিবর রহমান মান্নান, নির্বাহী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), বাংলাদেশ স্কাউটস। বাংলাদেশ স্কাউটস এর কার্যক্রম উপস্থাপন করেন জনাব সরোয়ার মোহাম্মদ শাহরিয়ার, জাতীয় কমিশনার (জনসংযোগ ও মার্কেটিং), বাংলাদেশ স্কাউটস। সভায় উপস্থিত ছিলেন জনাব মো. শাহ্ কামাল, জাতীয় কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন), বাংলাদেশ স্কাউটস ও মাননীয় সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, জনাব মু. তৌহিদুল ইসলাম, জাতীয় কমিশনার (ফাউন্ডেশন), বাংলাদেশ স্কাউটস, জনাব মো. মহসিন, জাতীয় কমিশনার (প্রশিক্ষণ), বাংলাদেশ স্কাউটস, জনাব মো. মাহমুদুল হক, জাতীয় কমিশনার (প্রকল্প), বাংলাদেশ স্কাউটস, জনাব মোঃ আবদুল হক, জাতীয় কমিশনার (গবেষণা ও মূল্যায়ন), বাংলাদেশ স্কাউটস, জনাব আমিমুল এহসান খান পারভেজ, জাতীয় উপ কমিশনার (জনসংযোগও মার্কেটিং), বাংলাদেশ স্কাউটস, জনাব সাফায়াতুল ইসলাম খান, জাতীয় উপ কমিশনার (জনসংযোগ ও মার্কেটিং), বাংলাদেশ স্কাউটস, জনাব মোঃ তৌফিক আলী, সম্পাদক, মাসিক অগ্রদূত, বাংলাদেশ স্কাউটস ও বাংলাদেশ স্কাউটসের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা বৃন্দ।

শ্রীপুরের দীক্ষা অনুষ্ঠান

বাংলাদেশ স্কাউটস শ্রীপুর উপজেলাধীন উত্তর পেলাইদ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কাব স্কাউট দলের দীক্ষা অনুষ্ঠান ২৭ ও ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ ২দিন ব্যাপি অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সদস্যবৃন্দ ও শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দদের ব্যবস্থাপনায় দীক্ষা অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়ে ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি জনাব মো. জালাল উদ্দিন মন্ডল দীক্ষা অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়ে বক্তব্য রাখেন সাবেক সভাপতি জনাব শামছুল হক মন্ডল। স্বাগত বক্তব্য রাখেন গ্রুপ কমিটির সভাপতি ও প্রধান শিক্ষক জনাব মঞ্জুরুল হক। আরও বক্তব্য রাখেন মো. আবু নায়িম সহকারী শিক্ষক, মো. আবু হজাকারিয়া সহকারী শিক্ষক, মোসাঃ রাফেজা আক্তার, সহকারী শিক্ষক।

দীক্ষা অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ইউনিট লিডার মো. ফারুক রহমান, সহকারী শিক্ষক। তাঁবু জলসার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। অংশগ্রহণকারী ছিল ২৪ জন।

■ খবর প্রেরক: স্কাউটার মো. আবদুল মতিন, উডব্যাজার
গফরগাঁও মুক্ত স্কাউট গ্রুপ, ময়মনসিংহ।

রাজবাড়ী জেলা মাল্টিপারপাস ওয়ার্কশপ

বাংলাদেশ স্কাউটস রাজবাড়ী জেলা শাখার উদ্যোগে জেলা মাল্টিপারপাস ওয়ার্কশপ রাজবাড়ী সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রাজবাড়ীর অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সার্বিক ও বাংলাদেশ স্কাউটস রাজবাড়ী জেলা শাখার কমিশনার ড. সৈয়দা নওশীন পর্নিনীর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন রাজবাড়ীর জেলা প্রশাসক ও বাংলাদেশ স্কাউটস রাজবাড়ী জেলা শাখার সভাপতি জিনাত আরা। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন রাজবাড়ী সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও বাংলাদেশ স্কাউটস রাজবাড়ী জেলা শাখার সম্পাদক আজিজা খানম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন বাংলাদেশ স্কাউটস রাজবাড়ী জেলা শাখার কোষাধ্যাক্ষ এ.কে.এম আবু ইউসুফ খান, সহকারী কমিশনার শুকুমার বিশ্বাস জেলা স্কাউটস লিডার অখিল কুমার কুন্ড, জেলা কাব লিডার অশোক কুমার চক্রবর্তী, গোয়ালন্দ উপজেলার সম্পাদক আব্দুল মাজেদ, প্রমুখ। জানা গেছে দিন ব্যাপী এই ওয়ার্কশপে রাজবাড়ী জেলা পাচটি উপজেলার সম্পাদক, কমিশনার, স্কাউটস লিডার ও কাব লিডারগণ অংশ গ্রহন করেন।

■ খবর প্রেরক: মো. হামজার রহমান শামীম
সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ স্কাউটস, ফরিদপুর জোন

ময়মনসিংহে দু'টি ওরিয়েন্টেশন কোর্স

বাংলাদেশ স্কাউটসের এক্সটেনশন স্কাউটিং বিভাগের আর্থিক সহায়তায় বাংলাদেশ স্কাউটস, ঢাকা অঞ্চলের ব্যবস্থাপনায় ৯ এপ্রিল ২০১৬ ময়মনসিংহ জেলার মুক্তাগাছা আব্বাসিয়া কামিল মাদ্রাসায় ৪৪৬ ও ৪৪৭তম স্কাউট লিডার ওরিয়েন্টেশন কোর্স বাস্তবায়ন করা হয়। কোর্সে বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার বিভিন্ন উপজেলার ৯৪ টি কিন্ডার গার্টেন স্কুলের শিক্ষক/শিক্ষিকা অংশগ্রহণ করেন। ৪৪৬তম কোর্সের কোর্স লিডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন স্কাউটার মো. কুতুব উদ্দিন, লিডার ট্রেনার এবং ৪৪৭তম কোর্সের কোর্স লিডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন স্কাউটার মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা, লিডার ট্রেনার।

দুর্নীতিমুক্ত কসবা গড়ার দৃঢ় প্রত্যয়
কসবা উপজেলা স্কাউট সমাবেশ শেষ হলো

অত্যন্ত আনন্দঘন পরিবেশে ৫দিন ব্যাপী কসবা উপজেলা স্কাউট সমাবেশ ৩০ মার্চ শেষ হয়। সারা উপজেলা থেকে প্রায় পাঁচ শতাধিক স্কাউট সদস্য-সদস্যা এই সমাবেশে যোগদান করে। প্রতিদিন নানা কার্যক্রমে স্কাউটরা অংশগ্রহণ করে তাদের যোগ্যতা ও দক্ষতাকে পরখ করে নেয়। দুর্নীতি দমন কমিশনের সরবরাহকৃত শপথ নামা পাঠ করে তারা দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে আগামী দিনে দুর্নীতিমুক্ত কসবা গড়ার।

২৭ মার্চ সন্ধ্যায় বদিউল আলম সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি ইন্সটিটিউটে অনুষ্ঠিত ৪র্থ কসবা উপজেলা স্কাউট সমাবেশ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপজেলা স্কাউট সভাপতি কসবা উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব মুহাম্মদ আরিফুল ইসলাম সভাপতিত্ব করেন। প্রধান অতিথি ছিলেন কসবা উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এডভোকেট আনিছুল হক ভূইয়া। বিশেষ অতিথি ছিলেন, সহকারী কমিশনার (ভূমি) জনাব মো.আলী আফরোজ। বক্তব্য রাখেন: কসবা প্রেসক্লাব সভাপতি ও উপজেলা স্কাউট সহ-সভাপতি মো. সোলেমান খান, স্কাউট কমিশনার আয়েশা আক্তার, স্কাউট সম্পাদক নজরুল ইসলাম, সাবেক স্কাউট কমিশনার ও পৌর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. আবু ইউসুফ ভুইয়া প্রমুখ।

প্রধান অতিথি এডভোকেট আনিসুল হক ভুইয়া তার বক্তব্যে বলেন, স্কাউট আন্দোলনের মাধ্যমে স্কাউটারদের চরিত্রগঠন, প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণ ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে যেন দেশের জন্য কাজ করতে পারে সে সুযোগ দানে সকলকে একযোগে কাজ করতে হবে। তিনি জাতীর জনকের স্বপ্ন বাস্তবায়নে আগামী দিনে স্কাউট সদস্যদের কাজ করার জন্য প্রস্তুত হতে বলেন। নির্বাহী অফিসার মুহাম্মদ আরিফুল ইসলাম বলেন, ৫শ স্কাউট যদি ইচ্ছা করে এই কসবার চেহারা তারা পাল্টাতে পারবে। তিনি বলেন প্রথমত নিজেদের চরিত্র গঠন, সর্বদা জ্ঞান চর্চার মাধ্যমে প্রকৃত মানুষ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে হবে। স্কাউট সহ-সভাপতি মো. সোলেমান খান বলেন, ''বাংলাদেশের বহু অর্জন বিশ্বের দরবারে আজ সমাদৃত। কিন্তু দুর্নীতির কারণে আমাদের সকল অর্জনই প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যাচ্ছে"। তাই তিনি স্কাউটদের ইস্পাত কঠিন শপথ নিয়ে দুর্নীতি মুক্ত বাংলাদেশ গঠনে প্রস্তুত হওয়ার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, আগামী দিনে এই কিশোর কিশোরীরাই বাংলাদেশকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যাবে।

২৮ মার্চ দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি পরিচালিত স্কাউটদের দুর্নীতি বিরোধী শপথনামা পাঠ করা হয়। পাঠ করান দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সহ-সভাপতি মো. সোলেমান খান। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন দুপ্রক কসবা শাখার সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মুন্সী রুহুল আমিন টিটু, দুপ্রক সদস্য অধ্যাপক হেলেনা বেগম, মো. অলিউল্লাহ সরকার অতুল, মো. রুবেল আহমেদ ও সততা সংঘের সদস্য মো. রাসেল আহমেদ। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন মো. দেলোয়ার হোসেন বাদল। রাতে ওন অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও বাংলাদেশ স্কাউটস, কসবা উপজেলা সভাপতি মুহাম্মদ আরিফুল ইসলাম। পরদিন ছিল ইয়থ পার্লামেন্ট ও হাইকিং। ইয়থপার্লামেন্টে প্রধান অতিথি ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) মো. আসাদুজ্জামান।

৩০ মার্চ রাতে তাঁবু জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপজেলা নির্বাহী অফিসার মুহাম্মদ আরিফুল ইসলামের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান এডভোকেট আনিসুল হক। বিশেষ অতিথি ছিলেন; স্কাউট সমাবেশের পৃষ্টপোষক এ.কে.এম বদিউল আলম ও তার স্ত্রী মিসেস শাহিদা আলম, আওয়ামী লীগ নেতা এম.জি হাক্কানী, উপজেলা ছাত্রলীগ সভাপতি এমরান উদ্দিন জুয়েল। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন; উপজেলা স্কাউট কমিশনার আয়েশা বেগম, স্কাউট সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম, স্কাউট লিডার হুমায়ন কবির প্রমুখ।

■ খবর প্রেরক: মো. অলিউল্লাহ সরকার অতুল
অগ্রদূত সংবাদদাতা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

আন্তর্জাতিক স্কাউট দিবস উদযাপন

২২ ফেব্রুয়ারি ১৬ 'আন্তর্জাতিক স্কাউট দিবস' উপলক্ষে বাংলাদেশ স্কাউটস, ফরিদগঞ্জ উপজেলা বিশেষ কর্মসূচি পালন করে। কর্মসূচির মধ্যে ছিল সকাল ১০টায় বর্ণাঢ্য র‍্যালী ও উপজেলা অডিটরিয়ামে আলোচনা সভা। র‍্যালীতে নেতৃত্ব দেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস ফরিদগঞ্জ উপজেলা। উপস্থিত ছিলেন উপজেলা স্কাউটস কমিশনার জনাব রফিকুল আমিন (কাজল), উপজেলা শিক্ষা অফিসার জনাব ফরিদ উদ্দিন আহাম্মদ, সহকারী কমিশনার (ভূমি) জনাব সাইফুল ইসলাম ভূইয়া। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দুই শতাধিক কাব স্কাউট , স্কাউট ও গার্ল-ইন-স্কাউট এবং ইউনিট লিডারগণ র‍্যালী এবং আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন। আলোচনা সভায় সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন উপজেলা স্কাউট সম্পাদক জনাব হিতেশ চন্দ্র শর্মা।

■ খবর প্রেরক: হিতেশ চন্দ্র শর্মা
সম্পাদক, বাংলাদেশ স্কাউটস,
ফরিদগঞ্জ উপজেলা, চাঁদপুর

পাটগ্রামে কাব ও স্কাউট শাখায় বেসিক কোর্স অনুষ্ঠিত

০৯ থেকে ১৩ মার্চ ২০১৬ দিনাজপুর অঞ্চলের পরিচালনায় এবং পাটগ্রাম উপজেলা স্কাউটস এর ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত হয় ৪৩তম কাব স্কাউট এবং ৩০তম স্কাউট লিডার বেসিক কোর্স। একই সময়ে ভিন্ন ভেন্যুতে অনুষ্ঠিত কাব স্কাউট শাখার বেসিক কোর্সে কোর্স লিডারের দায়িত্ব পালন করেন স্কাউটার মুক্তলাল রায় ঈশের, এএলটি। তাকে সহায়তা করেন খন্দকার খায়রুল আনম এএলটিসহ ৭ জন স্কাউটার। স্কাউট শাখায় কোর্স লিডারের দায়িত্ব পালন করেন স্কাউটার বিনয় কুমার রায়, এএলটি, তাকে সহায়তা করেন ৭ জন স্কাউটার। মহাতাঁবু জলসায় প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক, লালমনিরহাট ও বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার।

কালীগঞ্জে স্কাউটিং বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন কোর্স অনুষ্ঠিত

১ মার্চ ২০১৬ বাংলাদেশ স্কাউটস দিনাজপুর অঞ্চলের পরিচালনায় এবং কালীগঞ্জ উপজেলা স্কাউটস, লালমনিরহাটের ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত হয় ২টি স্কাউটিং বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন কোর্স। দিনব্যাপি কালীগঞ্জ উপজেলা রিসোর্স সেন্টারে ১৯১তম কোর্সে কোর্স লিডার ছিলেন স্কাউটার খন্দকার খায়রুল আনম, এএলটি। তাঁকে সহায়তা করেন মো. আবু সাঈদ সহ-পরিচালক, বাংলাদেশ স্কাউটস রংপুর জোন, ফরিদা ইয়াসমিন, এএলটি অপুর্ব চন্দ্র রায়। ১৯২তম কোর্সে কোর্স লিডাররের দায়িত্ব পালন করেন স্কাউটারমুক্তালাল রায় ঈশের, এএলটি। আলহাজ্ব সেকেন্দার আলী; এএলটি, মোজাম্মেল হক ও শমশের আলী। উভয় কোর্সে ৯০জন প্রশিক্ষনার্থী অংশগ্রহণ করেন তাঁর মধ্যে প্রায় ২৬জন মহিলা প্রশিক্ষনার্থী ছিলেন। লালমনিরহাট এর জেলা প্রশাসক জনাব মো. হাবিবুর রহমান ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার কালীগঞ্জ জনাব মো. মাহীনুর আলম কোর্স পরিদর্শন করেন।

রংপুরে শিক্ষা অফিসারগণের ওরিয়েন্টেশন কোস

২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ রংপুর জেলাধীন সকল উপজেলা শিক্ষা অফিসার ও সহকারি উপজেলা শিক্ষা অফিসারগণের অংশগ্রহণে দিনব্যাপি উপ-পরিচালক প্রাথমিক শিক্ষা, রংপুর বিভাগ, সম্মেলন কক্ষে একটি স্কাউটিং বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। কোর্সটির শুভ উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ স্কাউটস দিনাজপুর অঞ্চলের কমিশনার এবং উপ-পরিচালক মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা জনাব মোস্তাক হাবীব। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন খুরশীদ আলম চৌধুরী। কোর্সে কোর্স লিডারের দায়িত্ব পালন করেন স্কাউটার মো. আক্তারুজ্জামান, এলটি। তাঁকে সহায়তা করেন মাহবুবুল আলম প্রামানিক এলটি, সিদ্দিকুর রহমান এলটি ও লিয়াকত হোসেন, সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ স্কাউটস, রংপুর জোন। কোর্সে ৫২জন অফিসার অংশগ্রহণ করেন। তাদের মধ্যে ১০জন মহিলা কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

দিনাজপুরের নবাবগঞ্জে বেসিক কোর্স অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ স্কাউটস, দিনাজপুর অঞ্চলের পরিচালনায় এবং বাংলাদেশ স্কাউটস নবাবগঞ্জ উপজেলার ব্যবস্থাপনায় গত ২৪ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ নবাবগঞ্জ উপজেলা পরিষদ চত্বরে অনুষ্ঠিত হয়, একই সাথে ভিন্ন ভেন্যুতে ২৯তম স্কাউট ও ৪২ তম কাব লিডার বেসিক কোর্স অনুষ্ঠিত হয়।

২৯তম স্কাউট লিডার বেসিক কোর্সের কোর্স লিডারের দায়িত্ব পালন করেন মশিহুর রহমান চৌধুরী; এএলটি, তাঁকে সহায়তা করেন বিনিময় চন্দ্র রায়; এএলটি, আমিনুল ইসলাম; এএলটি, এলাহী ফারুক; এএলটি, মশিউর রহমান, আব্দুল মোন্নাক ইউসুফ আলী প্রমুখ।

৪২তম কাব লিডার বেসিক কোর্সটির কোর্স লিডার এর দায়িত্ব পালন করেন খন্দকার খায়রুল আনম; এএলটি, তাকে সাহায্য করেন শফিকুল আলম; এলটি, ফরিদা ইয়াসমিন; এএলটি, মুক্তালাল রায়; এএলটি, মালেক সরকার, মোত্তালেব হোসেন, মোস্তাফার রহমান, আনোয়ারুল ইসলাম টুকু, সেতারা বেগম ও সৈয়দা জান্নাতুল ফেরদৌস।

কুড়িগ্রামে স্কাউটার ও প্রশাসনের সমন্বয়ে সম্মেলন অনুষ্ঠিত

অতি সম্প্রতি বাংলাদেশ স্কাউটস কুড়িগ্রাম জেলার উদ্যোগে ও জেলা প্রশসক খান মো. নুরুল আমিনের ব্যক্তিগত আগ্রহে জেলা সার্কিট হাউসে অনুষ্ঠিত হয় জেলা স্কাউটস কর্মকর্তা ও প্রশাসনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে এক সম্মেলন।

কুড়িগ্রাম জেলাকে ২০০৭ সালের মধ্যে স্কাউটস জেলা ঘোষণা করার লক্ষে আনুষ্ঠানিক এই সম্মেলনের জেলাধীন ০৯টি উপজেলা থেকে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার ও উপজেলা স্কাউটস সম্পাদকগণসহ জেলা প্রশাসনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনে কুড়িগ্রাম জেলাকে স্কাউট জেলা ঘোষণার লক্ষে একটি একশন প্লান তৈরি করে তা বাস্তবায়নে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন অংশগ্রহণকারীবৃন্দ। জেলা প্রশাসক সকল ইউএনও সাহেবগণকে এ ব্যাপারে যথাযথ ভূমিকা রাখার আহবান জানিয়ে সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন একেএম সামিউল হক, এলটি।

■ খবর প্রেরক: খন্দকার খায়রুল আনম
অগ্রদূত সংবাদদাতা, কুড়িগ্রাম

সিরাজগঞ্জে অন্বেষণ মুক্ত স্কাউট দলের সনদ পত্র বিতরন অনুষ্ঠিত

অন্বেষণ মুক্ত স্কাউট দলের সনদ পত্র বিতরন অনুষ্ঠান। সিরাজগঞ্জ প্রেস ক্লাব হলরুমে অনুষ্ঠিত হয়। অন্বেষণ মুক্ত স্কাউট দলের সভাপতি সাংবাদিক হেলাল আহ্মেদ'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা ও সদর উপজেলা স্কাউটস এর সভাপতি মিঃ ব্রেনজন চাম্বুগং। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিরাজগঞ্জ প্রেস ক্লাবের সভাপতি ও সিরাজগঞ্জ পৌরসভার প্যানেল মেয়র ১ হেলাল উদ্দিন, দৈনিক আজকের সিরাজগঞ্জের প্রধান সম্পাদক জাকিরুল ইসলাম সান্টু, সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলা স্কাউটস এর কমিশনার হায়দার আলী। সভার শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন অন্বেষণ মুক্ত স্কাউট দলের সম্পাদক খালেকুজ্জামান (এএলটি)। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন সংগঠনটি প্রতিষ্ঠাতা মো. হোসেন আলী ছোট্ট, সেবামুক্ত স্কাউট দলের ইউনিট লিডার ও সিরাজগঞ্জ প্রেস ক্লাবের সাংগঠনিক সম্পাদক মো. আমিনুল ইসলাম। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মুক্ত দলের ইউনিট লিডার ও সিরাজগঞ্জ প্রেস ক্লাবের ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক দিলীপ গৌর। অন্বেষণ মুক্ত স্কাউট দল রাজশাহী আঞ্চলিক স্কাউট ক্যাম্প, সদর উপজেলা স্কাউট সমাবেশ, ১ম জাতীয় কমিউনিটি বেইজড স্কাউট ক্যাম্প এবং জেলা স্কাউটস সমাবেশে অংশগ্রহণ করে। সমাবেশে অংশ গ্রহন কারী মুক্ত দলের সদস্যদের হাতে সনদ পত্র তুলে দেন অতিথিবৃন্দ। প্রধান অতিথি তার বক্তব্য বলেন লেখা পড়ার পাশাপাশি শিক্ষার্থীরা স্কাউটিং কার্যক্রমের মাধ্যমে সমাজ সেবার দিকে মনো নিবেশ করবে। স্কুল কলেজের জন্য স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের সুযোগ সুবিধা থাকলেও মুক্ত দলের ক্ষেত্রে তেমন নাই। তাই স্কাউটারদের প্রতি আহবান জানান একটি তহবিল তৈরি করার জন্য। তিনি বলেন যেহেতু মুক্ত দলের আয়ের কোন পথ নেই সেই কারনে নিজেদের চাঁদা দিয়ে তহবিল তৈরি করতে হবে। তিনি বলেন মাদক মুক্ত সমাজ গড়তে হলে শিক্ষার্থীদের স্কাউটিং সহ বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের সাথে যুক্ত থাকতে হবে।

■ খবর প্রেরক: মো. হোসেন আলী ছোট্ট
অগ্রদূত সংবাদদাতা, সিরাজগঞ্জ

স্কাউটসের জাতীয় কমিশনার (উন্নয়ন) সাতক্ষীরা জেলা স্কাউটস পরিদর্শন

সাতক্ষীরা জেলা স্কাউটসের পক্ষ থেকে জাতীয় কমিশনার (উন্নয়ন) মেসবাহ উদ্দিন ভূঁইয়াকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়

সাতক্ষীরা জেলা স্কাউটস এর সার্বিক উন্নয়নের জন্য পরিদর্শন এবং মতবিনিময় করেছেন বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় কমিশনার (উন্নয়ন) মেজবাহ উদ্দীন ভূইয়া মুরাদ। ১৮ মার্চ শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় সাতক্ষীরা জেলা স্কাউটস ভবনে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা স্কাউটস এর সহকারী কমিশনার মো. শফিউদ্দীন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় উপ কমিশনার আব্দুল হান্নান, বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রকৌশলী আব্দুল জলিল হাওলাদার, খুলনা অঞ্চলের পরিচালক রুহুল আমিন, সহকারী পরিচালক ইকবাল হাসান। জেলা স্কাউটসের সম্পাদক এম ঈদুজ্জামান ইদ্রিসের পরিচালনায় উপস্থিত ছিলেন, জেলা রোভারের কমিশনার এস এম আব্দুর রশিদ, সম্পাদক এ এস এম আসাদুজ্জামান, কোষাধ্যক্ষ অধ্যক্ষ ইমদাদুল হক, জেলা স্কাউটসের যুগ্ম সম্পাদক আব্দুল মাজেদ, সদর উপজেলা স্কাউটস লিডার জহুরুল ইসলাম, দেবহাটা উপজেলা স্কাটইসের সম্পাদক লুৎফর রহমান, তালা উপজেলা স্কাউটসের কমিশনার স্বপন কুমার মিত্রসহ স্কাউট নেতৃবৃন্দ ও স্কাউটবৃন্দ। অনুষ্ঠানে জেলা স্কাউটসের অফিস ভবন, প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসহ বিভিন্ন অবকাঠামোগত এবং প্রোগ্রাম এর উন্নয়ন বিষয়ে মতবিনিময় করা হয়। এসময় জাতীয় কমিশনার (উন্নয়ন) সাতক্ষীরা জেলা স্কাউটসের যে কোন উন্নয়নে সার্বিক সহযোগিতা করার আশ্বাস দেন। অনুষ্ঠানে সাতক্ষীরা জেলা স্কাউটসের পক্ষ থেকে অতিথিবৃন্দকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।

■ খবর প্রেরক: আব্দুলাহ আল মামুন
অগ্রদূত সংবাদদাতা, সাতক্ষীরা

কাপ্তাইয়ে নৌ স্কাউট লিডার বেসিক কোর্স

বাংলাদেশ স্কাউটস নৌ অঞ্চলের পরিচালনায় এবং কাপ্তাই জেলা নৌ স্কাউটসের সহযোগিতায় ১৯তম নৌ স্কাউট লিডার বেসিক কোর্স গত ৪ থেকে ১০ এপ্রিল ২০১৬ পর্যন্ত বানৌজা শহীদ মোয়াজ্জম, কাপ্তাইয়ে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কোর্সে ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, কাপ্তাই, মংলা ও কক্সবাজার জেলা নৌ স্কাউট থেকে ৪০ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করে। কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কাপ্তাই জেলা নৌ স্কাউটসের সচিব ইঃ কমান্ডার রুহুল আমিন সরকার। ১৯তম নৌ স্কাউট লিডার বেসিক কোর্সের কোর্স লিডার ছিলেন জনাব মশিউর রহমান। কোর্সে ট্রুপ মিটিং এর মাধ্যমে পাইওনিয়ারিং ও প্রাথমিক প্রতিবিধান, হাইকিং এবং নৌবিদ্যাসহ বিভিন্ন বিষয়ে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। কোর্সে শিক্ষা সফরের অংশ হিসেবে প্রশিক্ষনার্থীরা রাঙ্গামাটি ভ্রমণ করে। বানৌজা শহীদ মোয়াজ্জম ঘাঁটির ইউটি ডাইনিং হলে ১৯তম নৌ স্কাউট লিডার বেসিক কোর্সের সনদপত্র ও তাঁবুজলসা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সহকারী নৌবাহিনী প্রধান (অপারেশন্স) ও কমিশনার নৌস্কাউটস রিয়ার এডমিরাল এম মকবুল হোসেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ নৌ বাহিনী পরিবার কল্যাণ সংঘের কেন্দ্রীয় কমিটির উপদেষ্টা বেগম রেহানা আক্তার। এসময় উপস্থিত ছিলেন বানৌজা শহীদ মোয়াজ্জম ঘাঁটির কমান্ডিং অফিসার এ এস এম আফজারুল হক এবং বাংলাদেশ নৌ বাহিনী পারবার কল্যাণ সংঘের কাপ্তাই উপশাখার ডেপুটি চেয়ারম্যান হুমায়রা আফজাল। এছাড়াও অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কাপ্তাই উপজেলা নির্বাহী অফিসার তারিকুল আলম। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন আঞ্চলিক সচিব ইঃ কমান্ডার এ এইচ এম মশিউর রহমান।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে সহকারী নৌবাহিনী প্রধান (অপারেশন্স) ও কমিশনার নৌস্কাউটস রিয়ার এডমিরাল এম মকবুল হোসেন কোর্সের প্রশংসা করেন। তিনি তাঁবুজলসা অনুষ্ঠানের প্রশংসা করে বলেন, ঢাকায় অনেক বড় অনুষ্ঠানেও এত সুন্দর ও মনমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিলক্ষিত হয় না। যাদের অংশগ্রহণ ও সার্বিক সহযোগিতায় এত সুন্দর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে সহকারী নৌবাহিনী প্রধান (অপারেন্স) তাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। বিশেষ করে বানৌজা শহীদ মোয়াজ্জম ঘাঁটির কমান্ডিং অফিসার এ এস এম আফজারুল হককে সুন্দর আয়োজনের জন্য তিনি ধন্যবাদ জানান।

■ খবর প্রেরক: মোহাম্মদ মাহবুব খান
জেলা নৌ স্কাউট লিডার, কক্সবাজার

রোভার স্কাউটদের সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড "প্রেসিডেন্টস রোভার স্কাউট"

রোভার স্কাউটদের সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড "প্রেসিডেন্টস রোভার স্কাউট"- অ্যাওয়ার্ড অর্জনের লক্ষ্যে এইবারের ষোড়শ রোভার অ্যাডভেঞ্চার ক্যাম্পে অংশগ্রহণ করেছে পাঁচজন গার্ল ইন রোভার। তারা ষোড়শ রোভার অ্যাডভেঞ্চার ক্যাম্পে অংশগ্রহণের পাশাপাশি পায়ে হেঁটে ১৫০ কিলোমিটার পরিভ্রমণ ও সম্পন্ন করেছে। বৃহস্পতিবার রাতে চট্টগ্রাম ন্যাশনাল পাবলিক কলেজে তাদের পরিভ্রমণ এবং অ্যাডভেঞ্চার ক্যাম্প শেষ হয়। তারা পাঁচ দিনে চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করেন।

চট্টগ্রাম ন্যাশনাল পাবলিক কলেজ থেকে গত ২৭ মার্চ পরিভ্রমণের শুরু হয়ে ১ম দিন তারা চট্টগ্রাম কালুরঘাট সেতু, ফুলতলা, গোমদন্ডী, বোয়ালখালী উপজেলা সদর, কানুনগোপাড়া স্যার আশুতোষ সরকারি কলেজ, পি সি সেন সারোয়াতলী উচ্চ বিদ্যালয় হয়ে করলডেঙ্গা মেধস আশ্রমে পৌঁছায়। ২য় দিন পাঁয়ে হেঁটে তার জঙ্গল সরফভাটা, রাঙ্গুনিয়া মারমা পলী পরিদর্শন করেন। ৩য় দিন বোয়ালখালী রাবার বাগান, গুচ্ছ গ্রাম, জৈষ্ঠপুরা হয়ে নাজিরার চরে রাত্রি যাপন করে অ্যাডভেঞ্চার ক্যাম্পে অংশগ্রহণকারী রোভার এবং গার্ল ইন রোভাররা। ৪র্থ দিন খাগড়াছড়ি হয়ে রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলার সাঁজেকে রাত্রি যাপন করে অ্যাডভেঞ্চারকারীরা। ৫ম দিন সাজেক থেকে খাগড়াছড়ি হয়ে চট্টগ্রামের ন্যাশনাল পাবলিক কলেজে অ্যাডভেঞ্চারের সমাপ্তি হয়। পরিভ্রমণের সময় তারা সামাজিক সচেতনতামূলক বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ ও লিফলেট বিতরণ করেন, তারা নিরাপদ সড়ক চাই, বাল্যবিয়ে রোধ করা, সন্ত্রাসমুক্ত বাংলাদেশ চাই, এসো রোভারিং করি, সুন্দর সমাজ গড়ি, মাদকমুক্ত বাংলাদেশ চাই ইত্যাদি স্লোগান নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে কথা বলেন এবং স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের সাথে মতবিনিময় করেন।

একই সঙ্গে গার্ল-ইন-রোভার ও রোভার স্কাউটরা সরকারি, বেসরকারি, দর্শনীয় স্থান, গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান প্রধানদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এ ছাড়া স্থানীয় সামাজিক বিষয়সমূহ নিয়ে মতবিনিময় করেন এবং মারমা পলীতে আর্তসামাজিক জরীপ করেন।

পরিভ্রমনে অংশগ্রহণকারী ০৫ জন গার্ল ইন রোভাররা হলেন- সমতট মুক্ত স্কাউট গ্রুপ, ঢাকার মাসুদা বেগম রেক্সনা, সরকারি আজজুল হক কলেজ, বগুড়ার মোছাঃ মৌসুমী আকতার, দিনাজপুর সরকারি মহিলা কলেজের শ্যামলী রাণী রায়, আসমা খাতুন পিংকি ও মোছাম্মৎ জান্নাতুন নাহার বৃষ্টি। উলেখ্য ষোড়শ রোভার অ্যাডভেঞ্চার ক্যাম্পের উপর স্ক্রিপ্ট রাইটিংয়ে ১ম স্থান অর্জন করেন সমতট মুক্ত স্কাউট গ্রুপ, ঢাকা এর গার্ল ইন রোভার মাসুদা বেগম রেক্সনা।

রাজশাহীতে মেট ও সমাজ উন্নয়ন অ্যাওয়ার্ড ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত

রাজশাহীতে বিভাগীয় সিনিয়র রোভার মেট ওয়ার্কশপ ও সমাজ উন্নয়ন অ্যাওয়ার্ড ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর সরাকারি কলেজে অনুষ্ঠিত দিনব্যাপী এ ওয়ার্কশপে মোট ৬৫ জন রোভার ও গার্লস ইন রোভার অংশগ্রহন করে। রাজশাহী বিভাগীয় সিনিয়র রোভার মেট ওয়ার্কশপ ও সমাজ উন্নয়ন অ্যাওয়ার্ড় ওয়ার্কশপে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন- বীরমুক্তিযোদ্ধা প্রফেসর আজাদ রহমান, সাবেক অধ্যক্ষ, শাহজাদপুর সরকারি কলেজ ও চেয়ারম্যান, শাহজাদপুর উপজেলা পরিষদ, বিশেষ অতিথি প্রফেসর আলী হায়দার রেজা তালুকদার, অধ্যক্ষ, শাহজাদপুর সরকারি কলেজ।

উপস্থিত ছিলেন সাখাওয়াৎ হোসেন, সহকারী কমিশনার (প্রোগ্রাম) সিরাজগঞ্জ জেলা রোভার, আক্কাশ আলী, রোভার লিডার, সিরাজগঞ্জ জেলা রোভার।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন- মো. রাসেল মিয়া, রাজশাহী বিভাগীয় সিনিয়র রোভার মেট প্রতিনিধি, রোভার অঞ্চল ও সিনিয়র রোভার মেট, শাহজাদপুর সরকারি কলেজ, বক্তব্য রাখেন জনাব মো. আককাশ আলী, রোভার লিডার, সিরাজগঞ্জ জেলা রোভার, শামসুল হক, সম্পাদক, সিরাজগঞ্জ জেলা রোভার, প্রফেসর আজাদ রহমান, চেয়ারম্যান, শাহজাদপুর উপজেলা পরিষদ।

এছাড়াও বক্তব্য রাখেন- কোর্স পরিচালক ও সভাপতি মুঃ ওমর আলী, এলটি আঞ্চলিক উপ-কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন ও স্বাস্থ) রোভার অঞ্চল। দিনব্যাপি এ প্রোগ্রামে সমাজ উন্নয়ন ও পিআরএস অ্যাওয়ার্ড অর্জন সম্পর্কে বিস্তারিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

কিশোরগঞ্জে ২৫৭ তম রোভার স্কাউট ইউনিট লিডার বেসিক কোর্স অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ স্কাউটস রোভার অঞ্চলের পরিচালনায় এবং কিশোরগঞ্জ জেলা রোভারের ব্যবস্থাপনায় ২৫৭ তম রোভার স্কাউট ইউনিট লিডার বেসিক কোর্স গত ২২-২৭ ফেব্রয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত সৈয়দ নজরুল ইসলাম স্টেডিয়াম, কিশোরগঞ্জে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কোর্সে বিভিন্ন কলেজ, মাদ্রাসা ও মুক্ত রোভার স্কাউট ইউনিট থেকে ১৭ জন মহিলাসহ মোট ৩৮ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন।

কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস, কিশোরগঞ্জ জেলা রোভারের সভাপতি ও জেলা প্রশাসক জনাব জি এস এম জাফর উল্লাহ। কোর্সের মহাতাঁবু জলসায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের প্রশাসক এডভোকেট মো. জিল্লুর রহমান। কোর্সটি পরিদর্শন করেন বাংলাদেশ স্কাউটস রোভার অঞ্চলের যুগ্ম-সম্পাদক জনাব খান মইনুদ্দিন আল মাহমুদ সোহেল। কোর্সে কোর্স লিডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন কিশোরগঞ্জ জেলা রোভারের কমিশনার প্রফেসর রবীন্দ্রনাথ চৌধুরী-এলটি।

■ খবর প্রেরক: জনাব সামসুল আলম শাহীন
অগ্রদূত সংবাদদাতা, কিশোরগঞ্জ

ফেনীতে রোভারদের দক্ষতা ব্যাজ কোর্স অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ স্কাউটস রোভার অঞ্চলের আওতাধীন ফেনী জেলা রোভারের ব্যবস্থাপনায় গত ২৭ থেকে ৩০ মার্চ ২০১৫ পর্যন্ত বখ্তারমুন্সী শেখ শহীদুল ইসলাম ডিগ্রী কলেজে ১ম ফেনী জেলা রোভার দক্ষতা ব্যাজ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়।

উদ্বোধনীঅনুষ্ঠান: ২৭ মার্চ বিকালে বখ্তারমুন্সী শেখ শহীদুল ইসলাম ডিগ্রী কলেজের হলরুমে কোর্সের উদ্বোধন হয়। কোর্সে শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন ফেনী জেলা রোভারের কমিশনার প্রফেসর মো. আবুল কালাম আজাদ। বিষেশ অতিথি হিসাবে ছিলেন কোর্স লিডার অধ্যাপক এ.কে.এম. নুরুল আফছার। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেণ বখ্তারমুন্সী শেখ শহীদুল ইসলাম ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ মুমিনুল হক। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন জেলা সম্পাদক জয়নাল আবেদীন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন জেলা রোভারের কোষাধ্যক্ষ এ.কে.এম. মজিবুর রহমান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানঅতিথি বলেন রোভারদেরকে দক্ষ করে গড়ে তোলার জন্য এই কোর্সের আয়োজন। রোভারদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন, সঠিক ভাবে কোর্স সম্পূর্ণ করতে পারলে তোমরা নিজেরা দক্ষ হবে, সে সাথে তোমাদের ইউনিটকেও দক্ষ ভাবে পরিচালনায় সহযোগিতা করতে পারবে। প্রধান অতিথির উদ্বোধন ঘোষণার মাধ্যমে উদ্বোধন অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

কোর্সকে সুষ্ঠভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ৬ টি উপদলে ভাগ করা হয়। উপদল গুলোর নাম দেয়া হয় বিশ্বাসী, বন্ধু, বিনয়ী, সদয়, প্রফুল্ল, মিতব্যয়ী। উক্ত কোর্সে জেলার ৬টি উপজেলার কলেজ, মাদ্রাসা, পলিটেকনিক, মুক্ত দল সহ মোট ৩২ টি প্রতিষ্ঠান থেকে ৯ জন গার্লস-ইন রোভার সহ ৭৫ জন রোভার স্কাউট অংশগ্রহণ করে। কোর্স লিডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এ.কে.এম. নুরুল আফছার (সি.এ.এল.টি), তাকে সহায়তা করেন মো. মুজিবুর রহমান (সি.এ.এল.টি), জয়নাল আবেদীন (উডব্যাজার), মোহাম্মদ সিরাজ উদ্দৌলাহ, কবির উদ্দিন মজুমদার, মো. বেলণ্ঢাল

হোসেন (সি.এ.এল.টি) কোয়াটার মাস্টার হিসেবে দায়িত্ব পালন করে মুহাম্মদ ওমর ফারুক। স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করে নাজমুল হাছান, তন্ময় রায়, আরিফুর রহমান শাওন, শাওন চক্রবর্তী ও কামরুল হাসান বাপ্পী।

প্রতিদিন সকাল ৬:০০টায় রোভার স্কাউটরা শরীর চর্চা/বিপি পিটি এর মাধ্যমে দিনের কার্যক্রম শুরু করে। পরে প্রোগ্রাম সিডিউল অনুযায়ী কাজ শুরু হয়। ক্রমোন্নতিশীল প্রশিক্ষণ (ব্যাজ পদ্ধতি), রোভার কুশলী ব্যাজ, শিক্ষকতা ব্যাজ, স্কাউট ইনস্ট্রাক্টর ব্যাজ, ক্রু-মিটিং (পাইওনারিং প্রজেক্ট, প্রাথমিক প্রতিবিধান, এ্যাষ্টিমেশন) নিয়ে আলোচনা করা হয়। রাতে তাঁবু জলসায় যোগ দেয়।

তৃতীয় দিনে পরিভ্রমণ ব্যাজ, সমাজ উন্নয়ন অ্যাওয়ার্ড , টীকাদান কর্মী ব্যাজ, পুষ্টি স্যালাইন ব্যাজ, শিশু স্বাস্থ্যকর্মী ব্যাজ সহ বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করা হয়। ব্যবহারিক বিষয়সমুহের অনুশীলন ও মান যাচাই করার জন্যে বিকালে হাইকিং এ নেয়া হয় রোভারদেরকে। হাইকিংয়ের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ স্থান পরিদর্শন, বহির্জগৎ সম্পর্কে জ্ঞানবৃদ্ধি করে রোভারা। পরে মুক্ত আলোচনা ও সামিং আপ এর মাধ্যমে তৃতীয় দিনের কার্যক্রম শেষ করে তাবুজলসার প্রস্তুতি শুরু করে।

২৯ মার্চ রাতে ১ম ফেনী জেলা রোভার দক্ষতা ব্যাজ কোর্সের সমাপনী ও মহা তাবু জলসা উনুষ্ঠীত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মোহাম্মদ এনামুল হক। বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন জেলা কমিশনার প্রফেসর মো. আবুল কালাম আজাদ, সোনাগাজী সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মুহাম্মদ মহিউদ্দিন চৌধুরী, সোনাগাজী উপজেলার ভারপ্রাপ্ত নিবাহী অফিসার বিদশী সম্বৌধী চাকমা, জেলা সম্পাদক জয়নাল আবেদীন ও জেলা রোভারের কোষাধ্যক্ষ এ.কে.এম. মজিবুর রহমান। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন জেলার বিভিন্ন কলেজের অধ্যক্ষ ও আর.এস.এল বিন্দু। সভাপতিত্ব করেণ বখ্তারমুন্সী শেখ শহীদুল ইসলাম ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ মুমিনুল হক। প্রধান অতিথি তার বক্তব্য বলেন রোভারিং কাযক্রমকে আরো গতিশীল করার জন্য বিভিন্ন প্রোগ্রাম, প্রশিক্ষণ ও সমাজ উন্নয়ন কার্যক্রম হাতে নিয়ে কাজ করার পরামশ্য দেন জেলা রোভারকে। জেলা রোভারকে ১০ টি তাঁবু প্রদানের আশ্বাসের মাধ্যমে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে প্রধান অতিথি অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করে।

■ খবর প্রেরক: মো. নাজমুল হাসান
অগ্রদূত সংবাদদাতা, ফেনী জেলা

জাতীয় সম্মাননা, উৎফুল্লিত বরগুনার রোভারা

বাংলাদেশ রোভার স্কাউটস গ্রুপ এর আর.এস.এল মো. মোস্তফা জামান (জুনিয়ার ইন্সট্রাক্টর নন-টেক) জাতীয় সনদ পাওয়ায় সংবর্ধনা দিল বরগুনার পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এর রোভারা। স্কাউটস আন্দোলনের সার্বিক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে প্রশংসনীয় অবদান রাখার স্বীকৃতিস্বরূপ এ সনদ প্রদান করা হয় তাকে।

১১ এপ্রিল দুপুর ১২ টায় ইনস্টিটিউট এর হল রুমে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন ইনস্টিটিউট এর রোভারা। ইনস্টিটিউট এর নন-টেক বিভাগের প্রধান অনিল চন্দ্র কীর্তনীয়া'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন বিভিন্ন বিভাগীয় প্রধানগণ সহ সিনিয়র রোভার বৃন্দ। বরগুনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এর অধ্যক্ষ মো. মাইনুল আহসান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বলেন, রোভার হচ্ছে নিজেকে আদর্শ মানুষ হিসেবে তৈরী করার এক আদর্শ মঞ্চ; যারা মানুষের সেবক হিসেবই দেশকে নিয়ে যাবে এক অন্যন্য উচ্চতায়- এ আমার বিশ্বাস। আজকের শিক্ষার্থীরাই আগামীর রাষ্ট্র পরিচালক, তাদেরকে আদর্শ মানুষ হওয়া খুব জরুরী। বাংলাদেশ স্কাউটস বরগুনা জেলা রোভার এর কমিশনার মো. লুৎফুর রহমান খান বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বলেন, আদর্শ জাতি গঠনে নিরলস প্রচেষ্টা করা সকল রোভারকে শুভেচ্ছা, আগামী পৃথিবী হোক এক আদর্শ মানব নগরী; এ প্রত্যাশা হোক সকলের নিত্যসঙ্গী। এছাড়া অন্যন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস বরগুনা জেলা রোভারের সম্পাদক মো. জাহাঙ্গীর হোসেন, যুগ্ম সম্পাদক তারিক বিন আনসারি সুমন।

দেশাত্ববোধক গান, আবৃত্তি ও নৃত্য মনোমুগ্ধকর এ আয়োজন'র শেষে সকলকে মিষ্টিমুখ করানোর মধ্যে দিয়ে সমাপ্তি হয় এ বিশেষ আয়োজন।

■ খবর প্রেরক: সুজন রায় মনতোষ
অগ্রদূত সংবাদদাতা, বরগুনা জেলা

স্কাউটদের আঁকা ঝোঁকা

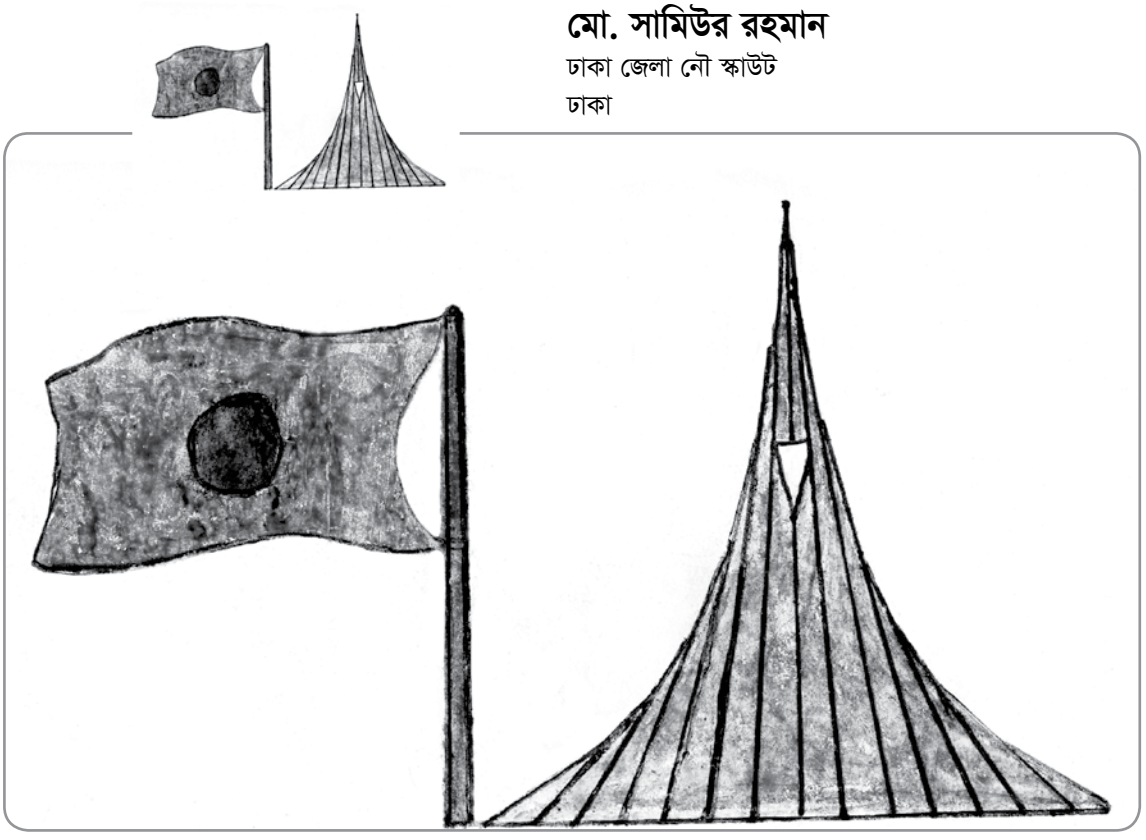

মো. সামিউর রহমান
ঢাকা জেলা নৌ স্কাউট
ঢাকা

ফাতেমা ইয়াছমিন বিথী
নিধু স্মৃতি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
ঢাকা

Dependable Power - Delighted Customer

ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লি. (ডিপিডিসি)

বিদ্যুৎ ভবন, ১ আব্দুল গনি রোড, ঢাকা-১০০০।

সময়মত বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করুন

- বিদ্যুৎ একটি অতি প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান জাতীয় সম্পদ। দেশের বৃহত্তর স্বার্থে সীমিত এই সম্পদের সুষ্ঠু ও পরিমিত ব্যবহার একান্ত বাঞ্চনীয়। এ বিষয়ে আপনি ব্যবস্থা নিন এবং অপরকেও উদ্বুদ্ধ করুন।
- বিদ্যুৎ ব্যবহারে মিতব্যয়ী হউন। আপনার বাসগৃহ অথবা কার্যালয়ে যত কম পরিমাণ বিদ্যুৎ ব্যবহার করলে চলে ঠিক ততটুকুই ব্যবহার করুন। এতে বিদ্যুৎ সাশ্রয় হবে, আপনার বিদ্যুৎ বিল কম আসবে এবং সাশ্রয়কৃত বিদ্যুৎ প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহার করলে দেশ ও সমাজ উপকৃত হবে।
- আপনার শিল্প প্রতিষ্ঠান দু'শিফটে পরিচালিত হলে লোড-শেডিং পরিহারের জন্য পিক-আওয়ার (সন্ধ্যা ৫.০০ টা হতে রাত ১১.০০ টা পর্যন্ত) এর আগে বা পরে কাজের সময় নির্ধারণ করুন। আপনার কার্যালয়ে অথবা বাসগৃহে পানির পাম্প, ইস্ত্রি, মাইক্রোওভেন, গিজার, ওয়াশিং মেশিন, ড্রায়ারসহ অন্যান্য গৃহস্থালী যন্ত্রপাতি পিক আওয়ারে ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন।
- আধুনিক প্রযুক্তির "এনার্জি এফিশিয়েন্ট লাইট ও মোটর" কম বিদ্যুৎ দিয়ে চলে। এ ধরনের লাইট ও মোটরে বিদ্যুৎ খরচ অনেক কম হয় বলে বিদ্যুৎ সাশ্রয় হয় এবং বিদ্যুৎ বিল কম হয়, সুতরাং আজ থেকেই "এনার্জি এফিশিয়েন্ট লাইট ও মোটর" ব্যবহার করুন।
- আপনার বাসগৃহ ও কার্যালয়ে অনুমোদিত লোড অনুযায়ী বিদ্যুৎ ব্যবহার করুন। অনুমোদিত লোডের অতিরিক্ত বিদ্যুৎ ব্যবহার করলে বিতরণ ব্যবস্থায় কারিগরী সমস্যার সৃষ্টি হয়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যাহত হতে পারে। অতএব, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পেতে হলে অননুমোদিত লোড ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন।
- অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ গ্রহণকারীরা অনিয়ন্ত্রিতভাবে বিদ্যুৎ ব্যবহার করে। ফলে বিদ্যুতের ঘাটতি দেখা দেয় এবং আপনি বৈধ বিদ্যুৎ গ্রাহক হয়েও চাহিদা মোতাবেক বিদ্যুৎ প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হন। আসুন, আমরা সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলি।
- ডিপিডিসি এলাকায় অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ বা অন্য যে কোন বিষয়ে আপনার কোন অভিযোগ থাকলে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, কমপ্লেইন সেল, কোম্পানী সচিবালয়, ডিপিডিসি বরাবরে অবহিত করুন। প্রয়োজনে আপনার পরিচয় গোপন রাখা হবে।
- ডিপিডিসি সর্বদা গ্রাহক সেবায় নিয়োজিত।

Regd. No. DA-35 Monthly The Agradoot, Bangladesh Scouts 60th Year 4th Issue, April-2016

ISO 9001 : 2000 CERTIFIED

পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিঃ

POWER GRID COMPANY OF BANGLADESH LTD.

(An Enterprise of Bangladesh Power Development Board)

ন্যাশনাল পাওয়ার গ্রীড এর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মান সম্পন্ন বিদ্যুৎ নিরবিচ্ছিন্নভাবে দেশের সকল মানুষের নিকট পৌঁছে দেয়াই আমাদের অঙ্গিকার

- গ্রীড উপকেন্দ্র, গ্রীড লাইন ও টাওয়ার আমাদের জাতীয় সম্পদ, তা রক্ষা করা আমাদের সকলের দায়িত্ব।
- গ্রীড উপকেন্দ্র, সঞ্চালন লাইন ও বৈদ্যুতিক টাওয়ারের গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রাংশ চুরি প্রতিরোধে সহায়তা করুন, বড় ধরণের বিদ্যুৎ বিপর্যয় থেকে দেশকে বাঁচান।
- অবৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হোন এবং বিদ্যুৎ চুরি প্রতিরোধে বিদ্যুৎ কর্মীদের সহায়তা করুন।
- বৈদ্যুতিক টাওয়ারের সংস্পর্শে আসবেন না, নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখুন।
- গ্রীড লাইন ও টাওয়ার হতে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে স্থাপনা নির্মাণ করুন।
- বৃক্ষরোপন কর্মসূচী পালন কালে গ্রীড লাইন ও টাওয়ার হতে নিরাপদ দূরুত্বে স্থান নির্বাচন করুন।
- আপনার গ্রাহক অধিকার এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হোন।
- বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হোন। মনে রাখুন আপনি বিদ্যুৎ সাশ্রয় করলে তা অন্য একজন ব্যবহার করতে পারে। এমনকি ইহা গুরুত্বর অসুস্থ একজনের জীবন বাঁচানোর কাজে লাগতে পারে।
- বিদ্যুৎ অপচয় রোধে সচেতনভাবে ফ্যান, বাতি ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করুন।
- বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী (CFL/T5) বাল্ব ব্যবহার করুন।
- দিনের আলোতে প্রয়োজনীয় কাজ শেষ করুন।
- বিকাল ৫:০০ টা হতে রাত ১১ঃ০০টা পর্যন্ত সময়ে দোকান, শপিংমল, বাসাবাড়ীতে আলোকসজ্জা হতে বিরত থাকুন। এ সময়ে সর্বোচ্চ জাতীয় বিদ্যুৎ চাহিদার গ্রাহক প্রান্তের ব্যবস্থাপনায় সক্রিয় ভূমিকা রাখুন।

Editor: Md. Toufiq Ali, Published by Md. Majibar Rahman Mannan, Executive Directory in-Charge on behalf of Bangladesh Scouts, National Scout Bhaban 60, Anjuman Mufidul Islam Road, Kakrail, Dhaka-1000, Bangladesh, Phone: 9337714, Printed by: Dot Net Limited, 51/51a, Purana Paltan, Dhaka-1000, Phone: 9563578